স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

# সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ ☐ সংখ্যা ৪৭ | শিলচর ☐ মঙ্গলবার ☐ ২ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ☐ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ☐ ১৬ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ☐ ১২ পাতা ☐ আট টাকা | www.samayikprasanga.in


# প্রেমের জেরে রক্তাক্ত হামলা, এনকাউন্টারে হত অভিযুক্ত

## মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে কিশোরী, সহোদর আসু নেতা খুন, উত্তাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** নলবাড়ির গঙ্গাপুরে এক নাবালিকা কিশোরীকে একতরফা প্রেম নিবেদনে সাড়া না মেলায় ওই কিশোরী ও তার সহোদরের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। ওই হামলায় কিশোরী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। কিশোরীর সহোদর আসুর আঞ্চলিক নেতা মাধুর্য বর্মন হামলায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত আসিফ আলি ওরফে রোজ আলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। কিশোরী ও তার সহোদরের উপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমজনতা রাজপথে নেমে এসে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানান। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, অভিযুক্ত আসিফ আলিকে আটক করার পর তদন্তকারী দলের হেফাজতে থাকাকালীন এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে চার রাউন্ড গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই আসিফ নিহত হয়।

নিহত মাধুর্য বর্মন (১৮) পশ্চিম নলবাড়ি আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থার (আসু) সহ-সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই ঘটনায় গুরুতর জখম হওয়া নাবালিকা কিশোরী বর্তমানে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, মাধুর্য এবং আহত কিশোরী আত্মীয়। নলবাড়ির পুলিশ সুপার বিবেকানন্দ দাস জানান, রবিবার সন্ধ্যায় গঙ্গাপুর গ্রামের কাছে দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আর্তনাদ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের দেখতে পান এবং পরে পুলিশকে খবর দেন। দু'জনকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মাধুর্যকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধারালো দা-জাতীয় অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত আসিফ আলি পলাতক ছিল। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে সোমবার ভোরে মুকালমুয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপারের দাবি, তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়ার সময় আসিফ এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় এবং চার রাউন্ড গুলি চালায়। এরপর আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। তিনি বলেন, 'সে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশ পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে তার মৃত্যু হয়'।

এদিকে, হামলায় গুরুতর জখম কিশোরীর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডাঃ দেবজিৎ চৌধুরী জানান, তার মাথার চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে, চোয়াল এবং কাঁধে গুরুতর আঘাত রয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর ক্ষতচিহ্নও রয়েছে। ফুসফুসের কাছেও ধারালো অস্ত্রের আঘাত লেগেছে।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কিশোরীকে অনুসরণ করছিল আসিফ আলি। রবিবার টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে কিশোরীর পথরোধ করে। পরিস্থিতি দেখে মাধুর্য বাধা দিতে গেলে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। পরে কিশোরীকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে পরিবারের দাবি।

যদিও ঘটনাক্রমের এই অংশ সম্পর্কে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও চূড়ান্ত

*এরপর ছয়ের পাতায়*

(১) নলবাড়িতে হত আসু নেতা মাধুর্য বর্মন, (২) এনকাউন্টারে হত অভিযুক্ত আসিফ আলি, (৩) হামলার শিকার কিশোরী, (৪) জনতার বিক্ষোভ।

## এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ শিশু-ধর্ষক, বাড়ি ভাঙচুর

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** তাঁর প্রথম কার্যকালে একের পর এক এনকাউন্টারের ঘটনা খবরের শিরোনাম দখল করেছিল। কম বিতর্কও হয়নি এনকাউন্টারের ঘটনাগুলো নিয়ে। তবে কোনও বিতর্ককে পরোয়া করেননি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গত পাঁচ বছরে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত অনেককেই এনকাউন্টারের শিকার হতে হয়েছে। একই জঘন্য ঘটনাকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দ্বিতীয় কার্যকালের ১৯ দিনের মাথায় গত রবিবার মাঝরাতে প্রথম এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটল পলাশবাড়ি-ছয়গাঁওয়ের নোয়াপাড়া এলাকায়। গুলিবিদ্ধ হয়েছে আম আক্কাস আলি নামে এক শিশু ধর্ষক। বর্তমানে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## শিশুকে লাগাতার ধর্ষণ, দুই নাবালক সহ ধৃত ৬

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** ১২ বছরের নিষ্পাপ নাবালিকাকে দীর্ঘদিন ধরে ভয় দেখিয়ে লাগাতার গণধর্ষণ করে তাকে গর্ভবতী করার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবং এর মধ্যে রয়েছে ৪৯ বছরের প্রৌঢ় থেকে ১৫ বছরের যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মাজুলী জেলায়। এটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ।

পুলিশ জানিয়েছে, লাগাতার যৌন নির্যাতনের জেরে শিশুটি বর্তমানে প্রায় সাত মাসের গর্ভবতী। মাজুলী জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ সুপার সোমালিন শুভদর্শিনী

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন কৌশিক-কৃষ্ণেন্দু

## রাজ্য মন্ত্রিসভায় বরাকের প্রতিনিধিত্বে এবারও এই দুই বিধায়ককেই পছন্দ হিমন্তের

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভায় এবারও বরাকের প্রতিনিধিত্ব করবেন কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পাল। দলীয় সূত্রে খবর অনুযায়ী ৫ জুন মন্ত্রী হিসেবে যাঁরা শপথ নেবেন তাঁদের তালিকায় চূড়ান্ত এই দু'জনের নাম। আগেরবার তাঁরা গোটা সময়ের জন্য মন্ত্রিত্ব না পেলেও বরাক উপত্যকার উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এবারও তাঁদের উপরই বিশ্বাস রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০২১ সালে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হন হিমন্ত, তবে প্রথমদিকে তাঁর মন্ত্রিসভায় ছিলেন না কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পাল। দলের বরিষ্ঠ নেতা পরিমল শুক্লবৈদ্য ছিলেন মন্ত্রিসভায় বরাকের মুখ। তবে পরবর্তীতে তিনি সাংসদ হন এবং নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী ফের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেন। এতেই স্থান পান কৌশিক এবং কৃষ্ণেন্দু। তবে দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই মন্ত্রিসভায়

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## মন্ত্রী তালিকা নিয়ে আজ গুয়াহাটিতে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** অপেক্ষার আর মাত্র বাকি ৪৮ ঘণ্টা। তারপরেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পরিষ্কার হয়ে যাবে নতুন মন্ত্রীর তালিকায় কাদের স্থান পাকা হয়েছে। কেননা, শুক্রবার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের কথা ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার নতুন মন্ত্রীর তালিকা নিয়ে দিল্লি থেকে অসমে ফেরার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তাই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এখন তুঙ্গে দিসপুরে। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে থাকা অনেক জনপ্রতিনিধির রাতের ঘুমও উবে গেছে।

গত ১২ মে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শপথ নিয়েছিলেন চার মন্ত্রী। আগামী শুক্রবার মন্ত্রিসভার প্রথম সম্প্রসারণ। জানা গেছে, আগামী দু'-তিন বছর ১২-১৪ জনের মন্ত্রিসভা নিয়েই কাজ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সমীকরণে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে ৭-১০ জনের স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য মন্ত্রীদের মধ্যে কাদের স্থান নিশ্চিত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে রয়েছেন। নতুন মন্ত্রীর তালিকায় ইতোমধ্যেই

*এরপর ছয়ের পাতায়*

# দিল্লি সফরে তৃতীয় দিনেও ম্যারাথন বৈঠকে হিমন্ত

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ১ জুন :** দিল্লি সফরের তৃতীয় দিনে পরিকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, চা শিল্প এবং জ্বালানি খাতের সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে পৃথক বৈঠকে অসমের উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

নীতিন গাড়করির সঙ্গে বৈঠকে ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ প্রকল্প, কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন সড়ক সংস্কার প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নে গাড়করির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের গতি বাড়িয়ে রাজ্যের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠকে ভারতের স্বাক্ষরিত একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অসমের কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য কীভাবে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তিগুলি ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করি সকাশে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** পাঁচ রাজ্যের ভোট মেটার পর বেড়েই চলেছে জ্বালানি জ্বালা। নতুন মাসের শুরুতে ফের বাড়তে চলেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এবার সিলিন্ডার প্রতি আরও ৫৩ টাকা ৫০ পয়সা দাম বাড়ল। মে মাসের শুরুতেই একধাক্কায় প্রায় হাজার টাকা করে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছিল। জুনের শুরুতেও তা অব্যাহত।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম দাঁড়াল ৩২৫৫ টাকা ৫০ পয়সা। সোমবার থেকেই নয়া দাম কার্যকর হয়। তবে আমজনতার জন্য স্বস্তির খবর হল, এই আবহেও গেরস্থালির ১৪ কেজি সিলিন্ডারের

*এরপর ছয়ের পাতায়*

# কাছাড়ের ৭ সহ রাজ্যে ২৬টি স্কুলের অনুমোদন ১ বছরের জন্য বাতিল

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** মাধ্যমিকে খারাপ ফলাফল প্রদর্শনকারী স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে শিক্ষা বিভাগ। ২০২৫ এবং ২০২৬ পরপর দু'বছর পাসের হার ১০ শতাংশের কম রাজ্যে এমন ২৬টি স্কুলের অনুমোদন এক বছরের জন্য বাতিল করা হয়েছে। কাছাড় জেলায় সাতটি ভেঞ্চার স্কুলের উপর নেমে এসেছে এই শাস্তির খাড়া।

শিক্ষা বিভাগের এক সূত্র জানান, জেলার ৭টি স্কুল হল ব্লক এইচডি কিউআরএস হাইস্কুল, দরগাকোণা পাবলিক হাইস্কুল, মারুয়াছড়া

**মাধ্যমিক পরীক্ষায় শোচনীয় ফল**

ট্রাইবাল হাইস্কুল, নদীয়াচাঁদ মজিদ আলি মেমোরিয়াল হাইস্কুল, পিকে বাগেলা মেমোরিয়াল হাইস্কুল, পানগ্রাম হাইস্কুল এবং পালই হাইস্কুল। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্কুলগুলোর অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। অনুমোদন বাতিল হলেও, স্কুলগুলোতে বর্তমানে যারা দশম শ্রেণিতে পড়ছে তাদের পঠন-পাঠন চলবে। ২০২৭ সালে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে এই পড়ুয়াদের মাধ্যমিকে বসার সুযোগ দেওয়া হবে। তখন অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার না বহাল থাকবে তা নির্ধারণ করা হবে ২০২৭ সালে পরীক্ষার

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## নিট বিতর্কের মাঝেই দিল্লিতে শিক্ষামন্ত্রকের ভবনে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই নথিপত্র

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে দেশজুড়ে ডামাডোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রকের ভবনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ঘটল। সোমবার সকালে দিল্লির আইটিও এলাকায় স্কুল অব প্ল্যানিং ভবনের দোতলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া না গেলেও প্রচুর নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি অনুযায়ী, সোমবার সকালে ভবনের দোতলা থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরতে দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের দাবি অনুযায়ী, সকাল ৯টা ৩৭ নাগাদ দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে আগুন লাগল সেটাও স্পষ্ট নয়। দফতরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা চিন্তা বাড়াচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের রহস্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ। অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রচুর নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## শ্রীভূমি শহরকে কৃত্রিম বন্যা থেকে রক্ষায় হবে বেআইনি দোকানপাট, ঘরবাড়ি উচ্ছেদ

শ্রীভূমিতে কৃত্রিম বন্যা সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ১ জুন :** শ্রীভূমি শহরকে কৃত্রিম বন্যা থেকে পরিত্রাণ প্রদানে জল নিষ্কাশনের ড্রেনগুলোর গভীরতা যেমন বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করে সরকারি জমিতে তৈরি হওয়া দোকানপাঠ, ঘর-বাড়িকে উচ্ছেদ করতে হবে। পাশাপাশি পুরসভার আওতাধীন এলাকায় অবৈধ বাজার ও গাড়ির স্ট্যান্ডগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে পুরসভা এবং জেলা প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার পুরসভা আহূত নাগরিক বৈঠকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল জানান, জাতীয় সড়ক সংস্কারে মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরিত চিঠি দেশের সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই সড়কের স্থায়ী সংস্কার কাজ শুরু হবে।

শ্রীভূমি শহরের জমাজলের সমস্যা নিরসনে সোমবার পুরসভার উদ্যোগে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাকমিশনারের কনফারেন্স হলে পুরপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেবের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় জেলাকমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানস প্রতীম চৌধুরী, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না), দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী,

*এরপর ছয়ের পাতায়*

# রাজ্যসভায় একাধিক রাজ্যে ক্রস ভোটিংয়ের শঙ্কায় কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** রাজ্যসভার সমীকরণে বড়সড় বদল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটে কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে কংগ্রেস। ক্রস ভোটিং হতে পারে আরও একাধিক রাজ্য। যা নিয়ে ইতোমধ্যেই কংগ্রেসের অন্দরে আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যসভায় আট রাজ্যের ২৬ আসনের জন্য ভোট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই ২৬ আসনের মধ্যে ২৪ আসনের বর্তমান সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বাকি দুই আসনে ভোট হচ্ছে সাংসদরা মেয়াদের আগেই ইস্তফা দেওয়ায়। আগামী ১৮ জুন একসঙ্গে ওই ২৬ আসনে নির্বাচন হবে। ওই নির্বাচনের জন্য শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে। আট রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্রে ৪, গুজরাটে ৪, ঝাড়খণ্ডে ২, মধ্যপ্রদেশে ৪, মণিপুরে ১, মেঘালয়ে ১, রাজস্থানে ৪, অরুণাচলে ১, কর্নাটকে ৪, মিজোরামে ১ আসনে ভোট হবে। এর বাইরে মহারাষ্ট্রের এক আসন ও তামিলনাড়ুর এক আসনে রাজ্যসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে।

এই আসনগুলির মধ্যে আপাতত বিজেপির দখলে রয়েছে ১২ আসন। এনডিএর দখলে সার্বিকভাবে আরও কয়েকটি আসন রয়েছে। কংগ্রেসের

হাতে রয়েছে ৪ আসন। এবারের ভোটের পর এনডিএ ১৭-১৮ আসন জিততে পারে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় এনডিএর দখলে রয়েছে ১৪৮ আসন। সেটাকে ১৫০ পার করার লক্ষ্য নিয়ে নামছে গেরুয়া শিবির। সেখানেই মূল আশঙ্কা কংগ্রেসের। একাধিক রাজ্যে ক্রস ভোটিং হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে হাত শিবির। তাছাড়াও কংগ্রেসের দুঃসংবাদ রয়েছে।

প্রথমত গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় নিশ্চিহ্ন হচ্ছে কংগ্রেস। সম্ভবত এই প্রথমবার গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের কোনও সাংসদ থাকবেন না। আগামী ২১ জুন শেষ হচ্ছে শক্তিসিন গোহিলের মেয়াদ। তাঁকে নতুন করে রাজ্যসভায়

*এরপর ছয়ের পাতায়*

## পুশব্যাকে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ! বৈঠকে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** বাংলায় পালাবদলের পরই বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা। দীর্ঘদিন ধরে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থাকা জমি জট কেটে গিয়েছে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই। বিএসএফকে সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর হতেই শুরু হয়েছে ফেন্সিংয়ের কাজ। তাছাড়া বাংলার নতুন সরকারের নীতি পরিষ্কার, ডিটেক্ট-ডিলিট এবং ডিপোর্ট। ফলে বাংলাদেশে ফেরা শুরু করেছে বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাতে কি উদ্বিগ্ন ঢাকা?

বাংলায় সরকার বদলের পর দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা হলেও সংবেদশীল মোড়ে। এই পরিস্থিতি তড়িঘড়ি দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরে বৈঠক হতে চলেছে। সূত্রের খবর, আগামী ৮ জুন নয়াদিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজি-স্তরের বৈঠক বসতে চলেছে। বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম বার দু'দেশের বাহিনীর ডিজি পর্যায়ের বৈঠক হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বিএসএফ এবং বিজিবির ডিজি স্তরের ওই

*এরপর ছয়ের পাতায়*

সাময়িক প্রসঙ্গ
**শ্রেণিবদ্ধ**
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

**PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA : SRIBHUMI**
**Harinagar, Assam, PIN : 788734**

**RE-AUCTION NOTICE**

Sealed Re-Tenders have been invited from the authorised persons/parties who is having the valid trade licenses for purchasing of the following old, condemned and obsolete materials etc. from this vidyalaya. The sealed tenders will be opened on **13.06.2026 (Saturday) at 10.00 am** at the Vidyalaya premises for disposal of the Condemned items like

(a) Old Cotton Mattresses / Blankets / Mosquito Nets / Pillows
(b) Empty Plastic Rice Bags
(c) Empty Jute Bags
(d) Empty Paneer Tins
(e) Empty Pickle Jars
(f) Empty Oil Tins
(g) Plastic Jars
(h) Unused News Papers

Intended buyers may attend the auction with Earnest Money deposit as per the list mentioned in the website.

For detail, kindly visit Office of JNV, Karimganj, Harinagar, Assam or Website: **https://navodaya.gov.in/nvs/AS/Karimganj**

**Sd/-, Yogesh Kumar,**
**Principal**

**LOST**

Suprotim Chakraborty, son of Late Sibdas Chakraborty and a resident of Patharkandi Kalibari Road, District-Sribhumi, hereby notify the general public that my HSLC Certificate, Roll B07-464, No. 3064 (SEBA) HS certificate, Roll 0539 No. 10053 (AHSEC) GRADUATION registration No.12010875 has been lost on 23/05/2026. Despite diligent efforts to locate the document, it remains untraceable. Any person who finds the certificate or has any information regarding its whereabouts is requested to kindly contact me at :

**9854652531**

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি**

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

**F.NO.4-6/JNVHKD/2026-27/129** **DATED:-01-06-2026**

**NOTICE INVITING TENDER**

Sealed Re-Tenders are invited from the authorized registered dealer/ Manufacturer/Supplier/Company for supply of following items for the session 2026-27 to PM SHRI School Jawahar Navodaya Vidyalaya Hailakandi, Assam.

**Washing & Ironing of Uniform, Hair Cutting, Bedding Items, Student Medicine & all other items for which 03 rates were not received in 1st & 2nd Tender.**

The Tender papers can be purchased on payment of Rs.500/- for each set of Tenders forms and Rs. 100/- Washing & Ironing of Uniform. Hair Cutting from the office of the Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hailakandi, Assam up to 08-06-2026 till 2:00 Pm. Further, the same can also be downloaded from the official website of JNV-Hailakandi. However, during submission of Tender forms the cost of Tender form in form of Demand draft should be deposited in favour of Principal, JNV-Hailakandi, Assam as cost of Tender form.

The last date of submission of Completed sealed Re-Tenders alongwith the EMD in the form of Demand Draft in favour of the Principal JNV-Hailakandi, Assam is 08-06-2026 till 4:00 Pm. Physically or by registered post/speed post/any Courier.

The Tenders will be opened on 09-06-2026 at 11:00 am (Subject to the approval of Chairman VMC) in the Office Chamber of the Principal by the Vidyalaya Purchase Advisory Committee.

**K. Budhi Singh**
**Principal I/C**
**JNV, MONACHERRA HAILAKANDI**
**PIN : 788164**

সহপাঠী বন্ধু মান্না দত্তের অকাল প্রয়াণে শোকবার্তা

**" মানুষের মৃত্যু হলেও, মানব থেকে যায়..."**

সময়ের নির্দয় স্রোতে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, তবুও হৃদয়ের কোণে আজও জীবন্ত হয়ে আছে সেই সোনালি দিনগুলো - অধরচাঁদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বারান্দা, শ্রেণিকক্ষ, আর আমাদের একসাথে কাটানো অসংখ্য মুহূর্ত। এই বিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় - এটি আমাদের শৈশব, আমাদের বন্ধুত্ব, আমাদের হাসি - কান্নার এক অমূল্য ঠিকানা। এখানেই গড়ে উঠেছিল আমাদের একে অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, এক অটুট বন্ধন - যা আজও আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু আজ, সেই বন্ধনের এক প্রিয় অংশ এবং আমাদের প্রিয় সহপাঠী মান্না দত্ত হঠাৎ করেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে - অপরিচিত, অজানা এক দূর দেশে। এই শূন্যতা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মনে হয়, আমাদের জীবনের একটি অধ্যায় যেন চিরতরে থেমে গেল। তুই আর আমাদের মাঝে নেই - এই সত্য মেনে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তবুও আমরা জানি, তুই আমাদের স্মৃতির ভেতর, আমাদের প্রতিটি গল্পে, প্রতিটি হাসিতে, চিরদিন বেঁচে থাকবি। তোর হাসি, তোর স্নেহ, তোর উপস্থিতি - সবকিছুই আজ আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তুই চলে গিয়েও আমাদের ছেড়ে যাসনি - তুই আছিস, আমাদের প্রতিটি স্মৃতির ভাঁজে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে।



There are no goodbyes for us,
Wherever you are, you will always be in our hearts

**শোকাহত**

**অধরচাঁদ উচ্চতর বিদ্যালয়ের "মাধ্যমিক ১৯৮৭ সালের" সহপাঠী বন্ধুরা**

তারিখ: ৩০/০৫/২৬, শিলচর

# বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলেজগুলিতে ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে গুয়াহাটিতে এআইডিএসও-র ছাত্র বিক্ষোভ




**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** কোনও প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই স্নাতক স্তরে ছাত্রবিরোধী চার-বছরের পাঠ্যক্রম চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সোমবার বিকেল ৩টায় গুয়াহাটির উলুবাড়িতে এআইডিএসও-র আসাম রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ কার্যসূচির দায়িত্বে ছিলেন এআইডিএসও-র আসাম রাজ্য কাউন্সিলের সহ-সভাপতি পল্লব পেগু। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক হেমন্ত পেগু। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত অনুদান না পাওয়ার অজুহাতে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত ছাত্রবিরোধী পদক্ষেপ। এই ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অনৈতিক ও অযৌক্তিক। এর ফলে সাধারণ দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা মাঝপথেই তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষ যেন অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে জারি করা এই নির্দেশিকাকে তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, যদিও ছাত্র আন্দোলনের চাপে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভর্তির ঘোষণা করেছে, কিন্তু ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ প্রণয়নের পর থেকেই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে। একদিকে যেমন সরকারের পক্ষ থেকে অপর্যাপ্ত অনুদান এবং স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের অভাবের মতো মৌলিক সমস্যাগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামোকে দুর্বল করে দিচ্ছে, তেমনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল 'স্ব-অর্থায়িত কোর্স'র ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে। কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি ছাড়াই স্নাতক স্তরে চার-বছরের পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয় যে, প্রতিটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী যেন প্রতি সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ পায়, তা সুনিশ্চিত করার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে নবগঠিত সরকারের কাছে অবিলম্বে বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার করা এবং স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ ও সরকারি অনুদান বৃদ্ধির মতো সমস্ত মৌলিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিলের সভাপতি হিল্লোল ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

# বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্নার উদ্যোগে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, স্বস্তি এলাকাবাসীর



**সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ১ জুন :** বদরপুরের চৈতন্যনগর ব্লকের অন্তর্গত উমরপুর জিপির এংলারবাজারের ছতিয়া গ্রামে দীর্ঘ কয়েকদিনের বিদ্যুৎ সংকটের অবসান ঘটেছে। গত ২৪ মে বিকল হয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের কারণে শতাধিক পরিবার বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দুর্ভোগে পড়েন। সমস্যার কথা জানার পর উত্তর করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্না বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর তৎপরতায় সোমবার নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় এবং এলাকায় পুনরায় স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়। এলাকাবাসী জানান, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় পানীয়জল সরবরাহ, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের ফলে তাঁরা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

স্থানীয় জনগণ বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্না, বিদ্যুৎ বিভাগের এসডিই মহম্মদ শেখ আব্দুল্লা এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পুলক দাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষক আবুল হোসেন, রিয়াজুর রহমান পারভিন, শিক্ষক আব্দুল খালিক, প্রাক্তন ওয়ার্ড সদস্য আব্দুল জলিল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসীর মতে, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্না জনসমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

# প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী দেবদাস ভট্টাচার্য



**সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১ জুন :** হাইলাকান্দি জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী দেবদাস ভট্টাচার্যের (কৌশিক) প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাইলাকান্দি তথা পরিচিত মহলে। গত ৩০ মে রাতে শিলচর অসামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ডিমেনশিয়া এবং রক্তে শর্করাজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শিলচর অসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দেবদাস ভট্টাচার্য কর্মজীবনে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের একজন নিষ্ঠাবান ও কর্মদক্ষ কর্মী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ ৩১ বছর সুনামের সঙ্গে চাকরি করার পর ২০১৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। চাকরিজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। বিশেষ করে বিভাগের নবীন ও জুনিয়র কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভাগীয় কাজের নানা খুঁটিনাটি বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও অনেকের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর হাত ধরেই বহু কর্মী কর্মজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি শিলচরের মেহেরপুর এলাকায় বসবাস করলেও তাঁর আদি নিবাস ছিল হাইলাকান্দি শহরের লক্ষীশহর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। লক্ষীশহর দুর্গাপূজা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এছাড়াও ছাত্রজীবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সহ বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রাক্তন সহকর্মী এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

# নরসিংহপুরে বীণাচ্ছন্দমের সঙ্গীতানুষ্ঠান



**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** বীণাচ্ছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে গত ৩১ মে নরসিংহপুরের স্বর্ণলক্ষ্মী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এক বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নরসিংহপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বীণাচ্ছন্দমের অধ্যক্ষ দেবতোষ নাথ প্রতিষ্ঠানের চার দশকের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, নরসিংহপুরের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত 'ছন্দম' আজ বিস্তৃত হয়ে বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি এই সাফল্যের পেছনে এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের অবদানের কথা স্মরণ করেন। অতিথিদের উত্তরীয় ও গ্রন্থ প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে বীণাচ্ছন্দমের কনিষ্ঠতম ছাত্রী পদ্মস্মিতা শীল প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক বীরেশচন্দ্র নাথ, শিক্ষাবিদ পরিমল নাথ চৌধুরী, গবেষক প্রভাসচন্দ্র নাথ, সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী, বিজন নাথ, স্বপনকুমার নাথ, বীণাপাণি গোস্বামী, সমরকান্তি নাথ, পম্পি নাথ চৌধুরী, শক্তি নাথ প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক পর্বে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সমবেত বিদ্যালয় সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় কথক নৃত্য, তবলা পরিবেশন এবং রবীন্দ্রনৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়া শৌর্যকলা (কুংফু) শিক্ষায় কৃতিত্বের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল দেবতোষ নাথের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নৃত্য নির্দেশনায় পরিবেশিত কথকধর্মী নৃত্যনাট্য 'নটখট নন্দলাল'। অর্ধশতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের জীবনভিত্তিক এই নৃত্যনাট্য দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আকাশবাণী শিলচরের বাচিকশিল্পী মৌসুমী ধর। আলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সৌগত পাল এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দিব্যজ্যোতি নাথ।

# দিগরখালে বাজেয়াপ্ত হেরোইন শিলচরে কফসিরাপ



**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** কালাইন থানা এলাকার দিগরখালে বাজেয়াপ্ত করা হল হেরোইন। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি মারুতি বোলেনো গাড়িতে করে হেরোইন পাচারের সময় পাকড়াও করা হয় আশিকুর রহমান (২৭) ও মোক্তার হোসেন (২৪) নামের দু'জনকে। ধৃত দু'জন নগাঁও জেলার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২২টি সাবানের কেসে থাকা ২৫৮ গ্রাম হেরোইন। নেশার বাজারে এসবের মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

দিগরখালের পাশাপাশি শিলচর বিলপার কবরস্থান রোডে একটি পরিবহন সংস্থার গুদাম থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬০ কার্টন কফসিরাপ। দিগর শ্রীকোণার বাসিন্দা বিন্দুলাল দাস নামের এক লরিচালক তার লরিতে করে গুয়াহাটি থেকে নিয়ে এসেছিল এসব কফসিরাপ। বিন্দুলাল দাসকে আটক করা হয়েছে।

# কলিয়াবরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১ জুন :** নগাঁও জেলার কলিয়াবরের জখলাবন্ধা পুলিশ থানার অন্তর্গত বাঘজানে ৭১৫ নং জাতীয় সড়কে সোমবার এক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এএস০২ এএম৯৯০৩ নম্বরের টিভিএস আপাচি বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার কাছে থাকা লাইট পোস্টে ধাক্কা মারার ফলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি কলিয়াবরের রাঙলুর অংকিত কর্মকার বলে জানা গেছে।

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেগুলেশন-১৩ (১) (এ)

ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইবুনাল, গুয়াহাটি
স্বর্ণ ভবন, হাউস নং ১২, নিউ টাউন পথ, হনুমান মন্দিরের নিকটে, জি.এস.রোড
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি-৭৮১০০৭ (অসম)
মামলা নং-ওএ/১৭৩/২০২৬

ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিজিওর) আইন ১৯৯৩ সেকশন ১৯ অ্যাক্টের সাব সেকশন (৪), পড়ুন রুল ৫ এর সাব রুল (২এ)-র অধীনে সমন

ইএক্সএইচ নং-৬২২০

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রীমতী উষা সিনহা এবং অন্যান্য

প্রতি
১) শ্রীমতী উষা সিনহা
স্বামী- মৃত রাকেশ সিনহা, গ্রাম এবং পোঃঅঃ কলকলিঘাট, করিমগঞ্জ, জিলা- করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭২৫।
২) প্রিয়দর্শন সিনহা
পিতা- মৃত রাকেশ সিনহা, গ্রাম এবং পোঃঅঃ কলকলিঘাট, করিমগঞ্জ, জিলা- করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭২৫।
৩) প্রিয়ম সিনহা
পিতা- মৃত রাকেশ সিনহা, গ্রাম এবং পোঃঅঃ কলকলিঘাট, করিমগঞ্জ, জিলা- করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭২৫।

সমনস

যেহেতু, ১৫-০৫-২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্টারের ওএ/১৭৩/২০২৬ তালিকাযুক্ত করা হয়েছে।

যেখানে, এই মাননীয় ট্রাইবুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উল্লেখিত আবেদনের উপর সমন নোটিশ জারির মাধ্যমে ২৬৮৮৯৭৭.৮৭/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে (ওএ) দায়ের করা হয়েছে (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে)।

আইনের ১৯ নং ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে আপনি, বিবাদীদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ–

i) সমন জারি বা তা প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে এবং সেখানে কেন ত্রাণ প্রার্থনা করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হবে না।
ii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩A-এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পতি এবং সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পতি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা।
iii) মূল আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত রকম সুরক্ষিত সম্পদ এর লেনদেন অথবা নিষ্পত্তির থেকে বিরত থাকতে হবে।
iv) আদালত এর অনুমোদন ব্যতিত সমস্ত রকম নিরাপত্তা সংলগ্ন সম্পদ/সম্পত্তির অথবা মূল আবেদন এর ক্রমিক সংখ্যা ৩Aতে উল্লিখিত সমস্ত প্রকার সুরক্ষিত সম্পদ এর হস্তান্তর/স্থানান্তর, ইজারা থেকে বিরত থাকতে হবে।
v) সাধারণ ব্যবসার কারণে ব্যাঙ্ক এর নিকট দায়বদ্ধ জিনিষ বিক্রয় করিলে, ব্যাঙ্ক এর খাতায় সেই বিক্রয় অর্জিত ধনরাশি জমা করিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকিবেন।

আপনাকে আবেদনকারীকে দেওয়া একটি কপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং রেজিষ্ট্রার সমক্ষে ০৬-০৭-২০২৬ এর সকাল ১০-৩০ মিনিটে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৮-০৫-২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের হাতে এবং এই সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : যেটি প্রযোজ্য নয় তা অবজ্ঞা করুন।

সমন জারি করার অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
রেজিষ্ট্রার, ডেবটস্ রিকোভারি ট্রাইবুনাল, গুয়াহাটি,

# মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকারের ১২ বছর পূর্তি, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার কাছাড় জেলা কমিটির এক সভা সোমবার জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি আতাউর রহমান লস্করের পৌরাহিত্যে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহা, উপ-সভাপতি তথা সংখ্যালঘু মোর্চার ইনচার্জ প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, সংখ্যালঘু মোর্চার উপ-সভাপতি ময়না মিয়া লস্কর ও সাধারণ সম্পাদক হামিদুল হক লস্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলার ২৩টি মণ্ডলে স্বচ্ছতা অভিযান করার আহ্বান জানান জেলা সভাপতি। ৮ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত চলবে অভিযান। স্বচ্ছতা অভিযান সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্নেহাশিস বড়ুয়াকে মুখ্য আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলার প্রত্যক বাজার, স্কুল-কলেজ, প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন কার্যালয়ে স্বচ্ছতা অভিযান হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ১২ বছরের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খতিয়ান জনসম্মুখে তুলে ধরবেন বিজেপির কর্মকর্তারা। আগামী ৮ জুন রামনগর আইএসবিটি ও আইএসটিটি থেকে স্বচ্ছতা অভিযানের শুভারম্ভ করা হবে। জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহার নেতৃত্বে কাছাড় জেলায় বিজেপি ৬ জন বিধায়ক, সাংসদ সহ জেলা পরিষদ বোর্ড, ১৫টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত বোর্ড ও পঞ্চায়েত সভাপতি পদ দখল করা হয়েছে। এজন্য জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে রূপম সাহাকে মানপত্র দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন আতাউর রহমান লস্কর।

## দিনপঞ্জিকা

মঙ্গলবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ইং ২ জুন, মুং ১৬ জেলহজ (ভাং তাং ১২ জ্যৈষ্ঠ)। অ ১৮ জেঠ, ফসলী মল ২ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ২ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।৪৯ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৩।৪০ গতে সূর্যাস্ত। দ্বিতীয়া তিথি।

*ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।*

## রাশিফল

**মেষ :** নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।
**বৃষ :** ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।
**মিথুন :** বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।
**কর্কট :** কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন।
**সিংহ :** কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।
**কন্যা :** সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
**তুলা :** স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।
**বৃশ্চিক :** স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
**ধনু :** আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।
**মকর :** শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
**কুম্ভ :** আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
**মীন :** উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

# আসাম ভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব অনুষ্ঠান সমাপ্ত

**সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ১ জুন :** অসম সরকারের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতার লংকা শহরের বাছাই পর্ব অনুষ্ঠান গত ৩০ ও ৩১ মে দুইদিনের কার্যসূচি নিয়ে শহরের ঐতিহ্যবাহী নবজ্যোতি নাট্য সংসদ ও ভ্রাতৃ সংঘের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই বাছাই পর্ব অনুষ্ঠানে ১৫০-র অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে তিনজন করে বেছে নেওয়া হয়। অন্যদিকে রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে প্রতিটি বিভাগ থেকে তিনজন করে বেছে নেওয়া হয়। সর্বমোট ১৮ জন প্রতিযোগী নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে আগামী ১২ জুন গুয়াহাটি শংকরদেব কলাক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশচনেবার ছাড়পত্র পায়।

আজ থেকে দু'দিন দলীয় নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা

# শিলচরের কংগ্রেস প্রার্থীদের গোপন বৈঠক, জেলা নেতৃত্বের ভূমিকায় ক্ষোভ

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন:** কাছাড়ে দলীয় নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন কর এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ারকে। আগামীকাল মঙ্গলবার ও পরশু বুধবার শিলচরে দলীয় কার্যালয়ে তাঁরা নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করবেন বলে দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এনিয়ে জেলায় দলের অভ্যন্তরে সরগরম হয়ে উঠেছে হাওয়া। এই পরিস্থিতির মাঝে এবার নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া ৬ জন দলীয় কর্মকর্তা এবং প্রাক্তন বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার সোমবার শিলচরে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এনিয়ে দলের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছে জোর ফিসফিসানি।

জেলার সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে এবারের নির্বাচনে একমাত্র সোনাই আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। জানা গেছে, খলিল উদ্দিন মজুমদার ও সোনাই থেকে জয়ী আমিনুল হক লস্কর সহ শিলচরের প্রার্থী অভিজিৎ পাল, ধলাইর প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ, লক্ষ্মীপুরের প্রার্থী শান্তি কুমার সিংহ, বড়খলার প্রার্থী ডাঃ অমিত কালোয়ার এবং কাটিগড়ার প্রার্থী অমর চাঁদ জৈনরা এদিন সন্ধ্যার পর শহরের পার্ক রোডের এক হোটেলে বৈঠকে মিলিত হন। উধারবন্দের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিংহ বর্তমানে রয়েছেন গুয়াহাটিতে। তাই এই বৈঠকে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

জানা গেছে, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলা এই বৈঠকে নির্বাচনের সময়কালে জেলা কংগ্রেসের একাংশ কর্মকর্তার ভূমিকা নিয়ে খেদ ব্যক্ত করেন প্রার্থীরা। জেলা কংগ্রেসের তরফে কোনও ধরনের সহযোগিতা মেলেনি, নির্বাচন লড়তে হয়েছে নিজেদের কাঁধেই, এমন কথা বলেন প্রার্থীদের কয়েকজন এসব কথা পর্যবেক্ষকদের কাছে তুলে ধরার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। খবর অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত এনিয়ে বৈঠকে উপস্থিত সবাই সহমত ব্যক্ত করে পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার

এরপর সাতের পাতায়

# ডবকার রাজীব ভবনে কংগ্রেসের পর্যালোচনা সভায় তীব্র উত্তেজনা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ১ জুন :** হোজাই জেলার ৯২ নং বিন্নাকান্দি সমষ্টির বিন্নাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে ডবকার রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভা তীব্র উত্তেজনা ও হট্টগোলের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। সভায় উপস্থিত একাংশ ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মী দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সভা চলাকালীন সময়ে একদল কর্মী প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক রেহান উদ্দিনকে ঘিরে ধরে বিভিন্ন বিষয়ে জবাবদিহি দাবি করেন। ক্ষোভ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে কয়েকজন কর্মী চটি হাতে নিয়ে উত্তেজিত আচরণ করেন এবং



ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য সভাস্থলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, গত বিধানসভা নির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকা কয়েকজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তীব্র বাকবিতণ্ডার সূচনা হয়। হোজাইয়ের কংগ্রেস নেতা নুর আহমেদকে নিয়েও একাংশ কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, নির্বাচনের সময় নুর আহমেদ এজেপি প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরীকে সমর্থন করেছিলেন। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই সভায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, একাংশ কর্মী কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন যে, বিন্নাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে কেন কংগ্রেস নিজস্ব প্রার্থী দেয় না। এই বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক নুরুল হুদা, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মৃণাল হাজারিকার উপস্থিতিতে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নেতাদের ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

# মালিডহর-বদরপুর সড়ক সংস্কারে বরাদ্দ ১৫ কোটি, ৬৬ লক্ষ গায়েব!

## বিতর্কে এনএইচআইডিসিএল

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী



**কালাইন, ১ জুন :** ৬ নং জাতীয় সড়কের অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী মালিডহর থেকে বদরপুর পর্যন্ত অংশের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার পুরোটাই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে মালিডহর থেকে বদরপুর পর্যন্ত অংশ দস্তুরমতো মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে এই বিস্ফোরক তথ্য। পশ্চিম কাটিগড়ার দিগরখালের বাসিন্দা সচেতন নাগরিক জয়ন্ত গোস্বামী তথ্য জানার অধিকার আইনের অধীনে মালিডহর থেকে বদরপুর পর্যন্ত অংশের সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে কি না তা জানতে চেয়ে জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) কাছে আবেদন করেছিলেন। এর উত্তরে এনএইচআইডিসিএলের তরফে জানানো হয় যে ২০২৪ সাল থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়সীমায় মালিডহর থেকে বদরপুর পর্যন্ত অংশের বিধ্বস্ত এলাকাগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে এই তথ্য সামনে আসায় নীতিন গাড়কারি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ এনএইচআইডিসিএলের কাজকর্ম নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন উঠে আসছে। কারণ, গোটা দেশে মহাসড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের দায়িত্বে রয়েছে এনএইচআইডিসিএল। তথ্য জানার অধিকার আইনের আবেদনকারী জয়ন্ত গোস্বামী এবং কাটিগড়ার সচেতন জনগণের বক্তব্য যদি মালিডহর-বদরপুর অংশের বিধ্বস্ত এলাকাগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়ে থাকে তাহলে সংস্কারের আটমাসে মালিডহর-বদরপুর অংশ এভাবে চরম বিধ্বস্ত হওয়ার কথা নয়। কাটিগড়ার সচেতন জনগণের বক্তব্য বর্তমানে মালিডহর-বদরপুর অংশ দস্তুরমতো জনগণের কাছে

এরপর সাতের পাতায়

চোরদের গণপিটুনি, পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধ

# দরগারবন্দে নদীতে পড়ল গরুচুরির গাড়ি, আটক দুই দাগী চোর

মনোজ মোহান্তি

**রামকৃষ্ণনগর, ১ জুন :** সিনেমার রুদ্ধশ্বাস অ্যাকশন দৃশ্যকেও হার মানাল বাস্তব। ভরদুপুরে ২০ কিলোমিটার পথ জুড়ে টানটান উত্তেজনা। শেষমেশ রণে ভঙ্গ দিয়ে চোরচক্রের গাড়ি গিয়ে আছড়ে পড়ল নদীতে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণনগর সমজেলার রাতাবাড়ি থানা এলাকায় ছড়াল তীব্র উত্তেজনা। গণপিটুনি থেকে শুরু করে পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ; বাদ রইল না কিছুই। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

ঘটনার সূত্রপাত রামকৃষ্ণনগর কেন্দ্রের লালছড়া চা বাগান এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা মতিলাল রবিদাসের একটি গরু রাস্তার পাশে চরছিল।



তাড়া খেয়ে নদীতে গরু বহনকারী গাড়ি। ইনসেটে এক অভিযুক্ত।

দিনদুপুরেই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে একদল দুষ্কৃতী গরুটিকে চটজলদি একটি ওয়াগনার গাড়িতে তুলে চম্পট দেয়। গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করে গাড়িটি। কিন্তু সাততাড়াতাড়ি পালাতে গিয়েই সন্দেহ জাগে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে।

গাড়ির অস্বাভাবিক গতি দেখে স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মুহূর্তের মধ্যে মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চারদিকের গ্রামগুলোতে চুরির খবর এবং গাড়ির বিবরণ ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাস! নিমেষে রাস্তায় নেমে পড়েন

এরপর সাতের পাতায়

# বড়খলাকে উন্নয়নে প্রথম করার সংকল্প বিধায়ক কিশোর নাথের




অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কিশোর নাথ। সোমবার।

শিবির আহমদ বড়ভূইয়া

**বড়খলা, ১ জুন :** বড়খলা কেন্দ্রকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার মধ্যে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করলেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। তার জন্য তিনি সবার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। সোমবার বিজেপির বড়খলা মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে নবনির্বাচিত বিধায়ক কিশোর নাথকে জাঁকালো সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বিজেপির বড়খলা মণ্ডল সভাপতি পিনাককান্তি দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিধায়ক কিশোর নাথ বলেন, বিগত ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিধায়ক থাকাকালে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। আর বিগত পাঁচ বছরে বড়খলা অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। বড়খলার অনেক মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পের কাজ হয়নি। আপনাদের সবার আশীর্বাদে আবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছি, বিগত পাঁচ বছরে ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিতে হবে। রাস্তাঘাট, পানীয়জলের সমস্যার সমাধান সহ বিশেষ করে শিক্ষিত,

এরপর সাতের পাতায়

# অরিজিৎ দে-কে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতার চান কৃষ্ণেন্দু

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ১ জুন :** শ্রীভূমির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অরিজিৎ দে-কে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে জেলা কমিশনার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। প্রশাসনের তরফে শক্ত পদক্ষেপ গৃহীত না হলে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনতে বাধ্য হবেন বলেও হুমকি দেন তিনি।

গত ১৬ জুন রাতে শ্রীভূমি শহরের সরস্বতী বিদ্যানিকেতন স্কুলের বিপরীতে নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মদ্যপদের আক্রমণের শিকার হন ব্যবসায়ী অরিজিৎ দে। ঘটনার পর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে দু-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালেও মূল অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে পারেনি বলে অভিযোগ। বিষয়টি কানে পৌঁছায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের। সোমবার জেলা কমিশনারের সভাকক্ষে আয়োজিত নাগরিক বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরে সরব হন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সভায় উপস্থিত জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী ও অতিরিক্ত পুলিশ

এরপর সাতের পাতায়

# সালামতপুরে বাঘের আতঙ্ক, বসানো হয়েছে বাঘবন্দির খাঁচা



খাঁচা তৈরি করে বসানো হয়েছে জঙ্গলে।

**সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১ জুন :** বাঘের আতঙ্ক গ্রামাঞ্চলে। লক্ষীপুর বিধানসভা এলাকার লাবক জিপির সালামতপুরে। পাহাড় অঞ্চলে বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে জঙ্গল থেকে বাঘ নেমে এলো লোকালয়ে। বেশ কয়েকদিন থেকে লক্ষীপুরের লাবক জিপি-র সালামতপুর গ্রামের গৃহস্থের গৃহপালিত গরু গায়েব হওয়ার ঘটনায় এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের ধারণা ছিল গরুগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দু'দিন পূর্বে তারা জঙ্গলে গিয়ে দেখতে পান একটি গরু মরে পড়ে রয়েছে। তার ঘাড়ে বাঘের পাঞ্জার দাগ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বনবিভাগে। শিলচর থেকে ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, লক্ষীপুর রেঞ্জ অফিস এবং জয়পুর বিট অফিসের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু বাঘের দেখা মেলেনি। তবে ভেজা মাটিতে পায়ের দাগ এবং মৃত গরুর ঘাড়ে পাঞ্জার দাগ দেখে তারা নিশ্চিত হয়েছেন এটা একটা বাঘিনী বলে এবং এর সঙ্গে রয়েছে বাচ্চাও। বন বিভাগের কর্মীরা আরও জানান এটি নাকি একটি চিতাবাঘ। এমনটাই ধারণা বনবিভাগের কর্মকর্তাদের।

সোমবার আবার শিলচর, লক্ষীপুর ও জয়পুর থেকে ১৫-২০ জনের এক বনকর্মীর দল ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীরাও ছিলেন। শিলচর থেকে বনকর্মীরা একটি লোহার খাঁচা সঙ্গে নিয়ে আসেন। গভীর জঙ্গলে সেটি বসানো হয়। বনকর্মীরা জানিয়েছেন টোপ হিসেবে খাঁচার মধ্যে একটি ছাগল রাখা হবে। রাতে ছাগলের ডাক শুনে বাঘ আসবে এবং খাঁচায় ঢুকলেই বন্দি হয়ে যাবে বাঘ।

এরপর সাতের পাতায়

# নির্বাচনে দল বিরোধী কাজের অভিযোগ! হাইলাকান্দি বিজেপির সাত পদাধিকারী দায়িত্বমুক্ত

**সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১ জুন :** হাইলাকান্দি জেলা বিজেপিতে সাংগঠনিক শুদ্ধি অভিযান! গত বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে একযোগে সাতজন পদাধিকারীকে সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। জেলা কোর কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিজেপির হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী এই নির্দেশ প্রদান করেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা, দলীয় নির্দেশ অমান্য করা এবং বিরোধী প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেলা কোর কমিটির বৈঠকে অভিযোগগুলির পর্যালোচনা করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। গত ২৯ মে অনুষ্ঠিত জেলা কোর কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিবম নাথ, সন্তোষ ধুবি, জগদীশ দাস (অমু), সুব্রত পাল, অধীর চন্দ, মনোজ দেব এবং মিহির সিংহকে অবিলম্বে সমস্ত দলীয় দায়িত্ব ও পোর্টফোলিও থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। দায়িত্বমুক্ত হওয়া নেতাদের মধ্যে শিবম নাথ জেলা আইটি সেলের সহ-আহ্বায়ক, সন্তোষ ধুবি কাটলিছড়া মণ্ডলের সম্পাদক, জগদীশ দাস (অমু) লালা মণ্ডলের

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমিতে জেলা পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

# রাজ্য পর্যায়ে অংশ নেবে জেলার বিজয়ীরা



বিজয়ী প্রতিযোগীদের সঙ্গে আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

**শ্রীভূমি, ১ জুন:** অসম সরকারের ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবং শ্রীভূমি জেলা রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির ব্যবস্থাপনায় জেলাভিত্তিক রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা সোমবার সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চার শতাধিক প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীভূমি রবীন্দ্র জয়ন্তী কমিটির কার্যকরী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী বলেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প ও সংস্কৃতিকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন নিজেদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, তেমনি নান্দনিক ও রুচিশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি নিজস্ব লোকজ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি নতুন প্রজন্মকে আগ্রহী করে তোলা সময়ের দাবি। এই ক্ষেত্রে ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ও বিকাশে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আয়োজক সংস্থার রাজ্য সদস্য সৌমিত্র পাল বলেন, এ বছর নিয়ে চতুর্থবারের মতো এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতি বছরই এই উৎসবের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিভাবান শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটছে। গত দুই বছর ধরে শ্রীভূমির শিল্পীরা রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে জেলার সুনাম বৃদ্ধি

এরপর সাতের পাতায়

# কুলদেবতার আশীর্বাদ নিতে ডুগরুবস্তির আদিবাড়িতে রাজদীপ



বড়বৌদি রীতা চন্দনের তিলক পরিয়ে রাজদীপ গোয়ালাকে বরণ করেছেন।

সঞ্জন দত্ত

**ধলাই ১ জুন :** নির্বাচনে জয়ী হয়ে পারিবারিক পরম্পরাগত প্রথায় বাড়ির গুরুজন ও কুলদেবতার আশীর্বাদ নিতে সোমবার ডুগরুবস্তিস্থিত আদিবাড়িতে এলেন উধারবন্দের নবনির্বাচিত বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। আতসবাজি পুড়িয়ে সস্ত্রীক বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাকে স্বাগত জানান ডুগরুবস্তির সাধারণ জনগণ। এদিন সহধর্মিণী প্রিয়া গোয়ালাকে নিয়ে আদিবাড়িতে আসেন তিনি। বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারে তাঁর মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বরণ করেন তাঁর কাকিমা গায়ত্রী গোয়ালা। এরপর একে একে রীতা গোয়ালা, নন্দিতা গোয়ালা, রত্নারানি গোয়ালা, মীনারানি গোয়ালা ও গীতা গোয়ালা সকল বৌদিরা পৃথক পৃথক ভাবে তাঁর কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে তাঁকে বরণ করে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান। কাকিমা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদাস গোয়ালা ও লালন প্রসাদ গোয়ালা এবং বৌদিদের চরণে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ নেন বিধায়ক

এরপর সাতের পাতায়

# কলাসমন্বয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন :** গুয়াহাটির সাংস্কৃতিক মঞ্চ 'কলাসমন্বয়'-এর উদ্যোগে রবিবার, ৩১ মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালিত হল। কামাখ্যানগর কমিউনিটি হলে প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি ও আগুনের পরশমণি গানের মাধ্যমে কবিগুরু ও কাজি নজরুলকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর পাঠ, সঙ্গীত, আবৃত্তি মিলিয়ে, রবীন্দ্র-নজরুলের কবিতা-গানে অনুরাধা পাত্রের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন সোমা প্রামাণিক, কিরীটি বসু, সুচন্দ্রা বসু, নবনীতা মজুমদার, অনুরূপা চক্রবর্তী, স্বপ্না সাহা, রাজীবাক্ষ রক্ষিত।

মূল অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে ছিল রবি আরাধনা। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন অভিজিৎ দাস, নবনীতা মজুমদার, সোমা প্রামাণিক,

এরপর সাতের পাতায়

# সংখ্যার জগতেই ভবিষ্যৎ, বদলাচ্ছে সাফল্যের সংজ্ঞা

উত্তমকুমার সী

**শিলচর, ১ জুন :** 'অঙ্ক হলো সংখ্যার খেলা, সংখ্যার জাদু, সংখ্যার ইন্দ্রজাল।' কথাগুলো বলছিলেন অসম গণিত শিক্ষায়তন, কাছাড় জেলা শাখার সমন্বয়ক তথা বিশিষ্ট গণিত শিক্ষক প্রণয় পাল। তাঁর মতে, অঙ্ক আসলে বিভিন্ন ভাবনা, ধারণা এবং সমস্যাকে সংখ্যার ভাষায় প্রকাশ ও সমাধানের বিজ্ঞান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্ককে আনন্দের বিষয় হিসেবে নয়, বরং ভয় ও মুখস্থবিদ্যার বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় অঙ্কভীতি।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত- ভালো ছাত্রছাত্রীদের গন্তব্য হবে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং। সেদিকেই সবাই ছুটে যেতে চায়। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করলেই পরিবারের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নিট বা জেইই। কিন্তু প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স এবং গবেষণানির্ভর অর্থনীতির এই যুগে সেই ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজ গণিত শুধু একটি বিষয় নয়, এটি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি। প্রণয় পালের মতে, 'অঙ্ক কারও কাছে সহজ, আবার কারও কাছে দুর্বোধ্য। আসলে বুঝলে সহজ, না বুঝলে কঠিন।' তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্ক শেখানো হয় না, অঙ্ক গিলিয়ে দেওয়া হয়। সূত্র মুখস্থ করো, পদ্ধতি মুখস্থ করো- এই সংস্কৃতির ফলে শিক্ষার্থীরা অঙ্কের ভেতরের যুক্তি, সৌন্দর্য এবং বাস্তব অর্থ থেকে দূরে সরে যায়।

শিক্ষাবিদদের মতে, এটাই ভারতের গণিত শিক্ষার অন্যতম বড় সংকট। অঙ্ককে একটি জীবন্ত চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে না দেখে




পরীক্ষার বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতা বহু প্রতিভাকে গণিত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রগুলির প্রায় সবক'টির ভিতেই রয়েছে গণিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্স, অর্থনীতি, এমনকি চিকিৎসা গবেষণাতেও গণিতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। এই কারণেই দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) এবং চেন্নাই ম্যাথম্যাটিক্যাল ইনস্টিটিউট (সিএমআই)-এর মতো প্রতিষ্ঠান।

১৯৩১ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস প্রতিষ্ঠিত আইএসআই আজ বিশ্বের অন্যতম সেরা পরিসংখ্যান ও গণিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সিএমআই বর্তমানে গণিত, তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন। হাজার হাজার আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সুযোগ পায়। তবে এখানকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, শুধুমাত্র সূত্র প্রয়োগ বা দ্রুত উত্তর বের করার ক্ষমতা নয়, বরং যুক্তি, প্রমাণ, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং

এরপর সাতের পাতায়

৮টি সিনেমা প্রদর্শনী, আসছেন অরিন্দম, দেবলীনা, সাহেব,পাপিয়ারা

# শিলচরে চতুর্থ 'সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', এবারও চাঁদের হাট

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের চাঁদের হাট বসছে শিলচরে। এবারও শহরে আসছেন টলিউডের নামী তারকারা। শুধু তাঁদের শারীরিক উপস্থিতিই নয়, এখানে দেখানো হবে কয়েকটি সিনেমাও। ক্লাব ইচ্ছেডানা আয়োজিত 'সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-২০২৬' (সাফ) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১২ ও ১৩ জুন। শিলচর বঙ্গভবনে অনুষ্ঠেয় এই চলচ্চিত্র উৎসবের এবার চারবছর।

চতুর্থ সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এই ঝা-চকচকে আসর মাতাতে উৎসবের অতিথি হয়ে আসবেন বাংলা সিনেমার তারকারা। তাঁদের মধ্যে থাকছেন বরিষ্ঠ অভিনেতা-নির্দেশক অরিন্দম শীল, তুখোড় অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত, সাহেব চ্যাটার্জি, অভিনেত্রী ও বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, পারমিতা মুন্সি, জয়ব্রত দাস ও সৌম্য সরকার। এবার এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে মোট আটটি ছবি।



সাংবাদিক সম্মেলনে ইচ্ছেডানার কর্মকর্তারা।

এরমধ্যে তিনটে ছবিই সাফ-এর চেয়ারপার্সন ও ক্লাব ইচ্ছেডানার সভাপতি শর্মিষ্ঠা দেব পরিচালিত। সেগুলো হলো দু'টো পূর্ণদৈর্ঘের 'শেডস' (১২ জুন সন্ধ্যা ৭টা ৩১-এ) এবং ১৩ জুন 'বেঁচে থাকার গান' ও স্বল্পদৈর্ঘের ছবি 'দ্য ফেবারিট'। ওই দিনই প্রদর্শিত হবে দিবাকর নাগের 'নরপিশাচ'। থাকছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছবি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১২ জুন), ওইদিন উদ্বোধনী ছবি হিসেবে থাকছে জয়ব্রত দাসের 'দ্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত হবে

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

# সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৭, মঙ্গলবার, ২ জুন, জ্যৈষ্ঠ ১৮, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

## ভর্তুকিতে পড়ল হাত আর্থিক সংকটের ব্যাপ্তি

**অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি না করে কেবল জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে যে ধারা চলছে, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুসারে সেটা এক আত্মঘাতী পদক্ষেপ।**

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে গোটা পৃথিবীতে আর্থিক সংকটের ব্যাপ্তি ঘটলেও পরিস্থিতি যে আরও অনেকদিন আগে থেকেই জটিল হয়ে উঠছিল, সেটা এখন আর লুকানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন দেশেই নানা মাত্রায় সংকট ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। এই তালিকায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রায় সমানভাবেই রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোর স্থিতি তো আরও খারাপ। ভারত অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ থেকে কিছুটা শক্ত ভিতের ওপর থাকলেও আর্থিক স্থিতি যে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে, সেটা প্রকারান্তরে সরকারিভাবেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁর এই বার্তার পর বিভিন্ন রাজ্য সরকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে লাগাম টানার পথেই হাঁটছে।

আমাদের আর্থিক জীবনধারায় তেলের মূল্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ইউক্রেন যুদ্ধের রেশ থাকার মধ্যেই ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এবং তাতে মার্কিন মুলুকের হস্তক্ষেপ সামগ্রিক স্থিতিকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যা বলতে গেলে আর্থিক বুনিয়াদকেই কাঁপিয়ে তুলেছে। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ভোটকেন্দ্রিক পাইয়ে যাওয়ার রাজনীতি পরিস্থিতির কোনও গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। যুদ্ধের দামামা বাজার আগেই আর্থিক বিকাশের হার ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার আয় এবং ব্যয়ের দূরত্ব কমাতে ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কেবলমাত্র অসম সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা। অবশ্য শুধু অসমই নয়, দক্ষিণের তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্য তামিলনাড়ু কিংবা পশ্চিমের পঞ্জাব সরকারের ঋণের গ্রাফও ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। এই অর্থ দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে এটা যেমন বাস্তব সত্য, তেমনই শুধুমাত্র ঋণের বোঝা বাড়িয়ে উন্নয়নের ধারাকে কতদিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

যুদ্ধের আগেই এ দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ঊর্ধ্বমুখী। হালে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত এপ্রিল মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮.৩ শতাংশ। ৪২ মাসের মধ্যে এটা ছিল সর্বোচ্চ। গত এক মাসে এই প্রবণতা মোটেই নিম্নমুখী নয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে। শুধু চালের দরই কেজি প্রতি চার থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাল, চিনি ও অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য দুই থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। সরকারি তরফে রেশন কার্ড মারফত ভর্তুকি মূল্যে চাল দেওয়ার রেওয়াজ কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় চালু রাখা সম্ভব হলেও ডাল, লবণ ও চিনির ক্ষেত্রে আর বদান্যতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। চলতি মাস থেকে অসমে রেশন কার্ডে এসব সামগ্রী দেওয়া বন্ধ করার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য বলা হয়েছে, আসন্ন বাজেট অধিবেশনের পর পরিস্থিতি বদলাবে এবং এরপর আবার রেশন কার্ডের মাধ্যমে ওইসব সামগ্রী দেওয়া শুরু হবে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব সামগ্রী বেহাই মূল্যে কতদিন সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, সেটাও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি না করে কেবল জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে যে ধারা চলছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুসারে সেটা এক আত্মঘাতী পদক্ষেপ। এভাবে কোনও সরকার সুস্থিতিতে চলতে পারে না।

এ রাজ্যে সরকারি ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে। সামান্য যেগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাতেও খুব একটা সাফল্য আসেনি। বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সরকারি প্রয়াস কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তি ব্যবধান এখনও অনেক বেশি। সরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্তির সুযোগ সীমিত থাকায় বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পরিসর তৈরি করতে না পারলে অসমের মতো তুলনামূলকভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করা যাবে কিনা সেটা ভাবার বিষয়। ইতোমধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি জনমনে যে অসন্তোষ তৈরি করছে, তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হলেও এগুলো যে সাময়িক, সেটা ক্ষমতার দর্পে নিয়ামকরা আজ বুঝতে চাইছেন না। পশ্চিমবঙ্গে বাম এবং তৃণমূল জমানার হাল-হকিকত থেকে শিক্ষা না নিলে একদিন তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। সুতরাং, আবেগতাড়িত না হয়ে বাস্তবের পথে যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো হাঁটতে শুরু না করে, তা হলে কেবল সংগঠন শক্তির আত্মতুষ্টি সম্ভাব্য প্রতিকূলতা দুর করতে পারবে না।

## 'ইউনুসের আমলে প্রাণ হারিয়েছেন বহু সাংবাদিক'



**ঢাকা, ১ জুন :** বাংলাদেশে বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমছে। হামে শিশুমৃত্যুর মিছিল নিয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির দাবি করলেন, ইউনুসের আমলে বহু সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় প্রতি অঞ্চলে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। মির্জা ফখরুল দাবি করেন, ইউনুসের আমলে সাংবাদিকদের সর্বতোভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনা তো আছেই। পাশাপাশি বহু স্থানেই নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে সাংবাদিকদের।

এদিকে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, সেটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। পার্লামেন্টে আইন পাসের মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, 'জামাতে ইসলামির পূর্বসূরিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরোধিতা করেনি, এটা বলার নৈতিক জায়গা আর জামাতের নেই। কারণ, এই সংসদে আমরা 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল সংশোধন আইন-২০২৬' পাস করেছি। সেখানে মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা দেওয়া আছে।'

অন্যদিকে, ইউনুসের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, ৭ সদস্যের 'কিচেন ক্যাবিনেট' নিয়ে সরকার চালাতেন তিনি। তাঁরাই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত। খোদ ইউনুসের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এই অভিযোগ তুলেছেন। সেসঙ্গে ইউনুসের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনও দাবি করেছেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের ওই কিচেন ক্যাবিনেটই দেশ চালাত। আমার নিজের দফতরের ওপর-ও একাধিক উপদেষ্টার প্রভাব ছিল। স্বাধীনভাবে আমি কাজ করতে পারতাম না।'

# ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী অন্নময়

**দেবাশিস মিথিয়া**



বিশ্বজুড়ে খাদ্যের অপচয় আজ এক ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রতি বছর উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ১৯ শতাংশ নষ্ট হয়। এই বিপুল অপচয়ের আর্থিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। এটি একদিকে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিপদকেও উসকে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতির মূলে আছে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থা ও বেহিসেবি খাদ্যাভ্যাস।

২০২৬ সালের ৩০ মার্চ 'ইন্টারন্যাশনাল জিরো ওয়েস্ট ডে'-তে রাষ্ট্রসংঘ খাদ্যের অপচয় বন্ধ করাকেই বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। তাদের আহ্বান ছিল— 'নিজেদের থালা থেকেই শুরু হোক অপচয় বন্ধের লড়াই'। মূলত উৎপাদিত খাদ্যের প্রতিটি দানার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ফেলে দেওয়া খাবারের পচনজনিত পরিবেশ দূষণ রুখতে রাষ্ট্রসংঘের দুই সংস্থা ইউএনইপি ও ইউএন-হ্যাবিট্যাট একযোগে এই উদ্যোগ নেয়। তবে এই সঙ্কট কতটা গভীর, তা বুঝতে হলে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।

২০২৪ সালের 'ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্ট' বলছে, বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি মানুষ নিয়মিত খাদ্য সঙ্কটে ভুগছে। একইসঙ্গে লক্ষ করা গেল— প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি মানুষের খাবার সরাসরি ডাস্টবিনে জমা হচ্ছে। ২০২৬ সালেও এই পরিস্থিতির কোনও ইতিবাচক বদল হয়নি। 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-র সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০৫ কোটি টন খাবার নষ্ট হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ চরম অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অপচয়ের ৬০ শতাংশই ঘটছে বাড়িতে, আর বাকিটা খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র ও রেস্তোরাঁয়। বিস্ময়কর তথ্য হলো, বার্ষিক মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের নিরিখে উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে কোনও তফাত নেই বললেই চলে— উচ্চ আয়ের দেশে যা ৭৯ কেজি, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে তা ৭৬ কেজি।

শুধু তা-ই নয়, উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের একটি বিশাল অংশ আবর্জনার স্তূপে চলে যাওয়ায় বাজারে জোগানের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি, খাবার অপচয়ের অর্থ হলো কৃষকের শ্রম, কৃষি উপকরণ এবং মহামূল্যবান জলেরও অপচয়। অর্থাৎ, খাবারের এই বিপুল অপচয় সরাসরি খাদ্য নিরাপত্তার ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

খাদ্যের এই বিপুল অপচয় একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে, অন্যদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের পারদকেও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। নষ্ট হওয়া খাদ্য যখন ল্যান্ডফিল-র (শহরের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা) স্তূপে পচতে থাকে, তখন সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ আসে এই ফেলে দেওয়া খাদ্যের পচন থেকে। এই নিঃসরণের পরিমাণ বিমান চলাচলে নির্গত গ্যাসের চেয়েও প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝতে একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক— যদি 'খাদ্য অপচয়'কে একটি কাল্পনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তবে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের দিক থেকে এটি চিন ও যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে চিহ্নিত হতো। কাজেই ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে খাদ্য অপচয় কমানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

কিন্তু এই পাহাড়প্রমাণ অপচয় রোখা কি সম্ভব? আশার কথা— এআই, ইন্টারনেট অফ থিংস এবং ডিজিটাল টুইন-র মতো উন্নত প্রযুক্তিগুলো খাদ্য অপচয় রোধের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফসল তোলা থেকে শুরু করে তা বাজারজাত করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে অপচয় কমাতে এআই-চালিত 'অপটিক্যাল সর্টিং' এখন এক বড় ভরসার জায়গা। আগে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল বাছাই করার সময় অনেক ভাল মানের ফল বা সবজিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রগুলো ইদানীং ডিপ লার্নিং প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফলের ছবি নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে ফেলছে। এর সুবাদে শুধু পচন ধরা অংশটুকুই আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে এবং ভালমানের ফল ভুলবশত আবর্জনার স্তূপে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। এছাড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোতে 'হাইপারস্পেকট্রাল ইমেজিং' প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলের ভেতরের পচন আগেই সনাক্ত করা যাচ্ছে। প্রযুক্তির এই নিখুঁত বাছাই পদ্ধতি বিপুল পরিমাণ খাদ্যকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে।

অন্যদিকে, পণ্য পরিবহণের সময় 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যের সঠিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে পণ্যের গুণমান বজায় রেখেই তা দ্রুত বাজারে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে এবং পরিবহনকালীন অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি, খুচরো বাজারে 'এআই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট' নিখুঁতভাবে চাহিদার পূর্বাভাস দিচ্ছে, যার ফলে দোকানে বাড়তি মজুতের কারণে হওয়া অপচয় ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

**২০২৪ সালের 'ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্ট' বলছে, বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি মানুষ নিয়মিত খাদ্য সঙ্কটে ভুগছে। একইসঙ্গে লক্ষ করা গেল— প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি মানুষের খাবার সরাসরি ডাস্টবিনে জমা হচ্ছে। ২০২৬ সালেও এই পরিস্থিতির কোনও ইতিবাচক বদল হয়নি। 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-র সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০৫ কোটি টন খাবার নষ্ট হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ চরম অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অপচয়ের ৬০ শতাংশই ঘটছে বাড়িতে, আর বাকিটা খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র ও রেস্তোরাঁয়। বিস্ময়কর তথ্য হলো, বার্ষিক মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের নিরিখে উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে কোনও তফাত নেই বললেই চলে— উচ্চ আয়ের দেশে যা ৭৯ কেজি, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে তা ৭৬ কেজি।**

আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া এখন সরাসরি রান্নাঘরেও পৌঁছে গেছে। ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এক ধরনের 'স্মার্ট কম্পোস্ট বিন' তৈরি করেছেন, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বুঝতে পারে ঠিক কোন্ খাবারগুলো বেশি নষ্ট হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই যন্ত্রটি নষ্ট হওয়া খাবারের আর্থিক মূল্য এবং পরিবেশের ক্ষতির হিসেব জানিয়ে দেয়, ফলে মানুষ সচেতন হতে পারেন। পাশাপাশি, 'স্মার্ট রেফ্রিজারেটর' এখন ফ্রিজের ভেতরের প্রতিটি জিনিসের ওপর কড়া নজর রাখে। কোনও উপকরণ নষ্ট হওয়ার আগেই এটি ব্যবহারকারীকে তা দিয়ে নতুন কোনও পদ তৈরির পরামর্শ দেয়। প্রযুক্তির এই জয়যাত্রা বিশ্বজুড়ে খাদ্য অপচয় রোধে নতুন দিগন্ত খুলে দিলেও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছবিটা এখনও বেশ আলাদা।

ভারতে এই মুহূর্তে ১৯ কোটিরও বেশি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, অথচ দেশের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য অপচয়কারী দেশের তকমা। ভারতের এই সঙ্কটের মূলে রয়েছে প্রধানত তিনটি কারণ। প্রথমত, হিমঘরের অভাব এবং অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, যার কারণে পচনশীল ফসলের প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার তৈরির সংস্কৃতি খাদ্য অপচয়কে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। তৃতীয়ত, উন্নত বিশ্বের তুলনায় ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের হার অত্যন্ত কম। এর ফলে ফল বা সবজি উদ্বৃত্ত হলেও সেগুলোকে দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার সুযোগ থাকে না।

ভারত সরকার খাদ্য অপচয় রোধে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। 'প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্পদ যোজনা'-র মাধ্যমে দেশজুড়ে মেগা ফুড পার্ক এবং হিমঘরের পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। পাশাপাশি, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) তাদের 'সেভ ফুড শেয়ার ফুড' উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত খাবার অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন ফুড ব্যাঙ্ক ও এনজিও-কে উৎসাহিত করছে। এমনকী 'ইট রাইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে।

তবে এত সব সরকারি পরিকল্পনা সত্ত্বেও বাস্তব চিত্রটি মোটেই সুখকর নয়। এর প্রধান কারণ হলো, গৃহীত নীতি ও তা রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর ফাঁক। প্রথমত, ভারতের বিপুল কৃষিপণ্য উৎপাদনের তুলনায় হিমঘরের সংখ্যা আজও নগণ্য। আবার যে-সব হিমঘর আছে, সেগুলোর অধিকাংশই আলু বা নির্দিষ্ট কিছু ফসলের উপযোগী। ফলে টম্যাটো বা পেঁয়াজের মতো পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের অভাবে এখনও মাঠেই নষ্ট হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এফএসএসএআই-র উদ্যোগগুলো মূলত বড় শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ ভারতের উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহের জন্য কোনও সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি। এছাড়া, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের মতো ভারতে এখনও খাদ্য অপচয় রোধে কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা চালু হয়নি, যার ফলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাব স্পষ্ট। সর্বোপরি, প্রযুক্তির অসম বন্টনের কারণে প্রান্তিক কৃষকের কাছে আধুনিক প্যাকেজিং ও সংরক্ষণের সুবিধা আজও পৌঁছয়নি।

২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে খাদ্য অপচয়কে অর্ধেকে নামিয়ে আনার যে অঙ্গীকার রাষ্ট্রসংঘ করেছে, সেই নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে বিচার করলে বলতে হয়— খাদ্য অপচয় বন্ধ করা আজ প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব। বিশেষ করে যে দেশে কোটি কোটি মানুষ এখনও অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করছে, সেখানে এক দানা অন্ন নষ্ট করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ভারত-সহ বিশ্বের প্রধান অপচয়কারী দেশগুলোর পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং গৃহীত নীতির রূপায়ণে গড়িমসি এই লক্ষ্যপূরণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শুধু কাগজে-কলমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নয়, বরং প্রতিটি রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

# ধর্মীয় আবরণে সহিংসতার প্রবৃত্তি

**গোলাম গাউস সিদ্দিকি**

ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, যখন মানুষ তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মৌলিক ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রামগুলোর জন্ম প্রায়শই এমন এক পরিবেশে হতো, যেখানে স্বৈরাচারী শাসন মানুষকে উপাসনা করার, কথা বলার কিংবা সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বহু সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত— নিপীড়ন, নির্বাসন এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে। তাদের সেই প্রতিরোধ ছিল সম্পূর্ণ বোধগম্য ও যৌক্তিক, কারণ তা উৎসারিত হয়েছিল চরম প্রয়োজন, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ এবং নিজেদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে।

কিন্তু মানবসমাজ সেই প্রাচীন প্রেক্ষাপটকে বহু পেছনে ফেলে এসেছে। আমরা আজ এমন সব সাংবিধানিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সমাজে বসবাস করছি, যেখানে অন্তত তাত্ত্বিক ও নীতিগতভাবে— ধর্ম পালন, মতপ্রকাশ এবং সংগঠন গড়ার স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখা হয়। এমন একটি পরিবেশে— যেখানে আইন দ্বারা মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে কেন কিছু মানুষ আজও বিদ্রোহ, সহিংসতা এবং ধর্মের নামে নিজস্ব বিচারব্যবস্থা (religious vigilantism) চাপিয়ে দেওয়ার মতো মতাদর্শগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য বোধ করেন? কেন মানুষ এমনভাবে আচরণ করে, যেন আমরা এখনও চরম নিপীড়নের সেই অন্ধকার যুগে বসবাস করছি, যেখানে ধর্মকে রক্ষার নামে যে কোনও উপায়কেই— এমনকী সবচেয়ে কলুষিত এবং ধ্বংসাত্মক উপায়গুলোকেও বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়? ঠিক এই বিন্দুতেই আমি প্রায়শই একটি উদ্বেগজনক প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে ভাবি :

খারিজিদের যুগ থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত— কেন কিছু মানুষ এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, ধর্মের নামে মনগড়া মতাদর্শ প্রচার করে এবং সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিয়ে তারা বুঝি কোনও 'মহৎ কাজ' বা 'সৎকর্ম' সম্পাদন করছেন?

ঐতিহাসিকভাবে, খারিজিরাই ছিল প্রথম দিকের সেই দলগুলোর অন্যতম, যারা ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল, সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে সেগুলোকে সহিংসতা ও বিচার-দণ্ড কার্যকরের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। তারা মতপার্থক্যকে দেখত কুফরি হিসেবে, ভিন্নমতকে দেখত বিদ্রোহ হিসেবে এবং বৈচিত্র্যকে মনে করত এমন পাপ, যার একমাত্র শাস্তি হলো তরবারির আঘাত। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, তবুও সেই একই প্রবণতা আজও এক ভীতিকর পরিচিত রূপে বিদ্যমান। আজও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবিশেষ ধ্বংসযজ্ঞকে বৈধতা দিতে নতুন নতুন মতবাদ তৈরি করে, আধুনিক স্লোগান উদ্ভাবন করে এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের সহিংসতাই হলো প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠা, তাদের অসহিষ্ণুতাই হলো পরম ভক্তি এবং তাদের নিষ্ঠুরতাই হলো ঐশ্বরিক উপাসনা।

কিন্তু ধর্ম— যে কোনও ধর্মই হোক না কেন, তা কখনও দুর্নীতি, জবরদস্তি কিংবা নিষ্ঠুরতার যৌক্তিকতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি। পবিত্র কোরান নিজেই বারবার তাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, 'যারা পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দাবি করলেও মূলত সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই ছড়িয়ে বেড়ায়।' একইভাবে, প্রতিটি প্রধান ধর্মীয় ঐতিহ্যই জীবনের পবিত্রতা, মানুষের মর্যাদা, সহানুভূতির গুণাবলি এবং পারস্পরিক সহাবস্থানের নৈতিক আবশ্যিকতা শিক্ষা দেয়। এমনকী ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদও এই সাধারণ নৈতিক ভিত্তির অংশীদার।

তা হলে ধর্মীয় আবরণে আবৃত এই সহিংসতার প্রবৃত্তি কোথা থেকে আসে? এবং কেনই বা এটি এমন সব সমাজে আজও টিকে আছে, যেখানে অধিকার, সুরক্ষা এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলো ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে?

ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে— যেমনটি দেখা যায় অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের ইতিহাসেও— এমন একটি সময় ছিল, যখন নিপীড়ন ছিল এক কঠোর বাস্তবতা এবং অস্তিত্বের জন্য হুমকি। মানুষ তখন লড়াই করত কেবল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, বেঁচে থাকতে এবং কোনও প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করতে। সেই পরিস্থিতিতে, প্রতিরোধ গড়ে তোলাটা কেবল রাজনৈতিক বিষয় ছিল না, বরং তা ছিল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষারই এক সহজাত মানবিক তাগিদ।

যে-সব অধিকার একসময় কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছিল, আজ সেগুলো সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন এবং সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে নিশ্চিত ও সুরক্ষিত। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি এখন আইনগতভাবে সুরক্ষিত। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখন জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখন নির্বিঘ্নে উপাসনা করতে পারে, তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং নাগরিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। গোত্র, মিলিশিয়া বা সশস্ত্র বাহিনীর পরিবর্তে— আইন নিজেই এখন জনশৃঙ্খলার রক্ষক ও নিশ্চয়তা দাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

**তবুও, আপেক্ষিক নিরাপত্তা ও সভ্যতার এই পরিবেশে দাঁড়িয়েও, কেউ কেউ এমন আচরণ করে— যেন তারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা শান্তিকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে, প্রতিবেশীদের মনে করে শত্রু এবং দেশের প্রচলিত আইনগুলোকে দেখে কোনও বৈরী সাম্রাজ্যের বিধান হিসেবে। কেন এমনটি ঘটে?**

তবুও, আপেক্ষিক নিরাপত্তা ও সভ্যতার এই পরিবেশে দাঁড়িয়েও, কেউ কেউ এমন আচরণ করে— যেন তারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা শান্তিকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে, প্রতিবেশীদের মনে করে শত্রু এবং দেশের প্রচলিত আইনগুলোকে দেখে কোনও বৈরী সাম্রাজ্যের বিধান হিসেবে। কেন এমনটি ঘটে?

এর উত্তরের একটি অংশ নিহিত রয়েছে ধর্মীয় কর্তব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বোঝার মধ্যে। আরেকটি অংশ নিহিত রয়েছে হতাশা, আত্মপরিচয় সংকট কিংবা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনকভাবে, এর একটি অংশ নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মধ্যে।

যখন কোনও সমাজ আপনাকে অধিকার, অংশগ্রহণের সুযোগ এবং সুরক্ষা প্রদান করে, তখন সহিংসতাকে বেছে নেওয়া কোনও বীরত্ব নয়— বরং এটি হলো অকৃতজ্ঞতা, অযৌক্তিকতা এবং সেই মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যার ওপর ভিত্তি করেই ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে।

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হলো এমন সব ব্যবস্থার প্রবর্তন, যেখানে বিবাদ বা বিরোধের মীমাংসা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ কিংবা নিজস্ব বিচারের মাধ্যমে না হয়ে, বরং আদালত, আইন এবং গণতান্ত্রিক প্রথায় হচ্ছে।

আমরা যদি গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অধীনে বসবাস করতে পেরে গর্ববোধ করি, তবে জবাবদিহিতা অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে। সে যে-ই হোক না কেন, ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কোনও জাতীয় স্মৃতিসৌধে হামলাকারী ব্যক্তি, কোনও স্লোগানের আড়ালে কাউকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা উন্মত্ত জনতা কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিতে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী কোনও সরকারি কর্মকর্তা— আইনের কাছে তাদের সকলকেই সমানভাবে জবাবদিহি করতে হবে। ন্যায়বিচার যখন কেবল বেছে বেছে বা পক্ষপাতমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা তার প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ফেলে।

কেবল উপদেশবাণী, ধর্মগ্রন্থের শ্লোক কিংবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি অর্জন করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন সরকার, সমাজ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এমন সব সৎ মানুষের উপস্থিতি, যারা ধর্মের অপব্যবহারের ব্যাপারে সরব।

আজ আমরা যে পৃথিবী গড়ে তুলব, তা-ই নির্ধারণ করবে আগামীকালের জন্য আমাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার যেন হয় মর্যাদা, সহানুভূতি ও সহাবস্থানের— ধার্মিকতার ছদ্মবেশে দুর্নীতির নয়, কিংবা ন্যায়ের আড়ালে সহিংসতারও নয়।

কারণ, পরিণামে, ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রকৃত রূপ অন্যকে জয় করার মধ্যে নয়, বরং অহংকে জয় করার মধ্যে। বিশ্বকে শাসন করার মধ্যে নয়, বরং একে নিরাময় করার মধ্যে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার মধ্যে নয়, বরং ন্যায়, নম্রতা ও শান্তির সঙ্গে জীবনযাপন করার মধ্যে নিহিত।

## পলকে

### 'বন্দে মাতরম' গেয়ে শুরু

**জলপাইগুড়ি, ১ জুন :** গরমের ছুটির পর সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলি ফের খুলে গেল। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্কুলগুলিতে দিনের শুরুটা হলো প্রার্থনা সভা এবং সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গানের মাধ্যমে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সমস্ত স্কুলে প্রার্থনা সভার সময় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ জারি করেছিল। জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা প্রাইমারি স্কুলে সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল চত্বরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একযোগে 'বন্দে মাতরম' গাইতে দেখা যায়। এরপর প্রার্থনা সম্পন্ন হলে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। রাজ্যের অন্যান্য সরকারি স্কুলগুলোতেও একই রকম দৃশ্য দেখা গেছে। এই নতুন পরিবর্তনকে ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরাও দেশাত্মবোধ জাগ্রতকারী এই নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি এবং দেশপ্রেমের চেতনা বৃদ্ধি করা।

### বিয়ের কয়েকঘণ্টা পরই মৃত্যু

**নিউইয়র্ক, ১ জুন :** বিয়ের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমেরিকায় চপার ভেঙে মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবকের। ২৫ বছরের ডেভ ফিজির পরিবার কেরালার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন বিমান চালক। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান এক যুবার এমন অকালমৃত্যু মানতে পারছেন না কেউই। নববধূও আহত, কিন্তু তাঁর চোট গুরুতর নয়। জানা যাচ্ছে, আটলান্টার বাসিন্দা ডেভ ডেল্টা এয়ারলাইন্সের চালক। বিয়ের পরই তিনি পাঁচ আসনের রবিনসন চপারে উঠেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নববধূ জেসনি। বিয়ের পর হেলিকপ্টারে পিচট্রি-ডেকাব বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন নবদম্পতি। সেখানে ডাউনটাউন আটলান্টায় হোটেলে ওঠার কথা তাঁদের। এদিকে আবহাওয়া ছিল খারাপ। জানা যাচ্ছে, ডেভ নিজে চালক বলেই হয়তো গোটা পরিস্থিতিটা কতটা গুরুতর তা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি উঠতেও চাননি চপারে। পরে অবশ্য ওই চপারেই তাঁরা পাড়ি দেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা সত্যি করে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বৃষ্টি ও কুয়াশার মধ্যে ভেঙে পড়ে চপারটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চপারের চালকেরও। ভেঙে পড়া চপারে বহুক্ষণ আটকে ছিলেন নববধূ জেসনি। তাঁর হাত-পা ছড়ে গেলেও হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি। পরে তিনি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কার করেন অচেতন ডেভকে। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যুর ছোবলে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে তাঁর শরীর।

### তাপের দাপট কমেছে

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি প্রশমিত হয়েছে দেশে। দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আইএমডি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাসে জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অসম ও মেঘালয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বইবে ঝোড়ো হাওয়াও। পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে আগামী ৩ জুন পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী ৫ জুন পর্যন্ত পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামী কয়েকদিন রাজস্থানেও একইরকম থাকবে আবহাওয়া। ২ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ ও ছত্তিশগড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে।

### 'যন্ত্রসেনা'র ফৌজ

**কিয়েভ, ১ জুন :** যুদ্ধে নাছোড় ইউক্রেন। এ বার মাসে অন্তত ৩৫ হাজার রাশিয়ান-খুনের টার্গেট নিয়েছে তারা! কিন্তু চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা যুদ্ধে তো অর্থবল, লোকবল, মনোবল; সবই তো তলানিতে! তা হলে যুদ্ধটা হবে কী করে? একাধিক সূত্রের খবর, রাশিয়াকে ঠান্ডা করতে ভলোদিমির জেলেনস্কির দেশ এ বার 'যন্ত্রসেনা'র ফৌজ নামাচ্ছে! সে আবার কী? মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবর, যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে ড্রোন, রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর অস্ত্রের উপরেই জোর দিচ্ছে কিইভ। তাতে নতুন সংযোজন এই 'যন্ত্রসেনা'। এদের কোনও ক্লান্তি বোধ নেই। খাবার-দাবার, জল কিছুই লাগে না। এই যন্ত্রযোদ্ধাদের আবার দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কম্পিউটারের স্ক্রিনের সামনে বসেই আগামী দিনের যুদ্ধ পরিচালনার কথা ভাবছে কিইভ। একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, অন-স্পট রণকৌশল ঠিক করা থেকে শুরু করে লাগাতার অ্যাটাকে শত্রুপক্ষকে কোণঠাসা করা, সবেতেই পারদর্শী এই 'যন্ত্রসেনা'। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হতেই থাকলে যুদ্ধের কৌশলই বদলে দিচ্ছে না, বরং আগামী দিনে যুদ্ধের চেহারা কেমন হবে, তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

# 'মন কি বাতে' বঙ্গের হিমসাগর ও আম চাষিদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী




**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এ বাংলার হিমসাগর! দেশের বিবিধ রাজ্যের বিবিধ প্রকৃতির আম নিয়ে চর্চাই উপজীব্য হয়ে উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৪-তম পর্বে। রাজ্য ধরে ধরে নাম করে মোদি যেমন তুলে ধরলেন সেখানকার বিখ্যাত আমের নাম, তেমনই ভূয়সী প্রশংসা করলেন দেশের আমচাষিদের। জানালেন, ভারতের আমের ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন কৃষকরা। আর সেই চর্চাতেই গোটা পর্বটি হয়ে উঠল 'আম'-ময়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গরম পড়লেই দেশের ঘরে ঘরে আম-চর্চা শুরু হয়ে যায়। দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব আম রয়েছে। তার স্বকীয় স্বাদ-গন্ধ রয়েছে, বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।' কথা প্রসঙ্গে এর পর মোদির বক্তব্যে উঠে আসে বিভিন্ন প্রদেশের আমের গুণগান। আর সেখানেই স্থান করে নেয় বাংলার গর্ব, সুমিষ্ট হিমসাগর আমও। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন মহারাষ্ট্রের হাপুস এবং আলফানসো, গুজরাতের কেশর, উত্তরপ্রদেশের দসেহরি, কাশীর ল্যাংড়া (মোদির সংযোজন : পেকে গেলেও অনেকসময় সবুজই থাকে), বিহারের জারদালু, চৌসা এবং মালদহ (মালদহ বা দুধিয়া মালদা), দক্ষিণ ভারতের বঙ্গনাপল্লি, তোতাপুরি, নীলম, মলগোভা, ওড়িশার সুবর্ণরেখা এবং বাংলার হিমসাগর আমের কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অঞ্চল বদলালে যেমন পরিবেশ বদলায়, তেমনই আমের চেহারা, রং এবং স্বাদও বদলে যায়।' আমচাষে নিযুক্ত কৃষকদের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'আজ 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমি আমচাষে যুক্ত আমার কৃষক ভাই-বোনদের প্রশংসা করতে চাই। আপনারা শুধু সাধারণ কৃষক নন, আপনারা দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবেই আপনারা সকলে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। আপনাদের পরিশ্রম দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।'

তবে শুধু আম-পে-চর্চাই নয়। 'মন কি বাত'-এর সাম্প্রতিক পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশের বস্তি শহরের এক তরুণ আকাশ গুপ্তার কথা। আকাশ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল মনোরমা নদীকে দূষণমুক্ত করার। আর সেই কাজে তাঁরা সফলও হয়েছেন। এছাড়াও মোদি বলেছেন গোয়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বালকৃষ্ণ আইয়ার কথা, যিনি মান্দ্রি-তোলাপ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে থাকা জলের সমস্যা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন দুই তরুণ অ্যাথলিট, গুরিন্দরবীর সিং এবং অনিমেষ কুজুরের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। এঁরা দু'জন মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে পুরুষ বিভাগে ১০০ মিটারে জাতীয় স্তরের রেকর্ড তিন বার ভেঙেছেন। প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি থেকে বঞ্চিত হননি সাজি ভালাশেরিল এবং 'গিরিজা আম্মা'ও। সাজি কেরলের আলুভায় বিনামূল্যে সুইমিং ক্লাব চালান। গত কয়েক বছরে সাজির শিক্ষণে ১৫,০০০-এরও বেশি মানুষ (যে তালিকায় প্রতিবন্ধী শিশুরাও রয়েছে) সাঁতার শিখেছেন। আর গিরিজা আম্মা (গোমতাম ভীরারাঘমন গিরিজা) তামিলনাড়ুর নাগেরকইলের এক প্রবীণ শিক্ষাবিদ। তিনি তাঁর গোপাল গারোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেনাকল্যাণে ১ টাকা দান করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এক বছর পর, সেখান থেকে ওঠা ৪০ লাখের অনুদান আম্মা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তুলে দেন।

এছাড়াও 'মন কি বাত'-এ মোদি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন দেশের প্রথম 'ডলফিন রেসকিউ অ্যাম্বুল্যান্স' (ডলফিন উদ্ধার অ্যাম্বুল্যান্স)-এর সাফল্যের কথাও। 'নির্মল গঙ্গা' জাতীয় মিশনের আওতায় এটি চালু হয়েছিল। এই উদ্যোগ অনেকটা মোবাইল হাসপাতালের মতো, যেখানে ডলফিনদের উদ্ধার করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্যোগের আওতায় উত্তরপ্রদেশে ১৩ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় একটি ডলফিনকে উদ্ধার করে, চিকিৎসার পর রাপ্তি নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

# মায়ানমারের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত গ্রামে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত ৫৫



**নায়পাইদাও, ১ জুন :** উত্তর-পূর্ব মায়ানমারের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত গ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এই ঘটনায় অন্তত ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে পাশাপাশি আহত হয়েছেন ৭০ জনের বেশি মানুষ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে মায়ান্মারের চিন সীমান্তবর্তী শান প্রদেশের নামখান জেলায় কাওংটাট গ্রামে। বিদ্রোহী শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, একটি ভবনে বিস্ফোরক বোঝাই করা ছিল দুর্ঘটনাবশত তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা যাচ্ছে, এই এলাকাটি মায়ান্মারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) নিয়ন্ত্রণাধীন। মায়ান্মারের জুন্টা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে এই বিদ্রোহীদের। রবিবার টিএনএলএ-র নিয়ন্ত্রণে থাকা কাওংটাট গ্রামের এক বাড়িতে হঠাৎ প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫৫ জনের। মৃতদের মধ্যে ২৫ জন মহিলা বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আহত হন আরও ৭০ জনের বেশি মানুষ। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশে থাকা অন্তত ১০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টিএনএলএ-র দাবি, খনি থেকে পাথর কাটার কাজে ব্যবহৃত বিস্ফোরক ফেটেই এই দুর্ঘটনা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের পর প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছিল বোধহয় বিমান হামলা হয়েছে ওই এলাকায়। পরে টিএনএলএ এই ঘটনায় বিবৃতি দিয়ে জানায় বিমান হামলা নয়, দুর্ঘটনার জেরেই এই বিশাল ক্ষয়ক্ষতি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মায়ান্মারের ক্ষমতা দখল করেছিল সেনা। এরপর থেকে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত দেশটি। গত ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সামরিক বাহিনী জুন্টা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘর্ষে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে।

# যুদ্ধের মাঝেই ইরানের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের খবর ঘিরে বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য

**তেহরান, ১ জুন :** যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শান্তিচুক্তির আলোচনা, সর্বত্র লাগামহীন আধিপত্য চালাচ্ছে ইরানের 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস' বা 'আইআরজিসি'। এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর আকার নিয়েছে যে তিনি নাকি দেশের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইয়ের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।



যদিও সেই দাবি পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে ইরান। সম্প্রতি ব্রিটেনের এক সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়, আইআরজিসির বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে খামেনেইয়ের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন ইরান প্রেসিডেন্ট পেজেস্কিয়ান। যেখানে তিনি নাকি অভিযোগ করেছেন, আইআরজিসি স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে। দেশের নির্বাচিত সরকারকে এড়িয়ে নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। দিনের পর দিন এই পরিস্থিতির জেরে তৈরি হওয়া শূন্যতা আইআরজিসি-র ভেতরের কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করেছে। তারাই ক্রমশ দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেছে। আইআরজিসি-র আধিপত্যের কারণে তিনি সরকার পরিচালনা এবং তার আইনগত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

তবে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের তরফে এই দাবি করা হলেও তা পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে ইরান। সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে ইরানের সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেননি। তিনি এই কঠিন সময়ে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগের উপ-প্রধান সৈয়দ মেহেদি তাবাতাবাই এই ইস্যুতে এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই কুখ্যাত বিদেশি নেটওয়ার্কের কাজই হল গুজব রটানো। এরা শুরু থেকেই এমন বহু হাস্যকর দাবি করে এসেছে। যা ভিত্তিহীন। বাস্তবতার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া কল্পনা।' তিনি আরও লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট যেমন ইরানের জাতীয় সংহতি ও প্রতিরোধের পথ থেকে সরে আসবে না ঠিক তেমনই জনগণের সেবা থেকেও পিছু হঠবেন না। ইরানের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে তাদের কবরে ঠাঁই হবে।'

# রাজনাথ ও রিচার্ডের মধ্যে বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

**নয়াদিল্লি, ১ জুন (সংবাদ সংস্থা) :** প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেস সোমবার দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'নতুন দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেসের সঙ্গে আমার একটি চমৎকার বৈঠক হয়েছে। আমরা একসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি এবং এটিকে আরও বাড়ানোর উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আগামী বছরগুলিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব অবিচলিতভাবে এগিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সংলাপ উপলক্ষে যৌথ বিবৃতি জানানো হয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয় রিচার্ড মার্লেসকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বজায় রাখতে আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন। দুই মন্ত্রী নৌ ও আকাশপথে চলাচলের স্বাধীনতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং এই অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সনদ অনুযায়ী সমুদ্রের অন্যান্য বৈধ ব্যবহারের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। মন্ত্রীরা ঘোষণা করেছেন, প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা আরও গভীর করার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং প্রতিরক্ষা পরিষেবা সরবরাহ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক তৈরির কাজ শুরু করবে।

# আমেরিকার সাহায্যে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম ভারতীয় জাহাজের !

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** যুদ্ধের আঁচে উত্তপ্ত গোটা মধ্যপ্রাচ্য। রুদ্ধ হরমুজ প্রণালী। এই পরিস্থিতিতে রাতের অন্ধকারে মার্কিন সেনার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ পার করছে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজ। একাধিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভারতের পতাকাবাহীগুলিও হরমুজ পারে আমেরিকার সাহায্য নিচ্ছে? একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত তিন সপ্তাহে ইরানের নজর এড়িয়ে অন্তত ৭০টি পণ্যবাহী জাহাজ হরমুজ পেরিয়েছে। সবকটিই আমেরিকার সাহায্যে। সূত্রের খবর, পারস্য উপসাগর থেকে হরমুজে প্রবেশ এবং হরমুজ থেকে পারস্য উপসাগরে যাওয়ার জন্য বিশেষ কৌশলে এই জাহাজগুলিকে সাহায্য করেছিল মার্কিন সেনা। কিন্তু যুদ্ধে জর্জরিত প্রণালীতে কীভাবে ইরানকে 'বোকা বানিয়ে' চলছে এই 'খেলা'? সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, হরমুজ পারের সময় বেশিরভাগ বাণিজ্যতরীই তাদের 'ট্রান্সপন্ডার' বন্ধ রেখেছিল। 'ট্রান্সপন্ডার' হল একরকম বৈদ্যুতিন যন্ত্র, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত গ্রহণ করে এবং তার জবাবে তাৎক্ষণিক সংকেত পাঠায়। 'ট্রান্সপন্ডার' বন্ধ থাকায় জাহাজগুলির ব্যাপারে কোনও তথ্যই জানতে পারেনি ইরানি সেনা। কিন্তু এই ৭০টি জাহাজ কোন কোন দেশের ছিল? সেগুলি কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে? সে বিষয়ে আমেরিকার তরফে কিছু জানানো হয়নি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, গত তিন সপ্তাহে একাধিক ভারতের পতাকাবাহী জাহাজও হরমুজ পেরিয়েছে। তাহলে কি সেগুলিও মার্কিন সেনার শরণাপন্ন হয়েছিল? সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মুখ খোলেনি নয়াদিল্লিও। তবে কয়েকদিন আগে হরমুজে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের অবাধ যাতায়াতে 'গোপন কূটনীতি'র কথা 'ফাঁস' করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রকের অন্তর্গত নৌপরিবহন বিষয়ক পরিচালক ওপেশকুমার শর্মা জানান, হরমুজে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের বিষয়টি নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে তেহরানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ইরানের সঙ্গে ভারত সমন্বয় করে চলছে। কিন্তু কীভাবে গোটা বিষয়টি পরিচালিত হচ্ছে, কীভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের কাজ বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় করা। এখানেই আমরা সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গত, ভারত সরাসরি ইরান থেকে খুব বেশি তেল আমদানি না করলেও ভারতকে নিজের চাহিদার ৮৫ শতাংশের বেশি তেল বাইরে থেকে কিনতে হয়। এই আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশই হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে।



ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব, সংযুক্ত আমিরশাহি, কুয়েতের মতো দেশ থেকে দিনে আসে প্রায় ২৫ থেকে ২৭ লক্ষ ব্যারেল তেল। শুধু তা-ই নয়, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশও এই পথে আমদানি করা হয়। ফলে হরমুজ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ বলে পরিচিত। মার্কিন কর্তাদের বক্তব্য, তেহরানকে 'বোকা বানিয়ে' একের পর এক জাহাজকে হরমুজ পারে সাহায্য করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। ইরানের সেনাবাহিনী টের পেলেই জাহাজগুলিতে গোলাবর্ষণ শুরু করে দেবে। কিন্তু তবুও গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে বিশেষ কৌশলে বাজিমাত করছে মার্কিন সেনা। মনে করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলি ওমানের কাছাকাছি কোনও রুট ব্যবহার করছে।

# ভারতে হামলার ছক ছিল দাউদের 'ডান হাত' মুন্নার !

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** দিল্লি, মুম্বই ও দেশের অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় ছিল বড়সড় আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার ছক। আর সেই ছক বানচাল করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। রাজধানী দিল্লিতে আইএসআই এবং দাউদ ইব্রাহিমের মদতপুষ্ট একটি বড়সড় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী মডিউল ফাঁস হওয়ার পরেই এই ষড়যন্ত্রের পিছনে উঠে এল অন্যতম প্রধান হ্যান্ডলার হিসাবে মুম্বই আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কুখ্যাত বন্দুকবাজ দাউদ ইব্রাহিমের ডান হাত মুন্না ঝিঙ্গাড়া-র নাম। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই চক্রটি পাকিস্তান থেকে চার জন প্রধান চক্রীর নির্দেশে কাজ করছিল। এরা হল মুন্না ঝিঙ্গাড়া, দিলাওয়ার খান, শাহজাদ ভাট্টি এবং আমির জাট। এরা সকলেই বর্তমানে পাকিস্তানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে মুন্না ঝিঙ্গাড়া ওরফে সৈয়দ মুদাসসর হোসেন অত্যন্ত দক্ষ বন্দুকবাজ এবং ভারতে একাধিক বড় জঙ্গি হামলার নেপথ্যের মূল ষড়যন্ত্রকারী। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং ডি-কোম্পানির (দাউদ ইব্রাহিম গ্যাং) হয়ে মুন্না ঝিঙ্গাড়া (যার আসল নাম সৈয়দ মুদাসসর হুসেন) এই মডিউলটি করাচি থেকে পরিচালনা করছিল। ধৃত অপরাধীরা তাকে 'হ্যান্ডলার' হিসাবে শনাক্ত করেছে। মুম্বইয়ের যোগেশ্বরী এলাকার বাসিন্দা ঝিঙ্গাড়া দীর্ঘদিন ধরে দাউদ এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা শাকিল উভয়ের জন্যই কাজ করেছিল। সূত্রের খবর, ঝিঙ্গাড়ার গুলি চালানোর দক্ষতার উপর দাউদের এতটাই আস্থা ছিল যে, প্রায়শই তার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করতে ঝিঙ্গাড়াকে ব্যবহার করতেন। এই মডিউলের অর্থ ও সরঞ্জাম সরবরাহকারী ছিল নেপালের নাগরিক 'লামা আং কামি'।

# তিন মাসে প্রায় ২০টি মার্কিন ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে ইরান

**ওয়াশিংটন, ১ জুন :** তিন মাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা এখনও অব্যাহত। এই তিন মাসে যতটা তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে, মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে তার চেয়েও বেশি জোরালো আক্রমণ শানিয়েছে ইরান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম এশিয়ায় অন্তত ২০টি মার্কিন ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে ইরান। উপগ্রহচিত্র এবং ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করে এমনটাই জানাচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালায়। তাতে নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ওই হামলার পর পরই পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে প্রত্যাঘাত শুরু করে তেহরান। 'বিবিসি ভেরিফাই'-এর তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার অন্তত আটটি দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইরান। তাতে লক্ষ লক্ষ ডলারের উন্নতমানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে র‍্যাডার এবং বিমানে জ্বালানি ভরার ব্যবস্থাও। পেন্টাগনের দাবি, 'অপারেশন এপিক ফিউরি' (ইরানে সামরিক অভিযানের পোশাকি নাম) শুরু হওয়ার পর থেকে তারা ইরানের ১৩ হাজারের বেশি নিশানায় আঘাত হেনেছে। তবে ইরানও ধারাবাহিক ভাবে 'জবাব' দিয়েছে। যুদ্ধের খরচ সামলাতে গিয়ে বেগ পেতে হচ্ছে পেন্টাগনকেও। এ অবস্থায় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর কত দিন চলবে, তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনকে। এরই মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় কোনও মার্কিন ঘাঁটিই আর নিরাপদ নয়। বিবিসি-র বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েত, ইরাক, জর্ডন, বাহরিন এবং ওমানে মার্কিন ঘাঁটিতে সফলভাবে হামলা করেছে ইরান। দাবি করা হচ্ছে, অন্তত ২০টি মার্কিন ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরানি হানায়। বিশ্লেষকদের কারও কারও মতে, এমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ঘাঁটির সংখ্যা ২৮টি পর্যন্ত হতে পারে। এই




তালিকায় রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আল রুওয়াইস এবং আল সাদার বিমানঘাঁটি এবং জর্ডনের মুওয়াফ্‌ফক সলতি বিমানঘাঁটি। এই দু'টি ঘাঁটি মিলিয়ে মোট তিনটি অত্যাধুনিক অ্যান্টি-ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ব্যাটারি সিস্টেম) ছিল। তিনটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার হাতে মাত্র আটটি 'টার্মিনাল হাই অল্টিটিউড এরিয়া ডিফেন্স' (ব্যাটারি সিস্টেম) রয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আনুমানিক ১০০ কোটি ডলার খরচ হয় আমেরিকার।

পাশাপাশি এর থেকে ছোড়া ইন্টারসেপ্টর (ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক)-এর এক একটির জন্য ব্যয় হয় প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার। উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান বায়ুসেনা ঘাঁটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই যুদ্ধের সময়ে। সেখানে মার্কিন বাহিনীর জ্বালানি সরবরাহকারী এবং নজরদারি বিমানগুলি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিছু ছবিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের স্পষ্ট ছবি দেখা গিয়েছে। হামলার পর ওই অঞ্চল থেকে ধোঁয়া বেরোতেও দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি কুয়েতে আলি আল সালেম বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এবং ক্যাম্প আরিফজানেও হামলা হয়েছে। উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, কুয়েতের ওই মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে বাঙ্কার, বিমান থাকার হ্যাঙ্গার এবং বাহিনীর থাকার জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংঘর্ষের সময়ে এখানে একাধিকবার হামলা হয়েছে বলেও জানাচ্ছে সংবাদ সংস্থা। ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসন বারবার দাবি করে এসেছেন, মার্কিন হানায় ইরানের সামরিক বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পরে সেই দাবি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে বিবিসি জানাল, গত তিন মাসে আমেরিকার অন্তত ২০টি ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে ইরান। বিশ্লেষকদের মতে, এর থেকে বোঝা যায়, আমেরিকা আগে যতটা স্বীকার করেছিল, তার চেয়েও বেশি জোরদার ছিল ইরানের প্রত্যাঘাত।

# ৬ জুন ভারতে আসছেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' প্রধান অভিজিৎ

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে সোমবার ঘোষণা করলেন, আগামী ৬ জুন তিনি ভারতে ফিরছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন তিনি। সমাজমাধ্যমে সাড়া জাগানো এই 'ব্যঙ্গাত্মক' রাজনৈতিক দলটি তৈরি করার পর এটিই দিপকের প্রথম ভারত সফর। সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিজিৎ বলেন, 'আমি দেশে ফিরছি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করতে। প্রশ্নফাঁসের কারণে কত নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করলেন, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরিশ্রম নষ্ট হলো। এর দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতেই হবে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এবার একজোট হতে হবে। সংবিধান মেনে শান্তিপূর্ণভাবে আওয়াজ তুললে সরকার শুনতে বাধ্য। নিট ও সিবিএসই পরীক্ষার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে দিপকে অভিযোগ করেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এক কোটিরও বেশি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর কথায়, 'নিট, সিবিএসই, সিইউইটি এবং এসএসসি মিলিয়ে দেশের ১ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্বেগে আছেন। কাউকে



তো এর দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইতে দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দিপকে। তাঁর ক্ষোভ, 'এত বড় কেলেঙ্কারির পরেও শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করছেন না। তার মানে এই ব্যবস্থায় কোনও দায়বদ্ধতা নেই। সব কষ্ট শুধু পড়ুয়াদের। অভিজিৎ জানান, আগামী ৬ জুন, শনিবার সকালে তিনি দিল্লি পৌঁছবেন। সমর্থকদের বিমানবন্দরে আসার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেখান থেকে আমরা সবাই মিলে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যাব এবং যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অনুমতি চাইব।' এই আন্দোলন যে সম্পূর্ণ অহিংস ও গণতান্ত্রিক পথেই হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। সবশেষে তাঁর বার্তা, 'সংবিধান আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার দিয়েছে। যাঁরা মনে করেন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত, সেই সব ছাত্র ও যুবসমাজ এই আন্দোলনে যোগ দিন।

## একের পাতার পর

## প্রেমের জেরে রক্তাক্ত হামলা

মন্তব্য করেনি। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ঘটনার পরই আসুর তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। সংগঠনের নেতাদের দাবি, কিশোরীকে রক্ষা করতে গিয়েই হামলার শিকার হন মাধুর্য বর্মন। আসু সভাপতি উৎপল শর্মা বলেন, 'এই ঘটনায় সমগ্র ছাত্রসমাজ ক্ষুব্ধ। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।' সোমবার গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে নিহত ও আহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন নলবাড়ির বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া। পরে সামাজিক মাধ্যমে তিনি ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে একে 'লাভ জিহাদ'-এর ঘটনা বলে দাবি করেন। ঘটনার জেরে নলবাড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রতিবাদ শুরু হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল

## এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ শিশু- ধর্ষক

জানা গেছে, গত রবিবার সন্ধ্যায় শিশু ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে ছয়গাঁওয়ের নতুন কাউইমারি গ্রামে। দোকান থেকে জিনিস কিনতে সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হয়েছিল ১০ বছরের এক শিশুকন্যা। কিন্তু মাঝপথে আক্কাস ফুসলিয়ে ওই শিশুকন্যাকে নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ স্থানীয় থানায় আক্কাসের বিরুদ্ধে মামলা করে ওই শিশুকন্যার পরিবার। সময় নষ্ট না করেই তদন্তে নেমে আক্কাসকে আটক করে পুলিশ। রাত দু'টো নাগাদ তদন্তের স্বার্থে পুলিশ পলাশবাড়ি থানা থেকে আক্কাসকে সঙ্গে নিয়ে ছয়গাঁও থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু নিয়ে আসার পথে নোয়াপাড়া এলাকায় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে হঠাতই আক্কাস পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমনকি পালানোর সময় পুলিশকে নিক্ষেপ করে গুলিও চালিয়ে বসে আক্কাস। প্রত্যুত্তরে পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয় পুলিশ। এতেই পুলিশের গুলি আক্কাসের হাঁটুতে লাগে। গুরুতর জখম হয় সে। প্রথমে রামপুর হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। তারপর সেখান থেকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আক্কাসকে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।

এদিকে শিশু ধর্ষণের ঘটনাটির খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় গ্রামের মানুষ সোমবার সকালে আক্কাসের ঘরে ভাঙচুর চালান। তাঁদের দাবি, পায়ে কেন, মাথায় গুলি করে মেরে ফেলা উচিত ছিল আক্কাসকে। উল্লেখ্য, ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা একাধিকবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর নিজের অবস্থান থেকে যে তিনি একচুলও সরে দাঁড়াবেন না, তা গত রবিবারের এনকাউন্টারের ঘটনায় ফের প্রমাণিত হয়েছে।

## শিশুকে লাগাতার ধর্ষণ

জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের পরীক্ষা অনুযায়ী শিশুটি ২৮ সপ্তাহের গর্ভবতী। শারীরিক পরিবর্তনের পরেই এই ভয়াবহ ঘটনাটি সামনে আসে। প্রাথমিক তদন্ত ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে এই ছয়জন অভিযুক্ত শিশুটির ওপর দফায় দফায় পাশবিক নির্যাতন চালায়। শুধু তাই নয়, এই চরম অপরাধের কথা কাউকে জানালে শিশুটিকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। প্রাণভয়ে শিশুটি এতদিন মুখ খোলেনি। হিসাব অনুযায়ী, যখন তার ওপর প্রথম এই অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। সম্প্রতি তার শারীরিক পরিবর্তন দেখে পরিবারের সন্দেহ হয় এবং গত রবিবার তারা স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরপরই মাজুলী জেলা পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অভিযান চালিয়ে ছয় অভিযুক্তকেই আইনের আওতায় আনে। ধৃত প্রাপ্তবয়স্করা হলো; খগেন দোলে (৫৯), ধর্মকান্ত পেগু (৫০), যোগেন দোলে (৫২) এবং নাথুরাম দোলে (৩২)। সোমবার প্রাপ্তবয়স্ক চার অভিযুক্তকে স্থানীয় আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের দু'দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অপরাধে জড়িত বাকি দুই নাবালককে কিশোর ন্যায় আইন অনুযায়ী জুভেনাইল আদালতের মাধ্যমে সুধীরণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন (পকসো)-এর অত্যন্ত কড়া ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, জোরপূর্বক ধর্ষণ, প্রাণনাশের হুমকি এবং নাবালিকার ওপর গুরুতর যৌন নির্যাতন।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা শিশুটির জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই নৃশংসতার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল এবং শিশুটিকে কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালতে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে যেন দোষীরা কোনওভাবেই পার না পায়। বর্তমানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশুটিকে একটি সরকারি একক সহায়তা কেন্দ্রে (ওয়ান-স্টপ সেন্টার) রাখা হয়েছে। সেখানে তাকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসাসেবা এবং মানসিক কাউন্সেলিং দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার মাজুলী জেলায় তীব্র গণক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতম শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। স্থানীয় সাধারণ মানুষের দাবি, এই নিষ্পাপ শিশুর সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের যেন দ্রুততম সময়ে সুবিচার নিশ্চিত করা হয়।

## ম্যারাথন বৈঠকে হিমন্ত

নতুন বাজারের দরজা খুলে দেবে। বৈঠকে অসমের চা-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে বৈঠকে অসমে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান সম্প্রসারণ, নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, জ্বালানি খাতে অসমের অবদান আরও বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সোমবার উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈঠকে তিনি পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি-সহ অসমের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি 'বিকশিত অসম' গড়ার লক্ষ্যে উপরাষ্ট্রপতির পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাও কামনা করেন। এর আগে দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধারাবাহিক এই বৈঠকগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে অসমের উন্নয়ন, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, বাণিজ্য এবং জ্বালানি খাতের রূপরেখা নিয়ে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

## ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

গ্যাসের দামে হাত পড়েনি। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দাবি, সাধারণ মানুষের উপর যাতে কোনওভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব না পড়ে সেটা নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মাসের শুরুতেই প্রতি মাসে রান্নার গ্যাসের দাম ঘোষণা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার উপর এই দাম নির্ভর করে। কখনও বাড়ানো হয় আবার কখনও কমানো হয়। যদিও গত কয়েকমাস ধরে লাগাতার বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। তথ্য বলছে, বছরের শুরুতে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৬ এ একধাক্কায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি হয় ১১১ টাকা। এমনকী ১ ফেব্রুয়ারিতেও আরও ৪৯ টাকা বৃদ্ধি হয় বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম। মার্চের শুরুতে যে দাম বাড়ানো হয় ৩১ টাকা। এপ্রিল মাসে যুদ্ধের আবহে একধাক্কায় ২১৮ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গত মাসে সেটা একধাক্কায় বাড়ানো হয়েছিল ৯৯৩টাকা। এবার বাড়ল ৫৩ টাকা।

মূলত হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় ১৯ কেজি অর্থাৎ বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ গুলির খাবারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলেও আশঙ্কা। আসলে বিশ্ব বাজারে পেট্রোলিয়ামের দামের তুল্যমূল্য বিচার করে দেশের অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই মুহূর্তে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম অনেকটাই বেশি। যার প্রভাব এবার বাণিজ্যিক গ্যাসে পড়ল।

## শ্রীভূমি শহরকে কৃত্রিম বন্যা

উদ্বাস্ত পর্ষদের চেয়ারম্যান বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, বিজেপি জেলাসভাপতি সঞ্জীব বণিক, জেলা কংগ্রেসে সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অনিল কুমার ত্রিপাঠী, সমাজসেবী সতু রায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, করিমগঞ্জ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ রজত শুভ পাল, ব্যবসায়ী জগদীশ বণিক, জেলাপরিষদ উপ সভানেত্রী সাথী রায় বুধি, প্রাক্তন পুরপতি ডা: মানস দাস সহ অনান্য জমাজল নিয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

প্রথমেই পুরপতি জমাজলের সমস্যা নিরসনে বিশিষ্ট নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সমস্যা সমাধানে সরকারি জমি জবরদখলমুক্ত করার জন্য সার্কেল অফিসকে চিঠি প্রেরণ করেছেন বলে জানান। নিয়ম মেনে কাজ চলবে। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস বলেন, ২০০৬ সাল থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মাস্টার ড্রেন নির্মাণের সময় তিনি বাধা দান করেছিলেন বলে জানান। বলেন, বড় বড় নালাকে ছোট করা হয়েছে যার ফলে মাস্টার ড্রেনের নির্মাণের ফলে। তবে পরবর্তীতে মাস্টার ড্রেনজে তৈরি করে সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করতে সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন।

সতু রায় বলেন, বিগত দিনে প্রশাসনিক সভায় মাস্টার ড্রেন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ সবকিছু পরিদর্শন করেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তবে মাস্টার ড্রেনেজ তৈরির সময় মাত্র বরাদ্দ অর্থের ছয় শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতে সেই অর্থ দিয়ে কী কাজ হয়েছে। তাছাড়া বন্যার পর ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় ড্রেন থেকে সোফা বেরিয়ে আসে এবং সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কিন্তু সময়মতো ড্রেনগুলো পরিচ্ছন্ন করা হয়নি বলেই সমস্যা বাড়তে থাকে। তাছাড়া পুরসভার অধীনে ড্রেন পরিচ্ছন্ন করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন সতু রায়। একইসঙ্গে ব্রজেন্দ্র রোডের জরিপ বেআইনিভাবে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সতু রায়। একইসঙ্গে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে দেয়াল সরকারি জমি জবরদখল করে বানানো হয়েছে এবং সে মর্মে ব্যবস্থা গ্রহণে পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অন্যদিকে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) জমাজলের সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন স্থানের জল নিষ্কাশনের ড্রেনগুলোকে নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করা এবং হিউম পাইপের বদলে স্থানে স্থানে বড় কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব দেন। একইসঙ্গে সরকারি জমি জবরদখল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে জমা জলের সমস্যা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি প্রদান এবং ভগ্ন জাতীয় সড়ক সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে বলে পরামর্শ দেন বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না)।

অন্যদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী বলেন, বড় বড় নালাকে মাস্টার ড্রেন তৈরির নামে ছোট করে দেওয়ার জন্যই অল্প বৃষ্টিতে জমাজলে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়। শুধু পুরসভাকে দোষারোপ না করে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং নালা-নর্দমায় আবর্জনা ফেলে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করা থেকে জাতীয় সড়ক সংস্কারে পুরসভা ও প্রশাসনকে যাবতীয় সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী।

জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদী স্পষ্ট জানান, জমাজলের সমস্যা নিরসনে পুরসভার তরফে অবৈধ দখলকে উচ্ছেদ মুক্ত করতে প্রশাসন সহযোগিতা করবে। কোনওভাবেই সরকারি জমি জবরদখলকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। সবশেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিনের সভার মধ্যমণি প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন,নাগরিক সভায় বিশিষ্টজনেরা যেসব মতামত দিয়েছেন তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি পুরসভাকে সরকারি জমি জবরদখলমুক্ত করতে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে। তাছাড়া জমাজলের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ প্রদানে শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অবৈধ বাজার ও স্ট্যান্ডগুলো গুঁড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দেন বিধায়ক। বলেন, সরকারি জমি জবরদখলকরীদের যে কোনও মূল্যে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে পুরসভা ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে। একইসঙ্গে জাতীয় সড়ক সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীভূমির প্রতি পৃথক ভালোবাসা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি প্রেরণ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে তিনি চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। ড্রেন -কালভার্ট সহ শীঘ্রই জাতীয় সড়ক সংস্কার হবে। সাময়িকভাবে পথকে চলাচলের উপযোগী করে তুলতে মেরামতের কাজ চালিয়ে যাবে এনএইচআইডিসিএল বলে জানান প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

## পুশব্যাকে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ !

বৈঠকে সে দেশের বাহিনীর ডিজি মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি নেতৃত্ব দেবেন। ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকবেন বিএসএফ প্রধান প্রবীণ কুমার। সীমান্তে কাঁটাতার, অনুপ্রবেশ রোধ এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নিয়ে আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে। পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার অভিযোগগুলি নিয়েও কথা হতে পারে। দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ও বৈঠকের ইস্যু হতে পারে। বস্তুত, বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কে চরম অবনতি হয়।

## রাজ্য মন্ত্রিসভায় বরাকের

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে আগামী পাঁচ বছর তাঁরা পূর্ণ মেয়াদের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

দলীয় সূত্রের মতে, বরাক উপত্যকায় বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার, নির্বাচনী সাফল্য এবং রাজনৈতিক ভারসাম্যের প্রশ্নে কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পালের অন্তর্ভুক্তি কার্যত নিশ্চিত বলেই ধরা হচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনেও বরাক উপত্যকায় বিজেপি উল্লেখযোগ্য ফল করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিসভায় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাকে দল অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। লক্ষীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় বরাক উপত্যকায় বিজেপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। অন্যদিকে, কৃষ্ণেন্দু পাল পাথারকান্দি কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং দলীয় সংগঠনের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দু'জনই বরাকে বিজেপির নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এবারের মন্ত্রিসভায় শুধু প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং অধিক প্রশাসনিক গুরুত্বসম্পন্ন দফতরের দায়িত্বও পেতে পারেন বরাকের এই দুই নেতা। যদিও কোন দফতর কার হাতে যাবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি সফর শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা সেরে ফিরলেই মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা স্পষ্ট হবে। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন আগামী ৫ জুন অসম সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হবে। গত ১২ মে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে মাত্র চারজন মন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। ফলে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের অপেক্ষা চলছিল গত তিন সপ্তাহ ধরে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে ৮২টি আসনে জয়লাভ করে। জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ১০টি করে আসন পায়। ফলে ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় এনডিএর আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২। এই শক্তিশালী জনাদেশের পর দ্বিতীয় মেয়াদের মন্ত্রিসভা গঠনে বিজেপি নেতৃত্ব নতুন ও পুরনো মুখের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। ৫ জুনের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ শুধু নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ নয়; এটি আগামী পাঁচ বছরের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার এবং রাজনৈতিক রূপরেখারও প্রতিফলন হবে। সেই প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকা থেকে কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পালের সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তি অঞ্চলটির রাজনৈতিক গুরুত্বকেই আরও একবার সামনে নিয়ে আসছে।

## গুয়াহাটিতে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুমোদন দিয়েছে বলেও জানা গেছে। মঙ্গলবার দিল্লি থেকে গুয়াহাটিতে ফেরার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তাই দিসপুরে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে কেবল মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের কথাই।

নতুন মন্ত্রীর তালিকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে এবার সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নতুন মুখও থাকবে বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে মরান জনগোষ্ঠী থেকে বলিন চেতিয়া, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠী থেকে অশ্বিনী রায় সরকার এবং আহোম জনগোষ্ঠীর মুখ হিসেবে সুশান্ত বরগোহাইয়ের স্থান পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যে পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বরুয়া, রণোজ পেগু, বিমল বরার স্থান পাকা। এঁদের মধ্যে রণোজ পেগু মিসিং এবং বিমল বরা চুতিয়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বরাক উপত্যকা থেকে ফের মন্ত্রী হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পালের। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অশোক সিংহলেরও ভাগ্য উদয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মন্ত্রিসভার প্রথম সম্প্রসারণে অসম গণ পরিষদ এবং বিপিএফ-এর আর কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানা গেছে। কেননা, ইতোমধ্যেই অসম গণ পরিষদের অতুল বরা এবং বিপিএফ-এর চরণ বড়ো মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এবং কেশব মহন্তের নাম তালিকায় না থাকার সম্ভাবনা বেশি। আদৌ প্রাক্তন মন্ত্রী পাটোয়ারিকে এবার মন্ত্রিসভায় রাখা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সবমিলিয়ে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে কাদের স্থান পাকা হবে, তা নিয়ে উৎকণ্ঠার শেষ নেই। আগামী বৃহস্পতিবার পুরো চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

## কাছাড়ের ৭ সহ রাজ্যে ২৬টি

ফলাফলের ভিত্তিতে। অসম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড এই পর্বে যে ২৬টি স্কুলের অনুমোদন বাতিল করেছে এরমধ্যে বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার রামচন্দ্র মুক্তাবাসী হাইস্কুলের নামও রয়েছে। রয়েছে ডিমা হাসাও জেলার লাইজব হাইস্কুলও। অন্যান্য জেলার মধ্যে রয়েছে বরপেটার ২টি, বাক্সার ১টি, গোলাঘাটের ১টি, কামরূপ (গ্রামীণ)-এর ১টি, লক্ষিমপুরের ২টি, মরিগাঁও- এর ১টি, নলবাড়ির ১টি,শোণিতপুরের ৪টি, উদালগুড়ির ২টি, কোকরাঝাড়ের ১টি এবং চরাইদেওর ১টি স্কুল। প্রসঙ্গত, এবার মাধ্যমিকে সাফল্যের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে কাছাড়। আর কেউ পাস করতে পারেনি এমন স্কুলের সংখ্যা ২২। এর মধ্যে রয়েছে এবার অনুমোদন বাতিল হওয়া ৭টি স্কুলও। বাকি ১৫টি স্কুলে গত বছর ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়ায় বেঁচে গেছে শাস্তির খাড়া থেকে। তবে স্কুল এডুকেশন বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তের পাশাপাশি জেলা শিক্ষা বিভাগ এবার খারাপ ফলাফল প্রদর্শনকারী সব ক'টি স্কুলের প্রধানকেই 'শোকজ' করেছে বলে জানা গেছে। শিক্ষাবিভাগের এক সূত্র জানান, 'শো-কজ'-এর জবাব এসে গেছে। এসব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সবকটি স্কুলই থাকবে বিশেষ নজরদারিতে।

## নিট বিতর্কের মাঝেই দিল্লিতে

এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এমন সময়ে সামনে এসেছে যখন নিট প্রশ্নফাঁস, সিবিএসই পোর্টালের নিরাপত্তা ইস্যুতে মুখ পুড়েছে শিক্ষা মন্ত্রকের। এই ডামাডোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রকের ভবনে অগ্নিকাণ্ড ও নথি পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে।

## ক্রস ভোটিংয়ের শঙ্কায় কংগ্রেস

পাঠানোর মতো বিধায়ক হাত শিবিরের নেই। দ্বিতীয়ত, ক্রস ভোটিং। মধ্যপ্রদেশে ৩ আসনের মধ্যে দুই আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। ওই রাজ্যে কংগ্রেসের হাতে একটি আসন জেতানোর মতো বিধায়ক রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মাত্র ছয় বিধায়ক ক্রস ভোট করলেই সেই অঙ্ক বদলে যেতে পারে। রাজস্থানেও ৩ আসনের মধ্যে এক আসন জেতার কথা হাত শিবিরের। সেখানেও প্রার্থী নিয়ে প্রশ্ন দলের অন্দরে। রাজস্থানে শচিন পাইলটের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করতে অশোক গেহলটকে রাজ্যসভায় পাঠাতে চায় কংগ্রেস হাইকম্যান্ড।

## মূল্যস্ফীতির জন্য কেন্দ্রকে দোষারোপ

# 'ধনীরা প্রতিদিন আরও ধনী হচ্ছে': গৌরব গগৈ



**সাময়িক প্রসঙ্গ, যোরহাট, ১ জুন:** সাধারণ নাগরিকদের উপর মূল্যস্ফীতির বাড়তে থাকা বোঝা মোকাবিলায় অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (এপিসিসি) সভাপতি গৌরব গগৈ সোমবার একটি নতুন অর্থনৈতিক দৃষ্টি এবং নীতিগত সংস্কারের আহ্বান জানালেন। তিনি যুক্তি দেন যে কেন্দ্রের বর্তমান নীতিতে মধ্যবিত্ত এবং অস্বচ্ছলদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ধেকিয়াখোয়া বর নামঘরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গগৈ এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যেখানে তিনি মহাপুরুষ মাধবদেবের তিথিতে প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক পরিবার সংকটে পড়েছে উল্লেখ করে, তিনি পরিস্থিতিকে 'অর্থনৈতিক সংকট' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে অসম এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষ মূল্যস্ফীতি এবং বাড়তে থাকা জীবনযাত্রার খরচের বোঝার নিচে সংগ্রাম করছে। তিনি বলেন, 'যখন মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যপীড়িত অংশের জন্য সহায়তা ও স্বস্তির প্রয়োজন ছিল, তখন ধনীরা প্রতিদিন আরও ধনী হয়ে উঠছে।' তিনি শিক্ষার্থীদের উপর বাড়তে থাকা আর্থিক চাপের কথাও উল্লেখ করেন, বলেন উচ্চশিক্ষা ক্রমশ অপ্রাপ্য হয়ে উঠছে বাড়তি ফি-র কারণে।

তিনি বলেন, আজ আমরা জ্বালানির দাম এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের দিকে নজর দিচ্ছি, কিন্তু স্কুলের ফি, হোস্টেলের ফি, হাসপাতালের ব্যয় এবং বিভিন্ন খাতে খরচও বেড়েছে। যুবকদের হোস্টেলের ফি বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে বাধ্য করা হয়েছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায়।

একটি নীতি পুনঃসংশোধনের আহ্বান জানিয়ে, গগৈ বলেন, পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞ পরামর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের এবং বৃহত্তর জনসাধারণের জবাবদিহির দাবি করছে। সংস্কারের এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজন রয়েছে। এটি ন্যায়সঙ্গত যে নীতিগুলি মধ্যবিত্ত এবং অসহায়দের কেন্দ্রে রেখে তৈরি করা উচিত, ধনীদের ঠিকাদার, কোম্পানি এবং পুঁজিপতিদের জন্য নয়। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারকে গঠনমূলক সমালোচনা শোনার এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশা বোঝার শিক্ষা নিতে হবে। রেশন কার্ডধারীদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত ডাল এবং চিনি বিতরণ বন্ধ করার বিষয়ে, গগৈ শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে যে প্রত্যাশা তৈরি করেছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি দুর্ভাগ্যজনক কারণ জনগণকে এই সম্পর্কে কখনোই জানানো হয়নি বিধানসভা নির্বাচনের আগে। শাসক দলের প্রচারণার যে ধরন ছিল, তাতে মানুষের মনে হয়েছিল যে রেশনে সব পণ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। কিন্তু দেখা গেল, এটি একটি খালি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় সরকারের কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক গ্রেফতারের বিষয়ে মন্তব্য করতে গগৈ অভিযোগ করেন যে, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রায়ই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে বেড়ে ওঠে এবং প্রকৃত সুবিধাভোগীরা দায়মুক্ত থাকে। কোনও সরকারি কর্মকর্তা রাজনৈতিক নিরাপত্তা বা সমর্থন ছাড়া এমন পদক্ষেপ নিতে পারে না। যারা এমন কর্মকর্তাদের সমর্থন দিয়েছিল, তারাও ব্যক্তিগত লাভ অর্জন করেছে এবং এখন, যখন তাদের আর প্রয়োজন নেই, কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের জন্য সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন যে, যখন কর্মকর্তারা তদন্ত ও গ্রেফতারের সম্মুখীন হন, তখন যারা রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করেন তারা অক্ষত থাকেন। সরকারি কর্মকর্তারা তদারকি, অভিযান এবং গ্রেফতারের সম্মুখীন হন, তবুও যারা রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন তারা ছায়ায় নিরাপদ রয়েছেন। যদি এমন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা চলতে থাকে, তাহলে অসম অগ্রগতিতে এবং উন্নয়নে পিছিয়ে পড়বে।

# শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি ইয়াসি-র উদ্যোগে শিলচরে সভা



**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** শিলচর পেনশনার্স ভবনে সোমবার ইয়ুথস আগেনস্ট সোসাল ইভিলস (ইয়াসি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সমগ্র শিলচর শহরের বিশেষকরে কাছাড় কলেজ পয়েন্ট থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত সড়কের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইয়াসি-র কেন্দ্রীয় সভাপতি সঞ্জীব রায়।

শহরের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকরা সভায় উপস্থিত থেকে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং শহরের সড়কের করুণ হাল নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সভায় মতপ্রকাশ করা হয়, শিলচর শহর ও সাধারণ মানুষের প্রতি সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের উদাসীনতা ও অনীহাপূর্ণ মনোভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে বারবার যোগাযোগ করা হলেও সেটা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কর্ণগোচর হয়নি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অনির্বাণ ভৌমিক (ইউনিফায়েড ফোরাম ফর বরাকভ্যালি ডেভেলপমেন্ট) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাস্তা-নর্দমা নির্মাণে বিভিন্ন কারিগরি ত্রুটি ও অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি সাময়িক নয় স্থায়ী সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মী দীপক সেনগুপ্ত এধরনের অবহেলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব দেন। হৃষিকেশ দে (বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে অবিলম্বে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। বিমলকান্তি দে (নাগরিক স্বার্থরক্ষা সংগ্রাম পরিষদ) এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে এই আন্দোলনে তার সংগঠনের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন। হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের রেজাউল করিম বলেন, সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার বিষয়ে সরকারি বিভাগগুলির যথাযথ সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। কারণ এটিই রাস্তা নষ্ট হওয়ার অন্যতম মূল কারণ। আইনজীবী জ্যোতিপ্রকাশ ভট্টাচার্য ইয়াসি-র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিলচরের মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এসইউসিআই-র সুব্রতচন্দ্র নাথ বিবেকানন্দ রোডের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখানে রাস্তার অবস্থা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি অবিলম্বে একটি 'জনগণের কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেন। বিশিষ্ট সমাজকর্মী আশিস আচার্য বলেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় নয় বরং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর জনগণের প্রশংসা করা উচিত। তিনি লিংক রোডের করুণ সড়ক পরিস্থিতি ও ভয়াবহ জলাবদ্ধতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বর্ষীয়ান আইনজীবী ও শিলচর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল মিত্র শহরের করুণ রাস্তা ও জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের পক্ষে মত দেন। সর্বাধিক সংগঠন, ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্ব দেন তিনি। সমাজকর্মী ও ইয়াসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেদী রায় শিলচর ওয়াটার ওয়ার্কস রোডে ডাম্পিং মেশিন স্থাপনের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়া বিলপার, সোনাই রোড, লিংক রোড, রাঙ্গিরখাড়ি, কাঁঠাল রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ে, কলেজ রোড, আশ্রম রোড, চেংকুড়ি রোডের বিভিন্ন এলাকা, তারাপুর, সার্কিট হাউস রোড, শ্মশান রোড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, ইটখলা, সদরঘাট, জানিগঞ্জ, মধুরবন্দ রোড, চিরুকান্দি রোড এবং বিশেষকরে কাছাড় কলেজ পয়েন্ট থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা ও জলাবদ্ধতার বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শিলচরের এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে একটি স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে প্রেরণ করা হবে এবং সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। নতুবা পরবর্তীতে যৌথভাবে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে সংগঠনগুলো। আগামী ৫ জুন সকাল ১১টায় কাছাড়ের জেলা কমিশনারের মাধ্যমে স্মারকপত্র প্রদান করা হবে এবং এর প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সব সরকারি বিভাগে পাঠানো হবে। সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মান্না দত্ত, সাজন লস্কর, মনোজ কালোয়ার, আহাদ বড়ভূইয়া, গণেশ মণ্ডল, অমিত গোয়ালা, সাধু গৌড় প্রমুখ। সভা শেষে ইয়াসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন) আহাদ লস্কর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

## বরাকবঙ্গের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগে বর্ষবরণ ও কবি প্রণাম অনুষ্ঠান



**সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুর ১ জুন :** বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগে ৩১ মে রবিবার সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণ ও কবি প্রণাম অনুষ্ঠান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে এদিন সকাল ৯ টায় বদরপুর মহর্ষি সন্দীপন বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার শুরুতে সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি দয়াল চন্দ্র সরকার। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ সভাপতি নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য, গুরুনন্দন ঘোষ, সম্পাদক পঙ্কজ কান্তি দেবরায়, সহ সম্পাদক সেলিম খান, দিগ্বিজয় সরকার, কল্লোল মজুমদার, সুবিমল বর্ধন, শ্যামলী দে, রুমা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা পোদ্দার, রূপালী মালাকার, সঞ্চয়িতা দে প্রমুখ। এরপর শুরু হয় কচিকাঁচাদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এতে ছিল অঙ্কন, যোগা, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র নৃত্য, লোক নৃত্য, নজরুলগীত, নজরুল নৃত্য, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি। প্রতিটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৩ টায় সব বিভাগের প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। সন্ধ্যা ৭টায় আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে কবি ত্রয়ের প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা অঞ্জনা পোদ্দার সহ সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। এরপর সভায় উপস্থিত এলাকার বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদিন সবার উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি দয়াল চন্দ্র সরকার। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে রবীন্দ্র ও নজরুলগীত পরিবেশন করেন রাখি দাস, অঞ্জনা পোদ্দার, পূজা মালাকার, আবৃত্তি পরিবেশন করেন রুমা ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ কর্মকার, রূপালী মালাকার, রানার নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী প্রিয়াশু দে। শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী এর ভূয়সি প্রশংসা করেন। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন শ্যামলী দে, রুমা ভট্টাচার্য, দিগ্বিজয় সরকার ও সেলিম খান।

## সিবিএসই ইস্যুতে মোদির 'নীরবতা' নিয়ে সরব রাহুল

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** সিবিএসই ইস্যুতে এখনও নীরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নীরবতা কেবল উদাসীনতা নয়, তা অপরাধের সহযোগিতা করা। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, যা হয়েছে তা জালিয়াতি। এর শিকার সাড়ে ১৮ লক্ষ পড়ুয়া।

সোমবার এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'সিবিএসই-র মে ২০২৫-এর টেন্ডারে শর্ত ছিল যে, উত্তরপত্রগুলো স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করতে হবে- যাতে খাতার বাঁধাই বা 'স্পাইন' অক্ষত থাকে এবং স্ক্যানিংয়ের রেজোলিউশন হতে হবে ন্যূনতম ৩০০ ডিপিআই। আগস্ট মাসে যখন টেন্ডার পুনরায় জারি করা হল, তখন নিঃশব্দে সেই সব শর্তই বাদ দিয়ে দেওয়া হল। 'স্ক্যানার'-এর বিষয়টি হয়ে উঠল সাধারণ বা অনির্দিষ্ট। রেজোলিউশন কমিয়ে নামিয়ে আনা হল ২০০ ডিপিআই-তে। আমরা বুঝতে পারছি, বাস্তবে এর অর্থ কী দাঁড়িয়েছে। এখন ফাঁস হয়ে গিয়েছে সংস্থাটি উত্তরপত্রগুলি স্ক্যান করার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিল। সেই ঝাপসা কপিগুলি, হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলি, স্ক্যান না করা উত্তরপত্রগুলো; এগুলি কোনও 'ভুল' নয়। এগুলি এমন একটি চুক্তিরই অনিবার্য পরিণতি, যা সাজানো হয়েছিল কোনও নির্দিষ্ট ঠিকাদার বা বিক্রেতার সুবিধার্থে। এটা জালিয়াতি। আর যে সাড়ে ১৮ লক্ষ পড়ুয়ার উত্তরপত্র ভুলভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এই জালিয়াতির শিকার।'

আর সেই সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দেগে তিনি জানাচ্ছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আম নিয়ে কথা বলার সময় পেয়েছেন। অথচ সাড়ে ১৮ লক্ষ নাবালকের বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি পাননি, যাদের উত্তরপত্রগুলি মোবাইল ফোন দিয়ে স্ক্যান করা হয়েছিল। ধর্মেন্দ্র প্রধান এখনও তাঁর পদে বহাল আছেন। মোদির এই নীরবতা এখন আর কেবল উদাসীনতা নয়, তা এখন অপরাধের সহযোগিতা।' প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এ বাংলার হিমসাগর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রাজ্য ধরে ধরে নাম করে মোদি যেমন তুলে ধরলেন সেখানকার বিখ্যাত আমের নাম, তেমনই ভূয়সী প্রশংসা করলেন দেশের আমচাষিদের। তিনি জানান, ভারতের আমের ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন কৃষকরা। আর সেই চর্চাতেই গোটা পর্বটি হয়ে উঠল 'আম'-ময়।

উল্লেখ্য, সিবিএসই-র প্রশ্নফাঁস নিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ধর্মেন্দ্র প্রধান স্বীকার করেছেন, 'ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কিছু প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত ত্রুটি সামনে এসেছে এবং তা সংশোধনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই নিয়ে আইআইটি মাদ্রাজ এবং আইআইটি কানপুর কাজ শুরু করেছে।' সিবিএসই নিজেও ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। পদ্ধতিগত ভুল যে ছিল সেটাও মেনে শুধরে নেওয়ার বার্তা দিয়েছে ওই সংস্থা।

### পাঁচগ্রাম-বদরপুর মণ্ডলের উদ্যোগে নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা

# দলীয় কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা কমলাক্ষের, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের আহ্বান

সুশীলকুমার সিনহা

**কাটাখাল, ১ জুন :** পাঁচগ্রাম-বদরপুর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে নবনির্বাচিত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। রবিবার মণ্ডল কার্যালয়ে আয়োজিত এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে দলীয় নেতা-কর্মীরা বিধায়ককে ফুলের তোড়া, উত্তরীয়, স্মারক এবং বিভিন্ন উপহারসামগ্রী প্রদান করে শুভেচ্ছা জানান। মণ্ডল সভাপতি মিঠুন শুক্লবৈদ্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল প্রভারী ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব, রুবি নাগ, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তপন মুহুরি, সীতাংশু রায়, প্রবীণ বিজেপি কর্মী দীপক দেব, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী প্রিয়া সেন, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা ববি রায় সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবনির্বাচিত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'জনসাধারণের আস্থা অর্জন এবং নির্বাচনে সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি হল দলীয় কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম। তারাই আমাদের সাংগঠনিক শক্তির মূল ভিত্তি।'



সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উৎফুল্ল দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থ।

বিধায়ক আরও বলেন, আগামী দিনগুলোতে এলাকার উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যাবতীয় বিভেদ ভুলে গিয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে গত বিধানসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা বিভিন্ন বুথ কমিটির কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিধায়ক নিজে তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার তুলে দিয়ে তাদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি দেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন করে কর্মস্পৃহা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই এই সংবর্ধনাকে আগামীদিনের সাংগঠনিক কাজের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচগ্রাম-বদরপুর মণ্ডল সভাপতি মিঠুন শুক্লবৈদ্য, পাঁচগ্রাম জিপি সভাপতি হীরালাল দাস, যুবমোর্চার সভাপতি ভিকি কর্মকার, দলের নেতা নারায়ণচন্দ্র দেব, শালচাপড়া জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য আদিত্যগিরি বড়পাত্র সিনহা, মণ্ডল প্রভারী ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব, রুবি নাগ, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তপন মুহুরি, বদরপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সীতাংশু রায়, বরিষ্ঠ দলীয় কর্মকর্তা দীপক দেব, পাঁচগ্রাম-বদরপুর মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভাপতি প্রিয়া সেন, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা ববি রায়, পাঁচগ্রাম-বদরপুর মণ্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সৈয়দ আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মেহরাজ উদ্দিন, সহসম্পাদক সাদিক আহমদ মজুমদার প্রমুখ।

## নগাঁওয়ের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সাতদিনব্যাপী ভাগবত পাঠে ভক্তদের ঢল

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১ জুন :** নগাঁও শহরের হয়বরগাঁও তরুণ ফুকন রোডস্থিত ঐতিহ্যবাহী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সাতদিনব্যাপী ভাগবত পাঠ, ভজন ও নামকীর্তন অনুষ্ঠান ভক্তিময় পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যতীন্দ্র দেবনাথ। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে প্রতিবছর ঝুলনযাত্রা, দোল উৎসবসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভাগবত পাঠের আয়োজন হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মনীন্দ্র দেবনাথ সেই ঐতিহ্য ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন। চলতি বছরের ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাতদিনের কর্মসূচিতে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ, ভজন ও নামকীর্তনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিদিনই হাজার হাজার ভক্তের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ও আচার্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মগুরু তুলসী দাস গোস্বামী। তাঁর ভাগবত ব্যাখ্যা, ভজন ও নামকীর্তন ভক্তদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ বিরাজ করে। ভাগবত পাঠের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন নগাঁওয়ের বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা এবং হয়বরগাঁও বাঙালি পুজাবাড়ির প্রাক্তন সভাপতি অনুপ কুমার সাহা। অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বৈষ্ণব ধর্মগুরু তুলসী দাস গোস্বামী সাংবাদিকদের জানান, বর্তমান মাসটি 'মল মাস' বা 'পুরুষোত্তম মাস' নামে পরিচিত, যা প্রায় বত্রিশ মাস অন্তর একবার আসে। তিনি বলেন, এই মাসে গীতা ও ভাগবত পাঠ, ভজন ও নামকীর্তনের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যুবক-যুবতীদের ভজন, কীর্তন ও ভাগবত পাঠে আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করা উচিত। সাতদিনের এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর অংশগ্রহণ দেখে তিনি আন্তরিকভাবে আনন্দিত ও আশাবাদী বলে জানান।

# ভারতীয় হজযাত্রীদের দেশে ফেরার প্রস্তুতি শুরু, জারি করা হল গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, মক্কা, ১ জুন:** সৌদি আরব: পবিত্র হজ সম্পন্ন হওয়ার পর ভারতীয় হজযাত্রীদের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেছে ভারতীয় হজ অফিস। মক্কা ও মদিনায় অবস্থানরত সকল ভারতীয় হাজিদের জন্য প্রকাশিত এক নোটিশে লাগেজ চেক-ইন, বহনযোগ্য ব্যাগের ওজন এবং নিষিদ্ধ সামগ্রী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে। নোটিশ অনুযায়ী, হজযাত্রীদের সুবিধার্থে রিমোট চেক-ইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নির্ধারিত কার্গো সংস্থার প্রতিনিধিরা যাত্রীদের আবাসস্থলে এসে ফ্লাইট ছাড়ার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে লাগেজ ওজন করে ট্যাগ লাগিয়ে বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেবে।

প্রত্যেক হাজি সর্বোচ্চ দু'টি চেক-ইন ব্যাগ বহন করতে পারবেন, যার মোট ওজন হবে ৪০ কেজি (প্রতি ব্যাগ ২০ কেজি)। এছাড়া কেবিন ব্যাগ হিসেবে সর্বোচ্চ ৭ কেজি ওজনের একটি হ্যান্ডব্যাগ বহনের অনুমতি থাকবে। হজ অফিস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, চেক-ইন লাগেজে জমজমের পানি বহন করা যাবে না। ভারতের গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রত্যেক হাজিকে আলাদাভাবে ৫ লিটার জমজমের ক্যান প্রদান করা হবে।

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাটারি, তেল বা অন্য কোনও তরল পদার্থ, গ্যাস স্টোভ, দেশলাই, চার্জযুক্ত জরুরি লাইট, ব্যাটারিচালিত খেলনা, সুগন্ধি স্প্রে এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী লাগেজে বহন করা যাবে না। এসব সামগ্রী পাওয়া গেলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যাগ খুলে তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে, ফলে লাগেজ পৌঁছাতে বিলম্ব বা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের জন্য পৃথক কার্গো সংস্থা ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নম্বরও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হাজিরা প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। হজ অফিস সকল যাত্রীকে নির্ধারিত সময়সূচি মেনে লাগেজ জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, নির্দেশনা অনুসরণ না করলে লাগেজ সংক্রান্ত কোনও সমস্যার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

# সহযোগীদের ঘুমে রেখে টাকা লুট করে উধাও দুই শ্রমিক, চাঞ্চল্য মিজোরামে

## কালীগঞ্জ আউটপোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের

**সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ১ জুন :** সহযোগী শ্রমিকদের ঘুমের ঘোরে রেখে রাজমিস্ত্রির টাকা লুট করে উধাও দুই শ্রমিক। ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মিজোরাম রাজ্যের লুংলে জেলায়। রাজমিস্ত্রির ৩৭ হাজার টাকা সহ অন্য দুই শ্রমিকের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে এই দুই শ্রমিক। এনিয়ে কালীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অসমের শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ) জেলার কালীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার চৌকিরমুখ গ্রামের আব্দুল মুনিম নামের এক যুবক কুড়ি-পঁচিশ জনের একদল শ্রমিক নিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন মিজোরামের লুংলে নামক জায়গায়। অন্যান্য দিনের মতো ২৮ মে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন সবাই। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দু'জন যুবকের কোনও সন্ধান মেলেনি। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। এরপর চোখ পড়ে শ্রমিকদের গচ্ছিত টাকার উপর। তখন খোঁজ নিয়ে দেখা যায় আব্দুল মুনিমের গচ্ছিত ৩৭ হাজার টাকা সহ অন্য দুই শ্রমিকের রাখা টাকা নেই। মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় সহযোগী দুই শ্রমিক। ততক্ষণে মোবাইল ফোন বন্ধ করে গাঢাকা দেয় এই দু'জন। অভিযুক্ত দুই শ্রমিক হল মদনমোহন এলাকার বেলালা সেকি কানিশাইল গ্রামের নাসির উদ্দিন (পিতা প্রয়াত বারিক আলি) এবং সুলতান আহমদ (পিতা সুফিয়ান আহমদ)। পরবর্তীতে সহযোগীরা জানতে পারেন, দুই অভিযুক্ত বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল মুনিমের ভাই আব্দুল মনাফ কালীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে দু'জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্তার কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং লুট করা টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তিনি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ প্রশাসন এই দুই অভিযুক্তকে আটক করতে এবং বহিরাজ্যে জীবিকার তাগিদে যাওয়া অসহায় শ্রমিকদের টাকা উদ্ধার করতে কি পদক্ষেপ নেয়।

# বীণাছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান নরসিংহপুরে

**সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ১ জুন :** বৈদিক যুগে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সহ সমর কলাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হতো । কালক্রমে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেলেও সমর কলার শিক্ষায়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গীত ও নৃত্যকলা মানুষের মধ্যে সহৃতি বা সঙ্গতি রক্ষা করে তৃপ্তি দান করতে সমর্থ হয়। অপরদিকে, সমর কলাকে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও সমর কলার ত্রিবেণী সঙ্গমে 'নটখট নন্দলাল' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন বীণাছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। নরসিংহপুর স্বর্ণলক্ষ্মী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সাংস্কৃতিক মঞ্চে রবিবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় বীণাছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের এই বিশেষ অনুষ্ঠান। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য সহ আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

এদিন কথক নৃত্য, তবলায় লহরা বাজানো সহ বীণাছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নৃত্যশিল্পীরা পরিবেশন করেন নৃত্যনাট্য 'নটখট নন্দলাল' যা উপস্থিত দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অনুষ্ঠানের ঠিক মাঝামাঝি সময় একই মঞ্চে বরাকভ্যালি উইং চুন মার্শাল আর্টের নরসিংহপুর শাখার প্রশিক্ষার্থীদের একমাস প্রশিক্ষণের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এটাই ছিল ব্যতিক্রম। একই মঞ্চে সঙ্গীত, নৃত্য ও সমর কলাকে একসঙ্গে দেখে অনেকেই অবাক হলেও বৈদিক যুগে এমনটা হতো গুরুকুলে। এনিয়ে বীণাছন্দম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার দেবতোষ নাথ বলেন, সঙ্গীত কলা, শিল্পকলা, নৃত্যকলা ও সমর কলার শিক্ষা প্রাচীন মুনি-ঋষিরা নিজ আশ্রম বা গুরুকুলে শিক্ষার্থীদের শেখাতেন। এরমধ্যে সমর কলা ও সঙ্গীত কলা সহ নৃত্যকলার স্থান ছিল সর্বাগ্রে। কারণ দেবাসুর সংগ্রামেও সঙ্গীত ও নৃত্যকলার পাশাপাশি শৌর্যকলা বা সমর কলা দেবতাদের বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমর কলাকে আলাদাভাবে রাখা হয় না। তাই আত্মরক্ষার্থে সমর কলা ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে নৃত্য ও সঙ্গীত কলার শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এও বলেন, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করতে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রে আছে 'সঙ্গীত: কলা বিহীন: চ পশু' অর্থাৎ যার ভেতরে সঙ্গীতের সামান্যতম স্থান নেই তিনি পশুতুল্য। তাই প্রাচীনকালে যেভাবে সমরকলার সঙ্গে সঙ্গীত ও শিল্পকলার শিক্ষা দেওয়া হত ঠিক সেভাবেই যেন ভারত সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমির প্রাক্তন জেলা কমিশনার বীরেশচন্দ্র নাথ, কবি-সাহিত্যিক প্রভাসচন্দ্র নাথ, নরসিংহপুর-ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য পম্পি নাথ চৌধুরী, শিক্ষাবিদ পরিমল নাথ, নরসিংহপুর স্বর্ণলক্ষ্মী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বপন নাথ, শিক্ষক বিজনবিহারী নাথ, শিক্ষাবিদ সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী, উইং চুন কুংফু মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষক সিফু শ্রীঅমৃতকুমার নাথ প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জেলা কমিশনার বি সি নাথ, কবি-সাহিত্যিক প্রভাসচন্দ্র নাথ, শিক্ষাবিদ পরিমল নাথ চৌধুরী প্রমুখ।




সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের পরিবেশনার একটি দৃশ্য।

তিনের পাতার পর

## মালিডহর-বদরপুর সড়ক সংস্কারে

বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। নিত্যদিন সড়ক দুর্ঘটনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবরুদ্ধ সড়ক। কাটিগড়া থেকে বরাক সহ মণিপুর এবং মিজোরামের মানুষ অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। কাটিগড়ার সচেতন জনগণের অভিযোগ বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার নব্বইভাগ অর্থই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের দাবি জানিয়েছেন কাটিগড়ার সচেতন জনগণ। এদিকে, এই অভিযোগ নিয়ে এনএইচআইডিসিএলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার চেষ্টা করলেও সম্ভবপর হয়নি।

## দরগারবন্দে নদীতে পড়ল গরুচুরির

মানুষ। শুরু হয় রুদ্ধশ্বাস ধাওয়া। লালছড়া থেকে গম্ভীরা বস্তির পথ ধরে নিভিয়া বাজার হয়ে সিংলাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পাড়ি দিয়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ পাগলের মতো গাড়ি ছুটিয়েও শেষমেশ দরগারবন্দ এলাকায় এসে জনতার চক্রব্যূহে ফেঁসে যায় চোরেরা। চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ এস ১১ ই ৭৭৯৯ নম্বরের কালো রঙের ওয়াগনার গাড়িটি সড়ক থেকে ছিটকে সরাসরি গিয়ে পড়ে সিংলা নদীতে।

গাড়ি নদীতে পড়তেই ছটফট করে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু ততক্ষণে উত্তেজিত জনতা তাদের ঘিরে ফেলেছে। নদী থেকেই টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় দুই অভিযুক্তকে। এরপরই শুরু হয় গণধোলাই। খবর পেয়ে সবার প্রথমে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় নিভিয়া পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা। কিন্তু শয়ে শয়ে উত্তেজিত জনতার উন্মাদনার সামনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফাঁড়ির কর্মীর পক্ষে পরিস্থিতি সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক এবং ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাতাবাড়ি থানার ওসি চিত্তরঞ্জন বরা এবং রামকৃষ্ণনগরের সিডিএসপি আনসুল শর্মা। এদিকে, অভিযুক্তদের উদ্ধার করে পুলিশের গাড়িতে তোলার সময়ই রণক্ষেত্রের রূপ নেয় দরগারবন্দ এলাকা। উত্তেজিত জনতার একাংশ পুলিশের কব্জা থেকে অভিযুক্তদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের দাবি, জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করা হলেও একপর্যায়ে একাংশ উত্তেজিত মানুষ আচমকাই পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং হামলা চালায়।

অন্যদিকে, স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও আহত রাজনৈতিক কর্মীদের অভিযোগ: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে সিডিএসপি আনসুল শর্মা সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছেন এবং নির্বিচারে লাঠি চালিয়েছেন। লাঠির আঘাতে বিজেপির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কয়েকজন কর্মী-সমর্থকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনার পর পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। অপরদিকে পুলিশের বয়ান, 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং অভিযুক্তদের জীবন রক্ষা করতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। যারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পুলিশি তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া দুই অভিযুক্ত হলো আমরুল ইসলাম (২৫) পিতা আবুল হোসেন, গ্রাম দেউবাড়ি, থানা পাথারকান্দি, জেলা শ্রীভূমি ও কুবাদ উদ্দিন (৩৮), পিতা সামসুল ইসলাম, গ্রাম আন্দারিবাজার, থানা পাথারকান্দি, জেলা শ্রীভূমি। ধৃতদের উদ্ধার করে রাতাবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়ার পর এক্সকাভেটর (জেসিবি) এনে সিংলা নদী থেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ওয়াগনার গাড়িটি উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতদের রাতাবাড়ি থানায় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতরা পুলিশের খাতায় 'দাগী চোর' এবং তাদের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক চুরির মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত চলছে। গরুর মালিক মতিলাল রবিদাস ইতিমধ্যেই থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। তবে এই ঘটনা রাতাবাড়ির দীর্ঘদিনের ক্ষোভকে উস্কে দিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এবার চোরদের সাহস এতটাই বেড়ে গেছে যে দিনদুপুরে রাস্তা থেকে গরু তুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই চোরচক্রের এই বাড়বাড়ন্ত বলে দাবি করে এলাকায় স্থায়ী সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

## কলাসমন্বয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্র

দেবর্ষি চৌধুরী প্রমুখ। হাওয়াইয়ান গিটারে রবিঠাকুরের গান প্রাণবন্ত করে তোলেন সুনির্মল চক্রবর্তী। গিটারে সঙ্গত করেছেন নটরাজ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন স্বপন পাল, ডালিয়া সিংহ এবং নৈঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র নৃত্যে আসর মাতান রুম্পা কর চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে বিদ্রোহী কবির স্মরণে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন দেবীপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিকী চৌধুরী, রাজীবাক্ষ রক্ষিত, পৌলমী রায়, পিয়ালী দে, সোহিনী ভট্টাচার্য, দেবলীনা চৌধুরী। ৯০ বছরে পা দেওয়া সঙ্গীতপ্রেমী দেবব্রত চৌধুরী অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, প্রখর স্মৃতি ও সঙ্গীতবোধের পরিচয় দিয়ে গেয়ে শোনান নজরুলের গান মোর প্রিয়া হবে এস রানি। শেষ আকর্ষণে গানে-কথায় নজরুলকে শ্রদ্ধা জানান সুশান্ত চৌধুরী।

## সংখ্যার জগতেই ভবিষ্যৎ, বদলাচ্ছে

গভীর গাণিতিক চিন্তাশক্তিকে মূল্য দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তি পরীক্ষার মান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের সমতুল্য বলে মনে করা হয়।

প্রণয় পাল মনে করেন, অঙ্ককে যদি তার প্রকৃত রূপে শেখানো যায়, তবে অঙ্কভীতি অনেকটাই দূর হবে। তাঁর ভাষায়, 'অঙ্ক আসলে এমন কঠিন কিছু নয়। একটু স্মৃতিশক্তি, একটু বোধশক্তি, একটু মনোযোগ এবং একজন সঠিক পথপ্রদর্শক থাকলেই অঙ্ক জলবৎ তরলং হয়ে ওঠে।' তিনি আরও বলেন, অঙ্ক কেবল পরীক্ষার বিষয় নয়। হিসাব-নিকাশ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বাজেট, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, যুক্তিবিদ্যা- প্রতিটি ক্ষেত্রেই অঙ্কের প্রয়োগ রয়েছে। এমনকি দার্শনিক সমস্যার বিশ্লেষণেও গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মতে, 'অঙ্ক কোনও অনুমান নয়, অঙ্ক বাস্তব এবং তত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান।'

কলকাতার গণিত শিক্ষক ও অলিম্পিয়াড প্রশিক্ষক সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্যের মতে, 'জেইই পরীক্ষায় দ্রুত উত্তর বের করার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও আইএসআই বা সিএমআই-তে গুরুত্ব দেওয়া হয় যুক্তি, প্রমাণ এবং গভীর চিন্তাশক্তিকে। যাদের সত্যিই গণিতের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, তারাই এখানে বেশি সফল হয়।' সিএমআই-এর প্রাক্তনী এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ড. অর্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুলজীবনে আমরা গণিতকে পরীক্ষার বিষয় হিসেবে পড়তাম। সিএমআই-তে গিয়ে বুঝেছিলাম, গণিত আসলে চিন্তার ভাষা। এখানে কোনও তত্ত্ব শুধু মুখস্থ করানো হয় না, কেন তা সত্য, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শেখানো হয়।' সিএমআই-এর পরিচালক মাধবন মুকুন্দও মনে করেন, ছাত্রছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই গবেষণামুখী গণিতের সঙ্গে পরিচয় করানো প্রয়োজন। তাঁর মতে, পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের গবেষণার সম্ভাবনাগুলিও শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা জরুরি। সেই লক্ষ্যেই সিএমআই স্কুলপড়ুয়াদের জন্য বিশেষ আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গণিত নিয়ে পড়লে চাকরির সুযোগ সীমিত- এই ধারণা এখন সম্পূর্ণ অচল। বর্তমানে এআই, মেশিন লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, কোয়ান্ট ফাইন্যান্স, ডেটা সায়েন্স এবং অ্যানালিটিক্স শিল্পে গণিতভিত্তিক দক্ষতার ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। আইএসআই এবং সিএমআই-এর ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিতভাবে বিশ্বের শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি সংস্থা এবং ফিনটেক কোম্পানিতে সুযোগ পাচ্ছেন। অবশ্য ভারতের গণিত গবেষণার মানচিত্র অবশ্য আইএসআই ও সিএমআই-তেই সীমাবদ্ধ নয়। ইনস্টিটিউট অব ম্যাথম্যাটিক্যাল সায়েন্সেস (আইএমএসসি), টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর), হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচআরআই), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি), বিভিন্ন আইআইএসইআর এবং নিসারের মতো প্রতিষ্ঠানও বিশ্বমানের গবেষণার সুযোগ তৈরি করছে।

আজকের পৃথিবীতে সাফল্যের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে। সবাই ডাক্তার হবে না, সবাই ইঞ্জিনিয়ারও হবে না। কেউ নতুন অ্যালগরিদম তৈরি করবে, কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে, কেউ আবার গণিতের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান খুঁজবে। সেই পথের দরজা খুলে দিচ্ছে আইএসআই, সিএমআই এবং দেশের অন্যান্য গবেষণামুখী প্রতিষ্ঠান। প্রণয় পালের কথাতেই এর সবচেয়ে সুন্দর সারাংশ পাওয়া যায়- গণিতের অতলে ডুব দিয়েই আত্মগঠন, আত্মবিকাশ এবং আত্মোন্নতির পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর সেই পথেই একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারে সমাজ, দেশ এবং জাতির প্রকৃত সম্পদ।

## বড়খলাকে উন্নয়নে প্রথম করার

অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বড়খলায় এমএমএলপি প্রজেক্ট নিয়ে আসতে হবে, যাতে বড়খলার বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। যাতে বড়খলার ছেলে-মেয়েদের কাজের জন্য ব্যাঙ্গালোর বা অন্যান্য রাজ্যে যেতে না হয়।

তিনি বড়খলার বিজেপির দলীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার প্রতি কোনও রাগ অভিমান থাকলে তা ঝেড়ে ফেলে বড়খলার উন্নয়নের স্বার্থে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন।' এদিনের সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপির বড়খলা মণ্ডলের প্রভারী মানস দত্ত, প্রাক্তন বড়খলা মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম নাথ, হেমচন্দ্র সিংহ, মণ্ডল সভাপতি পিনাককান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস। এদিন বিজেপির বড়খলা মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে, বাজি পটকা পুড়িয়ে সংবর্ধনা জানান নবনির্বাচিত বিধায়ক কিশোর নাথকে। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অমল নাথ, বড়খলা জিপি সভাপতি নিহাররঞ্জন দাস, মুরলিধরন জিপির এপি সদস্য লালবাসী দাস, বড়রামপুর জিপির এপি সদস্য কাঞ্চন বিশ্বাস সহ মণ্ডল কমিটির পদাধিকারী, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ, বুথ সভাপতি প্রমুখ। গোটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিজেপির বড়খলা মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কল্লোলজিত চক্রবর্তী।

## শিলচরে চতুর্থ 'সাউথ আসাম ফিল্ম

কিংবদন্তী চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়কে নিবেদিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া সম্প্রতি প্রয়াত চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনেতা, লেখক রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হবে। প্রসঙ্গত, তৃতীয় দক্ষিণ অসম চলচ্চিত্র উৎসবের আসরে গতবার সিনেমা জগতের তারকাদের মধ্যে অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন রাহুল। শিলচর সফরের বছর শেষ হতে না হতেই একটি সিনেমার শুটিং চলাকালে দীঘা সংলগ্ন তালসারিতে অকালমৃত্যু ঘটে প্রতিভাবান অভিনেতা রাহুলের।

পরদিন অর্থাৎ ১৩ জুনের সিনেমা প্রদর্শনীতে দেখানো হবে পারমিতা মুন্সির 'আমি যখন হেমামালিনী','অরিন্দম শীলের 'কর্পূর'। সবশেষে থাকছে উৎসবের জমজমাট 'অ্যাওয়ার্ড নাইট'। চলচ্চিত্র জগতের তারকা অতিথি ছাড়াও ১২ জুন বিকেল ৩টায় দু'দিনের এই উৎসবের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিরঞ্জন রায়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজীবমোহন পন্থ এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।

উৎসব আয়োজন, প্রস্তুতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয় জানাতে সোমবার শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন ইচ্ছেডানার কর্মকর্তারা। বরাক, দক্ষিণ অসম সহ এই অঞ্চলে চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনা ও বিকাশ, এখানকার শিল্পীদের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি শর্মিষ্ঠা দেব ছাড়াও সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদক ইন্দ্রাণী সাহা, উপ-সভাপতি লিপি সাহা চন্দ, মিডিয়া ইনচার্জ অর্জুন পাল, স্পোর্টস ইনচার্জ অভিজিৎ দেব।

## শিলচরের কংগ্রেস প্রার্থীদের গোপন

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিনের এই গোপন বৈঠকের পর মঙ্গল ও বুধবার পর্যবেক্ষকদের দু'দিনের পর্যালোচনা পর্বে পরিস্থিতি সরগরম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দলের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত, তিন পর্যবেক্ষকের যে সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী আগামীকাল প্রথমদিন মঙ্গলবার পর্যালোচনা করা হবে লক্ষীপুর, ধলাই ও সোনাই আসনের ফলাফল। পরদিন বুধবার পর্যালোচনা করা হবে কাটিগড়া, বড়খলা, উধারবন্দ এবং শিলচর আসনের ফলাফল।

## অরিজিৎ দে-কে মারধরের ঘটনায়

সুপার মানস প্রতীম দাসকে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতার করতে অনুরোধ করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। ঘটনার দীর্ঘদিন পরও পুলিশ কেন মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি সে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। সিসি টিভি ক্যামেরার ফুটেজে সবকিছু দেখার পরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। বলেন, ইতোমধ্যে কিছু মানুষ বিষয়টি আপস নিষ্পত্তি করতে এবং দোষীদের আড়াল করতে চেষ্টা করছেন। তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল স্পষ্ট বলেন বিষয়টি এবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনবেন।

## হাইলাকান্দি বিজেপির সাত পদাধিকারী

মণ্ডল প্রভারি ও এসসি মোর্চার ও লালা মণ্ডলের কার্যকরী সদস্য, সুব্রত পাল জেলা কার্যনির্বাহী সদস্য, অধীর চন্দ জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-প্রভারি, মনোজ দেব কাটলিছড়া মণ্ডলের সহ-সভাপতি এবং মিহির সিংহ কালীনগর মণ্ডলের ওবিসি মোর্চার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। জেলা বিজেপি সভাপতি কল্যাণ গোস্বামীর জারি করা এই নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আদেশ জারির পর থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনও অবস্থাতেই বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না কিংবা দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এই নির্দেশের পর জেলা বিজেপির অন্দরমহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## কুলদেবতার আশীর্বাদ নিতে ডুগরুবস্তির

রাজদীপ গোয়ালা। এরপর পুরোহিতকে নিয়ে বাড়ির পাশেই শিবমন্দিরে গিয়ে শিবঠাকুরের আরাধনা করে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করেন। এরপর নিজেদের পারিবারিক মা কালীর মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে মা কালীর আশীর্বাদ নেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কুলদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন ও বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করার সংস্কৃতি এসব কিছু তাঁদের পরিবারের পরম্পরাগত রীতি রেওয়াজ বলে জানান লালন প্রসাদ গোয়ালা। পিতা প্রয়াত মন্ত্রী দীনেশ প্রসাদ গোয়ালাও সেই রীতি রেওয়াজ পালন করে গেছেন বলে জানান বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। আর সেটাই তিনি পালন করছেন বলে জানান। এরপর স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে বসে কথা বিনিময় করেন। বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা ডুগরুবস্তির মানুষের কাছে খুব প্রিয়জন। তাঁর নম্র আচরণ, মুখে লেগে থাকা হাসি ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁকে ভীষণ ভালবাসেন,তাই তাঁর আসার খবর শুনে গোয়ালা বাড়িতে প্রচুর জনসমাগম হয়। ড্রইং রুমে বসে সবার সঙ্গে কথা বলেন। এরপর সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেন তিনি। এর আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা বলেন, উধারবন্দ কেন্দ্রের সর্বস্তরের নাগরিক যেভাবে তাঁকে প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন, তার জন্য উধারবন্দের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। বিধায়ক নির্বাচিত করে উধারবন্দবাসী যে গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালনে তিনি কোনও ত্রুটি রাখবেন না। মানুষ যে আশা, ভরসা ও প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে নির্বাচিত করেছেন সেটা পূরণের ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান। তাঁর প্রত্যেকটি কাজে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এসব মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও বিজেপি প্রদেশ কমিটির ব্যাপার। এখানে তাঁর বলার কিছু নেই। দলের হাইকমান্ড ও মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিবেন, সেটা তিনি মাথা পেতে নেবেন। কারণ দলের উর্ধ্বে নন তিনি। দল যে দায়িত্ব তাঁর কাঁধে সঁপে দিবেন সেই দায়িত্ব তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করবেন। কারণ, কাজ করার মানসিকতা থাকলে যে কোনও জায়গায় থেকেও কাজ করা যায়। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব কোনও দাবি নেই, বলারও কিছু নেই বলে জানান বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

## সালামতপুরে বাঘের আতঙ্ক

উল্লেখ্য, সালামতপুর কিলবস্তি গ্রামে প্রায় দেড়'শো পরিবারের বসবাস। এই গ্রামের তনুজ বর্মণের একটি গরু নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পর এটির মৃতদেহ জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। এর আগে এই গ্রামের রাজু বর্মণ, দিবাকর বর্মণ ও দিলবিজয় বর্মণের একটি করে গরু নিখোঁজ হয়। এছাড়াও গত কয়েক দিনে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকেও প্রায় সাত-আট'টি গরু নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সকল গরুর মালিকরাই মনে করছিলেন হয়তো গরুগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তনুজ বর্মণের গরু মৃত অবস্থায় পাওয়ার পর বাঘের উপদ্রবের ধারণা বদ্ধমূল হয় গ্রামবাসীদের মনে। তারপরেই কাছাড় বন বিভাগ নড়েচড়ে বসে। লক্ষীপুর বন বিভাগের রেঞ্জার রোয়েল রংফার মনে করেন ছাগলের টোপ ব্যবহার করেই খাঁচায় বন্দি করতে পারবেন বাঘকে। এদিকে, আজ শেষ বিকেলে গ্রাম থেকে একটি বড় পাঠা কিনে জঙ্গলের খাঁচায় টোপ হিসেবে রেখে আসেন গ্রামবাসীরা। এর মূল্য বাবদ ৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করেন লক্ষীপুরের বিজেপি নেতা সঞ্জয়কুমার ঠাকুর। এখন সবাই অপেক্ষায় রয়েছেন বাঘ খাঁচায় বন্দি হয় কিনা।

## রাজ্য পর্যায়ে অংশ নেবে জেলার

করেছে। এবারও বিজয়ীরা জেলার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জেলা কো-অর্ডিনেটর অরূপ রায় জানান, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অনুষ্ঠান সফল করতে কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, শ্রীভূমি ট্রাফিক পুলিশসহ বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মিশন রঞ্জন দাস বলেন, নতুন প্রজন্ম সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চার মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে। শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে অসম সরকারের ইতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শিলাদিত্য দেবের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শকে সামনে রেখে গোটা অসমে বাঙালিসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। এর ফলে যেমন নতুন শিল্পীদের আত্মপ্রকাশ ঘটছে, তেমনি সমাজে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও সুদৃঢ় হচ্ছে। উদ্বোধনী সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রতি রঞ্জন শর্মা, সুলেখা দত্ত চৌধুরী, নন্দ কিশোর বণিক, তাপস কান্তি পুরকায়স্থ, রূপক দে, অসিত দত্ত, অমর কৃষ্ণ সাহা, রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা শেষে বিচারকমণ্ডলী তিনটি বিভাগের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্যের ফলাফল ঘোষণা করেন। রবীন্দ্র নৃত্য 'ক' বিভাগে প্রথম হয়েছে বনস্মিত দেব, দ্বিতীয় হয়েছে বেদত্রী বিশ্বাস ও তৃতীয় মোক্ষিতা দাস। 'খ' বিভাগে প্রথম রূপসা দেব, দ্বিতীয় তনুশ্রী দাস ও তৃতীয় গ্রেতা বসু। 'গ' বিভাগে প্রথম দিয়া দত্ত, দ্বিতীয় গায়ত্রী দত্ত ও তৃতীয় হয়েছে রিমা দেব। রবীন্দ্র সঙ্গীতে 'ক' বিভাগে প্রথম স্বরূপ চন্দ, দ্বিতীয় নিত্যশ্রী নাথ ও তৃতীয় স্থান লাভ করে জয় দাস। 'খ' বিভাগে প্রথম হয়েছে দক্ষায়িনী চক্রবর্তী, দ্বিতীয় নেহা দেবনাথ ও তৃতীয় হয়েছে মাহি ধর। 'গ' বিভাগে প্রথম রাজলক্ষ্মী দাস, দ্বিতীয় অঙ্কিতা পোদ্দার ও তৃতীয় হয়েছে পায়েল রায়। বিজয়ী প্রতিযোগীরা আগামী ১৩ ও ১৪ জুন গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

# শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সেতুবন্ধনের ভূমিকা নেবে বাগান পঞ্চায়েত : রাজদীপ

বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতে স্বীকৃতিপত্র প্রদান করছেন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

**সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১ জুন :** দেওয়ান চা-বাগানে বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৩ মে। নবনির্বাচিত বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিপত্র বিতরণ করা হয়। এই স্বীকৃতিপত্র প্রদান করেন বরাক চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তথা উধারবন্দ কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার চা-শ্রমিক সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই উন্নয়নের ধারাকে আরও সুদৃঢ় করতে বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে রাজদীপ গোয়ালা বলেন, শ্রমিকদের আস্থা, বিশ্বাস ও প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবেই তাদের ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, নিষ্ঠা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমুখী মানসিকতার মাধ্যমে তারা নিজেদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবেন এবং শ্রমিক সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবেন। তিনি আরও বলেন, নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের সক্রিয়, দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেওয়ান চা-বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, চাহিদা ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া দ্রুত বরাক চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে পৌঁছবে। এর ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার কার্যকর, সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত সমাধান নিশ্চিত করা সহজতর হবে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হবে।

বিধায়ক গোয়ালা আরও উল্লেখ করেন, চা-শ্রমিকদের কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংগঠন ভবিষ্যতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানের শেষে নবনির্বাচিত সব বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজদীপ গোয়ালা। পাশাপাশি তাদের সফল নেতৃত্ব, জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং শ্রমিক কল্যাণে নিবেদিত কর্মযাত্রার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন তিনি।

# জমা জলের সমস্যা নিরসন না করে সরকারি জমি জরিপকে ঘিরে ক্ষোভ

## সম্পূর্ণ বেআইনি আখ্যা, ৩ জুন শ্রীভূমিতে গণধরনা কর্মসূচি

**হিল্লোল দত্ত**

**শ্রীভূমি, ১ জুন :** জমা জলের সমস্যা নিরসনে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পরিবর্তে শহরের ব্রজেন্দ্র রোড, এমএমএমসি রোডে সরকারি জমি জবরদখলের নামে যে জরিপ চালানো হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ নিয়মবর্হিভূত এবং বেআইনি বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়। সোমবার বিশিষ্ট নাগরিকদের আহ্বানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সতুবাবু বলেন, ২০২৫ সালে ব্রজেন্দ্র রোডে জমি জরিপ করে সাদা দাগ বসানো হয় এবং এবার জরিপ শেষে লাল দাগ দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যজনক দু'টি জরিপের মধ্যে যেমন আকাশ-পাতাল ফারাক, তেমনই সার্কল অফিসের পুরনো ম্যাপের সঙ্গে নতুন ম্যাপের কোনও মিল নেই। সোমবার শহরের এক বিবাহ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়, এসইউসিআই-র জেলা সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য, আইনজীবী জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, আতিকুর বারি চৌধুরী, মহিলা নেত্রী পূর্ণিমা চৌধুরী, সিপিআই-র জেলা সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী প্রমুখ এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সতু রায় বলেন, জমা জলের সমস্যা নিরসন ও বেহাল জাতীয় সড়ক সংস্কারে গত ২৯ এপ্রিল বিপিনচন্দ্র পাল ভবনে এক নাগরিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ক্রমে আগামী ৩ জুন এক গণধরনা আয়োজিত হবে। স্থানীয় শম্ভুসাগর পার্ক প্রাঙ্গণে ধরনা কর্মসূচি পালিত হবে। অন্যদিকে, ব্রজেন্দ্র রোড, তিলকচান্দ রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমা জলের সমস্যা থেকে স্থানীয়দের পরিত্রাণ প্রদানে নেমে এবার উল্টো পথে হাঁটছে পুরসভা বলে অভিযোগ করেন সতুবাবু। তিনি বলেন, সার্কল অফিসের কর্মীদের দিয়ে সরকারি জমি উচ্ছেদের নামে জরিপের কাজ চলছে। তবে সম্পূর্ণ বেআইনি ও নিয়মবর্হিভূতভাবে জরিপের কাজ চলছে বলে জানান সতু রায়। তিনি বলেন, ব্রজেন্দ্র রোডের প্রবেশপথে অর্থাৎ প্রাক্তন চিত্রবাণী সিনেমা হলের সম্মুখস্থল থেকে দু'পাশে জরিপের নির্দেশ থাকলেও ব্রজেন্দ্র রোডের মধ্যভাগ থেকে যেমন জরিপ হয়েছে, তেমনই পথের মধ্যভাগ থেকে না করে পথের একপাশ থেকে জরিপ হয়েছে। তা-ও আবার শুধু ডানপাশে। তাছাড়া ২০২৫ সালে সার্কল অফিসের তরফে ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় জরিপ করে সাদা দাগ বসানো হয়। এ বছর জরিপ করে দেওয়া হয়েছে লাল দাগ। তবে আশ্চর্যের বিষয়, দু'টি জরিপের মধ্যে কোনও মিল নেই। এমনকী যে পুরনো ম্যাপ দিয়ে এক বছর আগে জরিপের কাজ হয়েছে আজ সেই ম্যাপ বাদ দিয়ে, নতুন ম্যাপ দিয়ে জরিপের কাজ কেন হচ্ছে সে প্রশ্ন তোলেন সতু রায়। তিনি বলেন, সরকারি জমি জবরদখলের নামে বেআইনিভাবে মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াবে এবং পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে। অন্যদিকে, আইনজীবী আতিকুর বারি চৌধুরী বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে নালা তৈরির কাজ হয়েছে তা কোনওভাবেই জল নিষ্কাশনের উপযোগী নয়। নালার গভীরতা যেমন নেই, তেমনই কী কাজ হয়েছে, কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সে-সবের কোনও ফলক পর্যন্ত লাগানো হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশসুপার কার্যালয়ের যে গার্ডওয়াল তৈরি হয়েছে তা সরকারি জমি দখল করে তৈরি হয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন আইনজীবী আতিকুর বারি চৌধুরী। একইভাবে শহরের জল নিষ্কাশনে পুরসভার ব্যর্থতাকে দায়ী করে সিপিআই-র জেলা সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী বলেন, হঠাৎ ডিমারকেশন কেন করা হচ্ছে। ডিমারকেশন করতে হলে পুরো শহরকে ডিমারকেশন করতে হবে। কারণ, শহরের ২৭টি ওয়ার্ডেই জমা জলের সমস্যা। তাছাড়া পুরো শহরের জল কি ব্রজেন্দ্র রোড দিয়ে যাবে, সে প্রশ্ন তোলেন চন্দন চক্রবর্তী। বলেন, জল নিষ্কাশনের পথ বের না করে এবার প্রতিহিংসা মেটাতেই ব্রজেন্দ্র রোড, এমএমএমসি রোড-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাকে টার্গেট করা হচ্ছে। তাছাড়া মাস্টার ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার পুরসভার পদক্ষেপ হাস্যকর বলেও মন্তব্য করেন সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, নিয়মিত মাস্টার ড্রেন-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের ড্রেন পরিচ্ছন্ন করা হলে এবং ড্রেনের গভীরতা বৃদ্ধি হলে জমা জলের সমস্যা থেকেই শহরবাসী অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করতেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সতু রায়,পূর্ণিমা চৌধুরী, অরুণাংশু ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। সোমবার শ্রীভূমিতে।

# জানকীবাজার থেকে কাটাখাল সংযোগী সড়ক বেহাল, ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের

## সংস্কারে পদক্ষেপ নেই, বছরের পর বছর ভোগান্তি

**সাহাব উদ্দিন লস্কর**

**আলগাপুর, ১ জুন :** হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জানকীবাজার থেকে কাটাখাল সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির বেহাল অবস্থা। এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন হাজারো মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বক্রিহাওর এলাকা-সহ অনুকূলনগর কলোনি, রায়পাড়া এবং আশপাশের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য এই সড়কের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাস্তার বর্তমান অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, বর্ষাকালে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী পড়ুয়ারা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সাইকেল নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। এলাকাটি বন্যাপ্রবণ হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন হয়ে যায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতও কঠিন হয়ে পড়ে।

স্থানীয়দের মতে, শুধু সংস্কার নয়, ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে সড়কটি উঁচু করে পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এতে বন্যার সময় মানুষ ও গবাদিপশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ তৈরি হবে। এদিকে, রাস্তার দু'পাশে থাকা খাস জমি অবৈধভাবে দখল করার অভিযোগও উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, কিছু ব্যক্তি বাঁশের বেড়া ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করে রাস্তার পাশের জায়গা দখল করে রেখেছেন। এর ফলে রাস্তার প্রস্থ কমে গিয়ে যানবাহন চলাচলে চরম অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক স্থানে দু'টি গাড়ি একসঙ্গে পারাপার করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, সাইডবাম দখল এবং রাস্তার সংকীর্ণতার কারণে যে কোনও সময় বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে রাতের বেলা ও বর্ষাকালে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে অবৈধ দখল উচ্ছেদ, রাস্তার সংস্কার এবং উঁচু করার দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তারা হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় এক দশক ধরে রাস্তার এই দুরবস্থা চললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ফলে বছরের পর বছর ধরে চরমভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

জানকীবাজার থেকে কাটাখাল সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির বর্তমান বীভৎস অবস্থা।

# জেলা কংগ্রেসে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত, আশুক উদ্দিনের সাসপেনশন প্রত্যাহার

**সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ১ জুন :** অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি) করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) আশুক উদ্দিনের বিরুদ্ধে জারি করা সাসপেনশন প্রত্যাহার করেছে। ৩০ মে এপিসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রমন্না বরুয়ার স্বাক্ষরিত এক নির্দেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। জারি করা আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, এপিসিসি সভাপতি গৌরব গগৈর নির্দেশে আশুক উদ্দিনের বিরুদ্ধে আগে জারি করা সাসপেনশন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে তিনি পুনরায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আশুক উদ্দিন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে জেলার কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এদিকে, এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে বলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

# খোরিরোল সন্দোকলুপের পুরস্কার পাচ্ছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নির্মলা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** মণিপুরের 'ড. সোইবমকুমার স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' (সংস্কৃতি, সমালোচনা ও লোকসাহিত্য বিভাগ) পাচ্ছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মণিপুরি বিভাগের অধ্যাপিকা আরকে নির্মলাসানা। তাঁর লেখা 'মতমগী মণিপুরি ওয়ারেং' গ্রন্থের জন্য এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। খোরিরোল সন্দোকলুপের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ৮ জুন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে এই সাহিত্য ও সম্মাননা পুরস্কার। নির্মলাসানা সোনাই চান্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। আরকে রাধামোহন সানা ও হেয়াই সিজার সন্তান। তিনি ইতোমধ্যে আরও চারটি বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মণিপুরি বিভাগের সহকর্মী ও সোনাই তথা বরাকবাসী গর্বিত। অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়া খোরিরোল সন্দোকলুপের সাহিত্য পুরস্কার আরও পাঁচজনকে দেওয়া হচ্ছে। 'থোকচোম অমুবা শাস্ত্রী স্মৃতি খোরিরোল পুরস্কার' (৪৫ বছরের নীচের লেখকদের জন্য) প্রদান করা হবে মেইরাংথেম দীনকান্তকে। তাঁর গ্রন্থ 'ওয়াহং অমসুং কুরাক' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। 'ইবোতোম্বা সাহিত্য সেবক পুরস্কার' পাচ্ছেন তেকচম রামেশ্বর। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে এই সাহিত্যসেবী দীর্ঘদিন ধরে খোরিরোলের সাহিত্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন তিনি। 'তেকচম কামিনি, কুশ ও লোইদাং স্মৃতি খোরিরোল পুরস্কার' পাচ্ছেন খাঙেম্বম সনাহনবি। তাঁর 'মহৌশা' গ্রন্থটি এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। 'মোইরাংথেম কুঞ্জমণি স্মৃতি খোরিরোল পুরস্কার' প্রদান করা হবে ড. নয়নসানা রাজকুমারীকে। তাঁর রচনা 'লোম্বোস্তবগী লোন' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। 'নারেংবম ইবোতোম্বী স্মৃতি খোরিরোল পুরস্কার' পাচ্ছেন বসন্ত চোংথাম। তাঁর 'থবায় পাল্লিবা মিতম' গ্রন্থটি এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

# শিবেরগুলে চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুলের বর্ণাঢ্য বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

**এসএম জাহির আব্বাস**

**কটামণি, ১ জুন :** প্রতিটি শিশুর হাতে লুকিয়ে থাকে এক-একটি রঙিন স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে ডানা মেলতে সাহায্য করে শিল্পচর্চা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিএফএসি, দিল্লি অনুমোদিত শ্রীভূমি জেলার বাজারিছড়ার চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুলের উদ্যোগে রবিবার শিবেরগুল স্কুলে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাতীয় স্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ১২০ জন খুদে শিল্পীকে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা শিশুদের শিল্পচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানান। এতে শিল্প ও সৃজনশীলতার বিকাশে আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাজারিছড়ার চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুল।

এদিন অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্কুল প্রাঙ্গণ শিল্প, সৃজনশীলতা এবং প্রতিভার এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়। খুদে শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান এবং শিল্পকলার প্রতি তাদের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক,শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অতিথিরা। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। উপস্থিত অতিথিদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করে বরণ করে নেন আয়োজকরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল আর্ট অলিম্পিয়াড-২০২৫'র জাতীয় স্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান। চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুলের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী খুদে চিত্রশিল্পীদের তাদের অসাধারণ সৃজনশীলতার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত 'পরিবেশ বিষয়ক অঙ্কন প্রতিযোগিতা'র বিজয়ীদেরও সম্মানিত করা হয়। মোট ১২০ জন শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার, পদক এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ শিল্পচর্চায় নতুন অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করেন উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিএফএসি-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরেশচন্দ্র নাথ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অঙ্কন শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী রায়, শিক্ষক সুজয় পাল, দীপক শুক্লবৈদ্য, আল্পনা সিন্‌হা, পবন শর্মা, অম্বিকা বৈদ্য-সহ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ ও জাতি গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিশুদের মানসিক বিকাশ, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে চিত্রকলার ভূমিকা অপরিসীম। অঙ্কনের মাধ্যমে শিশুরা যেমন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে, তেমনই তাদের আত্মবিশ্বাস ও নান্দনিক বোধও বিকশিত হয়। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে এধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দেবনাথ উপস্থিত অতিথি, অভিভাবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, শিল্প মানুষের মননশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকের এই খুদে শিল্পীরাই আগামী দিনের গর্ব। সবার সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতে শিল্পকলার আরও ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীল কর্মদক্ষতার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিশু-কিশোরদের শিল্পচর্চায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও বৃহত্তর পরিসরে শিল্প শিক্ষার প্রসারে কাজ করা হবে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আর্ট স্কুলের অঙ্কন শিক্ষিকা বর্ণা দেব এবং তাঁর সহকর্মীরা। সহযোগিতায় ছিলেন শিবা দাস, জ্যোতিষ্মান দাস, জয় দাস, প্রসন্ন আচার্য, অনীক দাস, নিপেশ নাথ-সহ আরও অনেকে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, অভিভাবকদের আনন্দ এবং অতিথিদের উৎসাহব্যঞ্জক উপস্থিতি পুরো পরিবেশকে এক আনন্দঘন আবহে পরিণত করে। পুরস্কারপ্রাপ্ত খুদে শিল্পীদের মুখে ছিল সাফল্যের হাসি আর অভিভাবকদের চোখে ছিল গর্ব ও প্রত্যাশার ঝলক। সবমিলিয়ে চিত্র উজ্জ্বল আর্ট স্কুলের এই আয়োজন শুধু একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয় বরং শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থিত সবার মনে গভীর ছাপ রেখে যায়।

অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত খুদে শিল্পীরা। রবিবার শিবেরগুল স্কুলে।

# পূর্ব হরিনগরে রথযাত্রা মহোৎসবের জোর প্রস্তুতি, গঠিত পরিচালন কমিটি

**সুপ্রিয় পাল**

**দুল্লভছড়া, ১ জুন :** অন্যান্য বছরের মতো এবারও রথের ষষ্ঠ দিবস ২১ জুলাই উত্তর সিংলা রথ সমারোহ মহোৎসব পালনের প্রস্তুতি চলছে। রবিবার আনিপুরের উত্তর সিংলার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় অনিল সিংহকে সভাপতি ও নিতু সিংহকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। আগামী ২১ জুলাই বিকেল তিনটায় বিদ্যানগর, আনিপুর, রামকৃষ্ণনগর সড়ক সংলগ্ন স্থান থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে জাতীয় সড়ক হয়ে পূর্ব হরিনগর শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর কলাক্ষেত্রে এসে শেষ হবে। সমবেত শ্রীশ্রী জগন্নাথ আরতি দশাবতার গান-নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। এ বছর আনিপুর সিংলা নদীর সেতুটি ভেঙে যাওয়ার জন্য পাঁচটি রথ অনুপস্থিত থাকার সম্ভাবনায় সভায় দুঃখপ্রকাশ করা হয়। এই মহোৎসবে যোগদান করে জগন্নাথ প্রভুর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য সবার প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভাব বিনিময়, প্রীতিলতার বন্ধন ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আয়োজিত এই রথযাত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একে সফল করে তোলার জন্য সবার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছে নবগঠিত কমিটি। সভায় রথ কমিটির প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত দ্বিজ শর্মা ও রাধামাধব আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত চন্দ্রকান্ত সিংহের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালনের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

রথ সমারোহ মহোৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত সভায় উপস্থিতির একাংশ।

## রোজগার.com

# সেল দুর্গাপুরে বিভিন্ন ট্রেডে শুধু ইন্টারভিউর মাধ্যমে চাকরির সুযোগ

স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া দুর্গাপুরে বিভিন্ন ট্রেডে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ হবে। কর্মীদের প্রতিমাসে মোটা বেতন ও থাকা-খাওয়া সুবিধাও দেওয়া হবে। আপনি যদি এই চাকরিতে আগ্রহী হন, তবে যোগ্যতা, বয়সসীমা, বেতন এবং আবেদন পদ্ধতি দেখে নিন।

**শূন্যপদের বিবরণ**

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান্ট এবং বিভাগের জন্য শূন্যপদ রয়েছে :

• প্রজেক্টস ডিভিশন : এই বিভাগে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নিয়োগ করা হবে। প্রজেক্টস-কোর গ্রুপ, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট সেফটি, সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইনের মতো উপ-বিভাগে ইয়ং প্রফেশনাল নেওয়া হবে।

• ওয়ার্কস ডিভিশন : নেটওয়ার্কিং ও সাইবার সিকিউরিটি, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হাইড্রোলিক্স, ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার এবং স্যাপ (SAP) টেকনিক্যাল বিভাগে কর্মী নেওয়া হবে।

• মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট : মেটেরিয়াল ইন্সপেকশন (ইমার্জিং টেকনোলজিস) বিভাগে YP-1 এবং YP-2 গ্রেডে নিয়োগ করা হবে।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা**

আবেদনকারী প্রার্থীদের অবশ্যই কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট স্ট্রিমে নিয়মিত/ফুল-টাইম B.E. / B.Tech ডিগ্রি পাস হতে হবে।

কাজের অভিজ্ঞতা

গ্রেড অনুযায়ী কাজের অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :

• Young Professional – 1 (YP-1): সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ বছরের পোস্ট-কোয়ালিফিকেশন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

• Young Professional – 2 (YP-2) : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ বছরের পোস্ট-কোয়ালিফিকেশন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

• Young Professional – 3 (YP-3) : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ বছরের পোস্ট-কোয়ালিফিকেশন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

**বয়সসীমা**

সমস্ত পদের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম বয়স হতে হবে ২৩ বছর। তবে গ্রেড বিশেষে সর্বোচ্চ বয়সসীমা আলাদা আলাদা,

• Young Professional – 1 (YP-1) : সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর।

• Young Professional – 2 (YP-2) : সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৮ বছর।

• Young Professional – 3 (YP-3) : সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪২ বছর।

**বেতন**

প্রতিটি গ্রেডের জন্য বেতনের স্কেল আলাদা আলাদা।

• YP-1 : প্রতি মাসে ৭০,০০০ টাকা।

• YP-2 : প্রতি মাসে ১,০০,০০০ টাকা।

• YP-3 : প্রতি মাসে ১,৪০,০০০ টাকা। এছাড়াও প্রতি বছর কাজের ওপর ভিত্তি করে ৪, ৭ এবং ১০ শতাংশ হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ থাকবে। সঙ্গে থাকা খাওয়া, মেডিক্যাল ভাতা, ট্রাভেলিং অ্যালাওয়েন্স ইত্যাদি মিলবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের জন্য,

• প্রথমে (AIL-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.sail.co.in-এ যান।

• Careers সেকশনে ক্লিক করুন।

• নতুন আবেদনকারী হলে প্রথমে One-Time Registration (OTR) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

• এরপর আপনার রেজিস্টার্ড ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করুন।

• আবেদনপত্রে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত তথ্য সঠিক ভাবে পূরণ করুন।

• নীচের প্রয়োজনীয় নথিপত্র গুলি আপলোড করুন।

• সমস্ত তথ্য যাচাই করে Confirm করুন।

• আবেদন ফি জমা দিন। তাহলেই অ্যাপ্লিকেশন সফল হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

• বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের এডমিট।

• ইঞ্জিনিয়ারিং পাসের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট।

• যে কোনও ফটো আইডেন্টিটি প্রুভ যেমন আধার কার্ড/ ভোটার কার্ড/ পাসপোর্ট / প্যান কার্ড ইত্যাদি।

• ঠিকানার যে কোনও প্রমাণ যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স/ ভোটার কার্ড/ আধার কার্ড।

• কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণ যদি থাকে।

• বর্তমানে কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে সেখানকার এমপ্লয়ারের দেওয়া মারফত একটি NOC।

**আবেদন ফি**

SAIL-এর এই চাকরিতে আবেদনের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে ৫০০ টাকা করে আবেদন ফি দিতে হবে।

**নির্বাচন প্রক্রিয়া**

প্রথমে আবেদনকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে শর্টলিস্ট করা হবে। তারপর সরাসরি ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। যদি কোনও পদের জন্য শূন্যপদের তুলনায় ৫ গুণের বেশি আবেদন জমা পড়ে, তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT) / অ্যাপটিটিউড টেস্ট / সাইকোমেট্রিক টেস্ট নেওয়া হতে পারে। চূড়ান্ত মেরিট লিস্ট তৈরির ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ নম্বর CBT থেকে এবং ২০ শতাংশ ইন্টারভিউয়ের থেকে নেওয়া হবে।

**গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ**

• অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে : ২২ মে, ২০২৬।

• অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ : ০৬ জুন, ২০২৬।

# উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডিমা হাসাওয়ে

**বিপ্লব দেব**

**হাফলং, ১ জুন :** ডিমা হাসাও জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয়ে মুখ্য কার্যবাহী সদস্যের সভাকক্ষে সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, বিধায়ক রূপালি লাংথাসা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মনজয় লাংথাসা। এছাড়াও লোক নির্মাণ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদাররা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন স্থানে চলমান সড়ক, সেতু এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার পাশাপাশি গুণগত মান বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা এবং বিধায়ক রূপালি লাংথাসা। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়মিতভাবে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বৈঠকে মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা সহ অন্যান্যরা।

মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা বলেন, জনস্বার্থে গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর সফল ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে জেলার মানুষ দ্রুত উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারেন। বৈঠকে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হলেও নির্ধারিত সময়সীমা মেনে প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

# কোকরাঝাড়ে সুর ভারতীর উদ্যোগে মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

**সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ১ জুন :** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কোকরাঝাড়ে সুর ভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় কোকরাঝাড় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের ব্যাপক সমাগম ঘটে। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সুর ভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শিখা ব্যানার্জি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন ধনকুমার দাস, ঋতুপর্ণা সুর ও দেবপ্রিয় ঘোষ। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন চম্পা সেন। এছাড়া রবীন্দ্র কবিতা ও নৃত্য পরিবেশন করেন রিধিশা চৌধুরী, ঈকশিতা দেবনাথ ও পিয়ালী রায়। সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাগরিকা' কবিতার অবলম্বনে নির্মিত নৃত্যনাট্য 'সাগর কন্যা'। শিখা ব্যানার্জির পরিচালনায় এবং জ্যোতিপ্রকাশ ব্যানার্জির (সোনা ব্যানার্জি) রচিত চিত্রনাট্যে মঞ্চস্থ এই নৃত্যনাট্যে ভাষ্য পাঠ করেন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ দে। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মিতালি দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশনায় সহযোগিতা করেন চৈতালি ভট্টাচার্য দাস, পিঙ্কি দে, ঋতুপর্ণা সুর, সুবীর বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দে ও আলোক সেনগুপ্ত। তবলায় সঙ্গত করেন সুকৃতি সূত্রধর ও সৌরভ পুরকায়স্থ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোকরাঝাড়ের কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার জিতেনকুমার দাস, কোকরাঝাড় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রবীন্দ্র মাহাত, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপ-সভাপতি সঞ্জয় দে, কোকরাঝাড় শাখার সভানেত্রী উল্কা মণ্ডল বাড়ৈ এবং সম্পাদক জয়ন্তকুমার দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উমা বসুমাতারি, কাননবালা বসুমাতারি, সাংবাদিক মোনালিসা শর্মা, সন্দীপ দত্ত, রঞ্জিত সূর, চিরঞ্জিত দাস, মিহির মোদক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসে নগাঁওয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, শপথ গ্রহণ

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১ জুন :** বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে নগাঁও জেলা প্রশাসন ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষের উদ্যোগে এবং জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় শনিবার নগাঁওয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির সূচনা করেন জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, তামাক সমাজের জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। গুটখা সেবনের মাধ্যমে শুরু হয়ে অনেকেই ধীরে ধীরে সিগারেট, গাঁজা এবং পরবর্তীতে মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাই তামাকের ব্যবহার রোধে তিনি সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে তামাকজাত দ্রব্য থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি অন্যদেরও শান্তিপূর্ণভাবে সচেতন করার শপথ পাঠ করান জেলা কমিশনার। পরে তিনি নিজেও নগাঁও শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করা সচেতনতা র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। এরপর নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব জগৎ দাস, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ স্মিতাক্ষী ফুকন, নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি বরুয়া, তেজপুর ক্যান্সার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ ডিজে বরা এবং জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক বিকাশ শর্মা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। ডাঃ স্মিতাক্ষী ফুকন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। অন্যদিকে ডাঃ ডিজে বরা পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ক্যান্সার রোগের কারণ, ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করেন। শেষে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত স্কুল শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

## সর্বাধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত জেলার তালিকায় তৃতীয় স্থান নগাঁওর

# সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কড়া অভিযান নগাঁওয়ে একদিনেই বাজেয়াপ্ত বহু যানবাহন

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১ জুন :** ক্রমবর্ধমান পথদুর্ঘটনা রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নগাঁও জেলা প্রশাসন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নগাঁও পুলিশ ও জেলা পরিবহন বিভাগের সহযোগিতায় শনিবার থেকে অবৈধ ও ভুল পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। অভিযানের প্রথম দিনেই অবৈধভাবে পার্কিং করা ১২টি যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নগাঁওয়ের জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা জানান, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, অসমে সর্বাধিক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া জেলার তালিকায় নগাঁওয়ের অবস্থান তৃতীয়। গত মাসে জেলায় ৩৫টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় সড়ক ও ধাবার সামনে ট্রাক সহ কোনও যানবাহন পার্কিং করা যাবে না। জরুরি পরিস্থিতিতে গাড়ি থামাতে হলে গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে এবং সেখানে চালক বা অন্য কোনও ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ট্রাকচালক এই নিয়ম মানেন না বলেই দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জেলা কমিশনার দুই-চাকার যানবাহনের চালক ও আরোহীদের বাধ্যতামূলকভাবে হেলমেট পরার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে নগাঁও শহরে অবৈধ ও ডাবল পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কবার্তা দেন। তিনি জানান, নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে 'ক্লাম্পিং' ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। তিনি আরও বলেন, অকাল প্রাণহানি রোধে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও পরিবহন বিভাগ এখন থেকে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। অবৈধ পার্কিং, জাতীয় সড়কে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা এবং হেলমেটবিহীন যাতায়াতের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া শহরের ভাড়াবাড়ি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে জেলা কমিশনার জানান, বাড়ির মালিকদের ভাড়াটিয়াদের সমস্ত তথ্য স্থানীয় থানায় জমা দিতে হবে। পুলিশের অনুমোদনের পরেই ভাড়াটিয়াদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে শীঘ্রই একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলেও তিনি জানান।

## লংকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব সম্পন্ন

**সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ১ জুন :** রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অসম ভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতার লংকা শহরের বাছাই পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০ ও ৩১ মে দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান লংকার ঐতিহ্যবাহী নবজ্যোতি নাট্য সংসদ ও ভ্রাতৃ সংঘের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই পর্বে ১৫০ জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগ থেকে প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে মোট নয়জন প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করা হয়। একইভাবে রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগ থেকেও প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে মোট নয়জন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বের জন্য মনোনীত হন। এর ফলে সঙ্গীত ও নৃত্য মিলিয়ে মোট ১৮ জন প্রতিযোগী আগামী ১২ জুন গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন দীপক শীল। পরিচালন কমিটিতে ছিলেন নারায়ণ ঘোষ, তপ্পা পাল, শংকর ঘোষ ও নকুল ঘোষ সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। দুই দিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক আয়োজনে রবীন্দ্রপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

# বিশ্ব দুগ্ধ দিবসে ত্রিপুরায় শুরু রোগ প্রতিরোধক বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচি

**আগরতলা, ১ জুন :** বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষে সোমবার সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও শুরু হয়েছে পশুদের ফুড অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ (এফএমডি) প্রতিরোধক টিকাকরণ কর্মসূচি। রাজ্যের প্রধান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দীঘালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রতি বছর ১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। 'সাদা বিপ্লব'-র জনক ড. ভার্গিস কুরিয়েনের অবদানকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে দুগ্ধ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিই এই দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পশুসম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির মাধ্যমে গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে এবং রাজ্য সরকার ব্যাপক ভর্তুকির মাধ্যমে এই পরিষেবা পশুপালকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এর ফলে উন্নত জাতের গবাদি পশু তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দুধ উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ফুড অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ গবাদি পশুর একটি সংক্রামক রোগ, যা পশুর উৎপাদনশীলতা এবং স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এই রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত টিকাকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সারা দেশে এদিন থেকে অষ্টম পর্যায়ের এফএমডি টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ত্রিপুরাতেও ব্যাপক আকারে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে যাতে রাজ্যের গবাদি পশুগুলিকে রোগমুক্ত রাখা যায়। তিনি জানান, রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পশুপালকদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আগামী দিনে রাজ্যের দুধের চাহিদা পূরণে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি, আলোচনা সভা এবং টিকাকরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের আধিকারিক, পশু চিকিৎসক, জনপ্রতিনিধি এবং পশুপালকরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কর্মকর্তাদের মতে, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# নগাঁওজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত মাধবদেবের আবির্ভাব তিথি

**সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১ জুন :** অসমের বৈষ্ণব ধর্ম ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্যতম মহাস্থপতি মহাপুরুষ শ্রীশ্রী মাধবদেবের ৫৩৮তম আবির্ভাব তিথি রবিবার সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি নগাঁও জেলাজুড়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় উৎসাহের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। তিথি উপলক্ষে ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন সত্র ও নামঘরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সহ সর্বস্তরের মানুষ নামঘর ও সত্রে উপস্থিত হয়ে এক উৎসবমুখর ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করেন। খোল, তাল, নেগেরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনির সঙ্গে নাম-প্রসঙ্গ, কীর্তন ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান পুরো এলাকাকে মুখরিত করে তোলে।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পবিত্র জন্মভূমি শ্রীশ্রী বটদ্রবা থানেও দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচির মাধ্যমে মাধবদেবের আবির্ভাব তিথি পালন করা হয়। এছাড়া শিলঘাটের চামধরা গাঁত, ডেকাখেল নামঘর সহ জেলার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ নাম-প্রসঙ্গ, ধর্মীয় আলোচনা ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলিয়াবর, সামাগুড়ি, পুরণিগুদাম, চাপানালা, কামপুর, কঠিয়াতলি, রহা, বেবেজীয়া, হাতীচং, রাইদঙীয়া, রূপহী, জুরীয়া এবং নগাঁও শহরের বিভিন্ন নামঘর ও সত্রেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ফলে সমগ্র নগাঁও জেলাজুড়ে এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

# ভাষা শহিদদের স্মরণে হাইলাকান্দিতে বরাকবঙ্গের আবেগঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১ জুন :** একষট্টির ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের হাইলাকান্দি শহর আঞ্চলিক সমিতি এবং হাইলাকান্দি পুরসভার যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শহিদ দিবসে বিশাল শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়।

স্থানীয় ভাষা শহিদ স্মারক প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্য পরিচালনা করেন সোমদত্তা চৌধুরী। পরে সুনন্দা ভট্টাচার্য দু'টি একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৃত্যাঞ্জলি অ্যাকাডেমির শিল্পীরা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত নৃত্যালেখ্য 'অমর উনিশ' পরিবেশন করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা মধুমিতা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পরিবেশিত এই নৃত্যালেখ্যে ভাষা, স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের চেতনাকে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে গীতায়ন সঙ্গীত বিদ্যালয়, লক্ষ্মী ড্যান্স অ্যাকাডেমি, শঙ্খচিল, হাইলাকান্দি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং স্টেপ আপ ড্যান্স অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পাশাপাশি আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। হাইলাকান্দিতে।

সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন শিলচরের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী বিধায়ক ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর পুত্র বিভাবসু ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী গান 'আমি বাংলায় গান গাই' পরিবেশন করেন। এছাড়াও একাধিক জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন তিনি। যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন পরিমল দাস, বিশ্বরূপ শর্মা এবং বিভাবসু ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন শহর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি পুরবী মিশ্র দেবনাথ। শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন জেলা কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক শঙ্কর চৌধুরী।

# আলোর পিপাসা আর ভালবাসার সুরে শেষ হলো কৃষ্ণচূড়া উৎসব

## বরাকনন্দিনীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

দিনভর সাহিত্যচর্চা, বই প্রকাশ, আলোচনা ও ভাববিনিময়ের পর যখন সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে নেমে আসছিল গান্ধীভবনের প্রাঙ্গণে, তখন যেন কৃষ্ণচূড়া উৎসব তার আরেকটি রূপে উন্মোচিত হলো। শব্দ থেকে সুরে, আলোচনা থেকে আবেগে, সাহিত্য থেকে সংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ করল বরাকনন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের ষষ্ঠবিংশতি কৃষ্ণচূড়া উৎসবের সান্ধ্য পর্ব। মঞ্চে উঠে অনুষ্ঠানের সূচনাতেই সঞ্চালিকা লুৎফা আরা চৌধুরী যে কথাগুলো বললেন, সেগুলোই যেন গোটা সন্ধ্যার দর্শন হয়ে উঠেছিল। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, সংস্কৃতি মানেই প্রগতি। সংস্কৃতি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, নতুন পথের দিশা দেখায়, অন্ধকারের মধ্যে আলোর স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। তিনি বলেন, বরাকনন্দিনী মূলত একটি সাহিত্য সংগঠন হলেও, সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিসরেও ঐক্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে ছিল নির্মল আনন্দে ভরে ওঠা এক মানবিক সমাজের স্বপ্ন।

### নৃত্যগীত ও কবিতায় মিলনের বার্তা

সন্ধ্যার প্রথম নিবেদন ছিল 'কবিপক্ষে কবিপ্রণাম'। প্রতিবছরই কৃষ্ণচূড়া উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যকে স্মরণ করা হয়। এ বছর সেই পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি বিশেষ উপলক্ষ। পল্লীকবি জসীম উদ্দিনের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী। তাই চার কবিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সাজানো হয় সঙ্গীতের এক অনন্য পর্ব।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বরাকনন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের শিল্পী দেবরীতা দে। নজরুলগীতি শোনান দূর্বা দেব। সুকান্তকে স্মরণ করে গান পরিবেশন করেন তাপসী দত্ত। আর পল্লীকবি জসীম উদ্দিনের গান নিয়ে মঞ্চে আসেন অতিথি শিল্পী দেবপ্রিয় নাগ। পরপর দু'টি গান গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে নেন শিল্পী। চার কবির চার ভুবন যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে এই নিবেদনে। এরপর মঞ্চস্থ হয় নৃত্যগীতি আলেখ্য 'অমর উনিশে মে'। বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও আত্মত্যাগের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই পরিবেশনা দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। সঙ্গীতে অংশ নেন বরাকনন্দিনীর তাপসী দত্ত, দেবরীতা দে, সুমিতা দেব, হাসনা আরা শেলী, শাশ্বতী ভট্টাচার্য, শাশ্বতী চৌধুরী, জয়ন্তী দত্ত, পান্না চক্রবর্তী, শিল্পী ভট্টাচার্য এবং সুমিত্রা চৌধুরী। কবিতা পাঠে ছিলেন সুমিতা দেব, শ্যামলী কর ও শিপ্রা দে। নৃত্যে অংশ নেন পদ্মজা সিন্‌হা, অতিথি শিল্পী মাহি তথা পূজা সূত্রধর, শতরূপা দত্ত এবং ফাল্গুনী অধিকারী। তবলায় সঙ্গত করেন বিশ্বজিৎ দেব। কি-বোর্ডে ছিলেন নিরুপম বড়ভূইয়া এবং অক্টোপ্যাডে তুষারকান্তি দে। ভাষ্যপাঠ করেন সুমিতা ঘোষ দেব। সমগ্র আলেখ্যের গ্রন্থনা করেন লুৎফা আরা চৌধুরী। সন্ধ্যার শেষ নিবেদন ছিল শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের নির্বাচিত অংশ। সুর, নৃত্য, অভিনয় ও মঞ্চ উপস্থাপনার সমন্বয়ে পরিবেশনাটি দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনেকেই অনুষ্ঠান শেষে মন্তব্য করেন, দিনভর সাহিত্য উৎসবের এমন শিল্পসমৃদ্ধ সমাপ্তি দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

সমাপ্তি লগ্নে আবারও মাইক্রোফোন হাতে নেন লুৎফা আরা চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভাষণেও তিনি যেন উৎসবের মূল সুরটিকেই তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'আলোর পিপাসা আর ভালবাসা নিয়ে আমরা আবার মিলিত হব কৃষ্ণচূড়া উৎসবে। প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে আলোকোজ্জ্বল নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়েই আমাদের পথচলা।' আরও বলেন, অতীতের মতো আগামী দিনেও সবার সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কাম্য। সৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছন্দকে সঙ্গে নিয়ে সব বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও হতাশার মধ্যেও মানুষে মানুষে মিলনের সেতু গড়ে তোলাই বরাকনন্দিনীর লক্ষ্য। গত ২৪ মে, রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বরাকনন্দিনীর কৃষ্ণচূড়া উৎসব। সেদিন গান্ধীভবনের মঞ্চে শুধু গান, কবিতা বা নৃত্যের আয়োজন হয়নি। সেখানে উচ্চারিত হয়েছিল এক সামাজিক অঙ্গীকারও। সাহিত্য ও সংস্কৃতির হাত ধরে আরও মানবিক, আরও আলোকিত সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের রঙে রাঙিয়েই কৃষ্ণচূড়ার আরেকটি উৎসব স্মৃতির ভাঁজে জায়গা করে নিল।

—সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

## বদ্ধতা ও যুক্তির দ্বান্দ্বিক প্রয়োজনা

# ভাবীকালের 'বন্ধ দুয়ার খোলো'

বঙ্গভবনে গত ২৩ মে (শনিবার) এ মাসের নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হলো ভাবীকাল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত 'বন্ধ দুয়ার খোলো'। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক 'অবলম্বনে' এই নাটকটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানানো হয় ঘোষণায়। দর্শকের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে ঘোষক শুরুতেই জানালেন, এটি পরীক্ষামূলক নাটক, এতে কিছু বিষয় এসেছে সমকাল ছুঁয়ে এবং দর্শককে মুক্ত মনে নাটকটি গ্রহণ করবার আহ্বান জানানো হলো। দর্শকের সামনে বাহ্যত রবি ঠাকুরের 'অচলায়তন' পরিবেশিত হলেও এতে উঠে এল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'আজাদি'র স্লোগান, নাগরিকত্বের তর্ক আর 'বিজাতীয়'-দের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে তোলা কিংবা 'জাতি-মাটি-ভেটি' রক্ষায় বুলডোজার চালানোর রাষ্ট্রীয় আয়োজনের প্রসঙ্গসমূহ।

অচলায়তনের ছাত্র সুভদ্র খুলেছিল উত্তরের জানালা, যে জানালা ৩৪৫ বছর কেউ খোলেনি। 'বন্ধ দুয়ার খোলো' এটাকে করে দিয়েছে পশ্চিমের দরজা, যে দরজা দিয়ে যুক্তির হাওয়া আর বৈজ্ঞানিক মানসতা এসে পৌঁছেছে 'অচলায়তনে'। এই নতুন হাওয়াকে বরণ করেছেন আয়তনের আচার্য, আর বিদ্যার্থী পঞ্চক। জানালা খুলে পাপ করেছে একথা বিশ্বাস করে সুভদ্র, অথচ পঞ্চক যেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হয়ে জানায় 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার/ সেথা হতে সবে আনে উপহার'। রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা যেমন আয়তনের উপাচার্য-উপাধ্যায় কিংবা মহাপঞ্চকেরা এই যুক্তিবিচারের পথকে গ্রহণ করতে পারেন না, তারা সুভদ্রকে মহাতামস ব্রত করাতে চান। বাইরের আলো দেখে ফেলেছে বলেই সুভদ্রের স্থান হবে সেখানে, যেখানে কোনও আলোক প্রবেশ করবে না। অন্যদিকে, পঞ্চক আর আচার্য সুভদ্রকে রক্ষা করতে চান। আচার্য অভ্যাসের অন্ধ আনুগত্যে মূল নাটকে সংশয়ী, এখানে প্রথম থেকেই তিনি আয়তনের নিয়মভাঙা শক্তির প্রশ্রয়দাতা। আচার্য আর পঞ্চক মিলে যে শক্তি রবীন্দ্রনাথের মূল নাটকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এই নাটকেও তেমনটি ঘটেছে। পঞ্চক নবগ্রহের তালিকায় ইউরেনাসের নাম আনলে তার কথাগুলো স্পর্ধা বলে বিবেচনা করে অন্য ছাত্ররা, যারা বিচারহীন আনুগত্যের প্রতীক। আচার্য চরিত্রটি আজকের দিনের লব্জ 'ইন্ডিয়ান নোলেজ সিস্টেম'-র অহেতুক গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'জ্ঞানের আবার দেশবিদেশ কী' এই প্রশ্ন তোলে।

এভাবেই মূল নাটকের ঘটনা মোটামুটি অবিকৃত রেখে সমকালকে ছুঁয়ে গেছে নাটক। সংশয় থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রক্রিয়াটি মূল নাটকে ধীরলয়ে এসেছে, তবে শান্তনু পালের বিন্যাসে আচার্য প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিপক্ষ। ফলে দ্বন্দ্বের আবহটি তীক্ষ্ণ হয়েছে দ্রুত, একেবারে প্রথম দৃশ্যেই। ফলে দ্বন্দ্বের পরিণাম হিসেবে অচলায়তন ভেঙে ফেলার ব্যাপারটি খুব দ্রুততার সঙ্গেই নাটকে চলে এসেছে। একটু বেশিই দ্রুত, দর্শককে আয়তন ভাঙার যৌক্তিকতায় আর একটু ধীরলয়ে নিয়ে গেলে আয়তন ভাঙার ঘটনার অভিঘাত, যা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য, সেটা আরও গভীর হতে পারত। রাজার আয়তনে আগমনের পরিকল্পনাটি অভিনব। মূল নাটকের রাজা মন্থরগুপ্ত 'বন্ধ দুয়ার খোলো'তে নিতান্ত বালক, তাকে চালনা করেন এক পারিষদ। আজকের বিশ্বে রাজশক্তিকে চালনা করে যে বণিকশক্তি, এই নাটকে তারই ঝলক। জাতীয়তার প্রশ্ন তুলে এই পারিষদই জানান, বিজাতীয়দের জন্য ধরিত্রীর সর্ববৃহৎ ডিটেনশন ক্যাম্প বানিয়েছেন রাজা। আচার্য নিয়ম ভাঙা ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তাই তার নির্বাসন হলো ছোটলোকদের মাঝে দর্ভকপাড়ায়। দর্ভকপাড়ার একটি ছোট্ট দৃশ্যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রান্তিক মানুষের ক্ষোভ যেমন তুলে ধরা হয়েছে আয়তন ভাঙার যৌক্তিক প্রবেশক হিসেবে, তেমনই এই দৃশ্যেই গঙ্গা-যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে পড়া, ভূগর্ভের জল থেকে আর্সেনিক উঠে আসার পরিবেশগত সংকটকেও অল্প কথায় তুলে ধরা হয়েছে। মূল অচলায়তনের শোনপাংশুরা এই নাট্যে অনুপস্থিত, ফলে গুরু কিংবা দাদাঠাকুরের যে সাংগঠনিক ক্রিয়াশীলতায় বিদ্রোহ সম্পন্ন হয়েছে, এই প্রযোজনায় সেটা দেখা গেল না। গুরু মঞ্চে আসছেন অচলায়তন ভেঙে ফেলার পর পরাজিত প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ জনতার মধ্যে মিলিয়ে দিতে। শান্তনু পালের পরিকল্পনায় প্রস্তুতিপর্বের ওপর জোর কম, ভাঙনের দরকারটি প্রথম থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একেবারে শুরুতে ছাত্রদের নিয়মমাফিক পড়া থেকে খেলায় চলে যাওয়া, মহাপঞ্চকের শাসানিতে আবার পড়ায় ফিরে আসার আবর্তনে। হয়তো এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে নাটকটি শেষ করার সিদ্ধান্তই এভাবে নাট্য সম্পাদনায় নির্দেশককে প্রণোদিত করেছে।

আসা যাক প্রয়োগের কথায়। শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চসজ্জা এক কথায় অভিনব। তিনশো বছর ধরে অচলায়তনের দরজা জানালা বন্ধ, স্বভাবতই এই রুদ্ধতা ও জীর্ণতাকে মঞ্চে অনুবাদ করতে গিয়ে পুরনো, বর্ণহীন এক মঞ্চের আমেজ নিয়ে এসেছেন। তিনটি দড়ি উল্লম্ব রেখে কক্ষান্তরের আভাস তৈরি করেছেন, দেয়াল বলতে ফ্যাকাসে কার্টন স্তূপীকৃত করে রাখা, স্থানে স্থানে কালিতে কিছু লেখার দাগ, আপস্টেজে আয়তনের মূল দেয়ালটি উঁচু, ঘন কয়েকটি বন্ধ দরজার সমাহার, যা নাট্যপ্রযোজনার নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জাল আর কাঁটাতারের ব্যবহার নাটকের মূল যে ভাব, সেই বদ্ধতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। আলোকসম্পাতেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন শুভজিৎ। অচলায়তনের আলো অনুজ্জ্বল, তেমনই অনুজ্জ্বল দর্ভকপাড়াও। আয়তন ভাঙার পর সমগ্র আয়তনে বাইরের আলো এসে পড়েছে, আলোয় ভরে উঠেছে মঞ্চ। আলোর উৎস নানা দিক থেকে এসেছে, ভাঙনের দৃশ্যরূপে ছায়ামূর্তি রচনার প্রয়োজনে মঞ্চের পেছনে ছিল প্রচুর আলো। আয়তনের দেয়াল ভেঙে পড়ার পর সেই আলো সরাসরি দর্শকের চোখে এসে পড়ায় নাট্য উপভোগে কিছু বাধার সৃষ্টি করেছে। শেষ দৃশ্যে আলোর এফেক্ট লাগসই হয়েছে, সেখানেও পেছনের সোর্স লাইট কিছু সমস্যা ঘটিয়েছে। সামনের পাড়গুলোর আলো এক্ষেত্রে বেশি উজ্জ্বল হলে এই বিঘ্ন ঘটত না। সঙ্গীতা চানুর আবহ যথাযথ। বদ্ধতার নানান ইঙ্গিত রয়েছে আয়তনের ছাত্র-শিক্ষকের পোশাকে। দর্ভকপাড়া একইসঙ্গে কৃষক আর শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছে উপযুক্ত প্রপস-র ব্যবহারে।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে শান্তনুর প্রয়োগভাবনার আরেকটি অভিনবত্বের উল্লেখ করা দরকার। বদ্ধতা বনাম মুক্তির দ্বন্দ্বটি এই নাটকের মূল ভাব। একেবারে গোড়ায় বিদ্যার্থীদের ঘাড় গুঁজে ঝুলে ঝুলে নামতা পড়া আর হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে আসা গানের সঙ্গে সোজা হয়ে উল্লাসে মেতে ওঠার মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের নাট্যিক প্রকাশ। এটি আরও স্পষ্ট হয়েছে আয়তনে সুভদ্রের জানালা খোলা আর তার প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতণ্ডায়। ছাত্র আর অধ্যাপকেরা একটি নির্দিষ্ট মুদ্রায় হস্তসঞ্চালন করছেন, স্বভাবতই প্রতিপক্ষ পঞ্চক আর আচার্য এটা করছেন না। আচার্যরা উঁচু রস্টামে দাঁড়ানো আর বিদ্যার্থীরা তাঁদের পায়ের কাছে। শুধু দ্বন্দ্বের আবহ তখন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, তখন দুই পক্ষের প্রবক্তা হিসেবে আচার্য এবং মহাপঞ্চক একবার করে রস্টাম থেকে নেমে পুরো মঞ্চকে ব্যবহার করছেন। মঞ্চের এমন ব্যবহার আর শরীরী মুদ্রার ভাবনায় মূল নাট্যদ্বন্দ্বটি সরাসরি দর্শকের আবেগকে স্পর্শ করতে পেরেছে। শান্তনু পালের নাটকে এসব ছোট ছোট 'ডিরেক্টরিয়াল টাচ' দর্শকরা প্রত্যাশা করেন, তাদের নিরাশ হতে হয়নি। দর্ভকপাড়ার দৃশ্যটি আয়তনের বাইরে আনতে গিয়ে ডাউনস্টেজের সামনের জ্যার ব্যবহারও সঙ্গত হয়েছে।

ভাবীকালের নাটক মানেই ওয়ার্কশপ মডেলের চলাফেরা, আর গ্রুপ অ্যাক্টিংয়ের মাধ্যমে দৃশ্যরূপ রচনা। শেষ দৃশ্যে একটি জায়গায় আপস্টেজে আচার্য পঞ্চক আর দর্ভকদের গান গাইতে গাইতে রাস্তা ধরে এগোনো আর ডাউনস্টেজে গানের দলকে অনুসরণ করতে করতে ছাত্রদের এগোনো— একটি চমৎকার দৃশ্যরূপ তৈরি করেছে, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'— এই আহ্বানে ছাত্রদের ব্লকিং যেন দর্শকদের আবেগময় মুভমেন্টেরই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। এই দৃশ্যটি আরেকটু দীর্ঘ করা যেত— বস্তুত এই নাট্যে প্রয়োগগত দ্রুততা আবেগগুলো ঘন হতে দেয়নি, কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, এরকম মনে হয়েছে। দলগত অভিনয়ে ছাত্ররা এককথায় অনবদ্য।

পঞ্চক চরিত্রে সায়ন্তনী পাল জাত চিনিয়েছেন স্বাভাবিক অভিনয়ে। মহাপঞ্চক চরিত্রে হাসানুর হক সরকারের অভিনয় এক সম্ভাবনাময় শিল্পীর আবির্ভাবের জানান দিল। একই কথা বলা চলে নতুন অভিনেতা উপাচার্য চরিত্রে সঞ্জয় মণ্ডলের ক্ষেত্রেও। আচার্য ও উপাধ্যায় চরিত্রে দেবাশিস ও পল্লব ঠিক যা করবার ততটাই করেছেন। রঞ্জন দাস গুরু চরিত্রের গরিমা রক্ষা করেছেন। শান্তনু পাল নিজে পারিষদ চরিত্রে অভিনয়ে খানিকটা কমিক রিলিফ নিয়ে এসেছেন নাটকের সিরিয়াসনেসকে কোনওভাবেই শিথিল না করে এই হাসির উপাদানও দরকারী ছিল। হাসতে হাসতেই না আমরা বুলডোজারের প্রসঙ্গ শুনি, শুনি ডিটেনশন ক্যাম্পের কথাও। রবীন্দ্রনাথ আজকের বাস্তবে 'অচলায়তন' লিখলে এসব প্রসঙ্গ আসত কিনা, এই প্রশ্নের কোনও মানে হয় না। মোট কথা হচ্ছে, নাটকে সমকালীন রাষ্ট্র ও শাসনের কিছু সমালোচনা আছে, যে সমালোচনার জন্য দরকার সাহসের।

আর শুধু সাহস থাকলেই চলে না, খেয়াল রাখতে হয় এই সমালোচনা নাটকের আখ্যানে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, নাকি তা ভেতর থেকে উঠে আসা। এই নাটকে অন্তত কোনও মুহূর্তেই ওপর থেকে আরোপিত মনে হয়নি, বরং এগুলো এসেছে নাট্য-আখ্যানের যুক্তিশৃঙ্খলায়। পরিচিত নাটকের এহেন রাজনৈতিক বিনির্মাণ ইদানীং কালের শিলচরের মঞ্চে একটু চর্চাযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

—সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

## টানা পাঁচ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন অধরা

# উরুগুয়ে দল থেকে বাদ পড়লেন সুয়ারেজ



**নয়াদিল্লি, ১ জুন:** ফিফা বিশ্বকাপের আর মাত্র ১১ দিন বাকি। তার আগেই বড় চমক উরুগুয়ের। ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন হেড কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। আর সেই দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজের।

সম্প্রতি অবসর ভেঙে আবার জাতীয় দলে ফিরে বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুয়ারেজ। ভালো ফর্মেও ছিলেন তিনি। ইন্টার মায়ামির হয়ে শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেন। তবুও শেষ পর্যন্ত কোচের পরিকল্পনায় জায়গা হল না তাঁর। ফলে ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত টানা চারটি বিশ্বকাপ খেলা এই তারকার পঞ্চম বিশ্বকাপের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল।

এক সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজ বলেছিলেন, ‘জাতীয় দলের কোচিং স্টাফরা জানে, উরুগুয়ের ডাক এলে আমি কখনও না বলব না। আমি নিজেই একসময় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আজও যদি দল আমাকে প্রয়োজন মনে করে, আমি সবসময় প্রস্তুত।’ কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন আর হল না। ৩৯ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ডকে স্কোয়াডে না রাখার সিদ্ধান্তে অনেকেই চমকিত। অনেকেরই প্রশ্ন, ৪০ বছর বয়সেও ম্যানুয়েল ন্যুয়ের জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করতে পারলে সুয়ারেজ কী দোষ করলেন?

উরুগুয়ের স্কোয়াডে বিয়েলসা মাঝমাঠকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দলে রয়েছেন ৩ জন গোলকিপার, ৮ জন ডিফেন্ডার, ১২ জন মিডফিল্ডার এবং মাত্র ৩ জন ফরোয়ার্ড। এতে স্পষ্ট, মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করেই খেলতে চান তিনি। তবে আক্রমণভাগ কিছুটা দুর্বল মনে করা হচ্ছে। দলের তারকাদের মধ্যে নজরে থাকবেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। এছাড়াও রয়েছেন রোনাল্ড আরাউহো, হোসে মারিয়া জিমেনেজ, মানুয়েল উগার্তে, ডারউইন নুনেজ ও ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি। সব মিলিয়ে, অভিজ্ঞতার চেয়ে নতুন পরিকল্পনা ও মাঝমাঠের শক্তির উপর ভরসা রেখেই বিশ্বকাপের মঞ্চে নামতে চলেছে উরুগুয়ে। তবে সুয়ারেজের অনুপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

## সাম্বা ঝড়ে উড়ে গেল পানামা

# বিশ্বকাপের আগে মনোবল বাড়িয়ে নিল ব্রাজিল



**মারাকানা, ১ জুন :** ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ শুরুর আগে বড়সড় সাফল্য পেল ব্রাজিল ফুটবল দল। প্রস্তুতি ম্যাচে তারা পানামার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল। মারাকানায় আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সাম্বা ব্রিগেড ৬-২ গোলে জয়লাভ করেছে। এই জয় কার্লো আনসেলত্তিকে যে অনেকটাই স্বস্তি দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রস্তুতি ম্যাচের শুরু থেকেই ব্রাজিলের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। দলের ৬ ভিন্ন ফুটবলার একটি করে গোল করেছেন। গোলদাতাদের তালিকায় নাম রয়েছে ভিনিশিয়াস জুনিয়র, ক্যাসেমিরো, রায়ান, লুকাস পাকুয়েতা, ইগর থিয়াগো এবং দানিলো। এই জয়ের কারণে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থকরাও আপাতত আনন্দের জোয়ারে ভাসতে শুরু করেছেন।

যদিও ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রাজিল এই প্রস্তুতি ম্যাচে জয়লাভ করলেও প্রথমার্ধের খেলা তেমন নজর কাড়তে পারেনি। এমনকী, কার্লো আনসেলোত্তিও এই অভিযোগ মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, দ্বিতীয়ার্ধে দলের ১০ ফুটবলার পরিবর্তন করার পরই গোটা ম্যাচের রং এক লহমায় বদলে যায়। কারণ, ব্রাজিলের হাফডজন গোলের মধ্যে চারটেই এসেছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে।

তবে খেলা শুরু হতে না হতেই নিজেদের হাতে লাগাম তুলে নেয় ব্রাজিল। মাত্র ২ মিনিটের মধ্যেই গোলের দরজা খুলে দেন ভিনিশিয়াস জুনিয়র। তবে ১৪ মিনিটে পাল্টা গোল করে পানামা। ফ্রি-কিক থেকে উড়ে আসা বল ম্যাথিউস কুনহার গায়ে লেগে সেটা দিক পরিবর্তন করে এবং ব্রাজিলের জালে জড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে ব্রাজিলকে ফের লিড এনে দেন ক্যাসেমিরো। ভিনির ক্রস থেকে হেড দিয়ে নজরকাড়া একটি গোল করেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দলের ১০ ফুটবলারকেই পরিবর্তন করে ফেলেন সাম্বা ব্রিগেড। ৪-৩-৩ ফরমেশনে তিনি দলের আক্রমণ শানাতে শুরু করেন। আর সাফল্যও আসে এই পরিবর্তনে। একে একে গোল করলেন দলের ফরোয়ার্ড রায়ান (৫৩ মিনিট), পাকুয়েতা (৬০), থিয়াগো (৬৩) এবং দানিলো (৮১)। পানামার হয়ে কার্লোস হার্ভি একটি করলেও এই ম্যাচ জেতার জন্য তা একেবারেই যথেষ্ট ছিল না। উল্লেখ্য, এই প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে নামেননি ব্রাজিলের সুপারস্টার ফুটবলার নেইমার জুনিয়র। চোটের কারণে যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো তিনি খেলতে পারবেন না, তা আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তবে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে এবং পরে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান।

# সময় নষ্ট এবং প্রতিবাদ রুখতে কড়া নিয়ম আনল ফিফা

**জুরিখ, ১ জুন :** রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ফুটবলার? প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝামেলার সময় মুখ ঢেকে কথা বললেন? সময় নষ্ট করতে গিয়ে দেরিতে থ্রো বা গোলকিক নিলেন? ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ থেকে এসবের শাস্তি হতে পারে আরও কঠোর। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস’র একাধিক বিতর্কিত ঘটনার পর ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আইএফএবি একগুচ্ছ পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়েছে।

নতুন নিয়মাবলি ২০২৬-২৭ মরসুম থেকে কার্যকর হবে। যদিও ২০২৬ বিশ্বকাপ প্রথম বড় টুর্নামেন্ট, যেখানে এই নীতিমালার ফলিত প্রয়োগ দেখা যাবে। ফিফার প্রধান রেফারিং আধিকারিক পিয়েনেরলুইজি কলিনার মন্তব্য, ‘এই পরিবর্তনগুলোর লক্ষ্য বৈষম্য কমানো, সময় নষ্ট রোখা, খেলার গতি বাড়ানো এবং ফুটবলার ও সমর্থক;দু’পক্ষের অভিজ্ঞতা উন্নত করা।’

আফ্রিকা কাপের ফাইনালে বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেনেগাল টিম। পরে তারা ফিরে এসে ম্যাচ জিতলেও ওই ঘটনা বিশ্বফুটবলে আলোচনার পরিসর উসকে দেয়।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কোনও ফুটবলার মাঠ ছাড়লে সরাসরি লাল কার্ড দেখবেন। কোনও কোচ বা টিম অফিসিয়াল যদি এমন পদক্ষেপে উসকানি দেন, তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনও দলের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে সেই দলকে সরাসরি পরাজিত ঘোষিত হবে। নতুন নিয়মের অন্যতম আলোচিত অংশ মুখ ঢেকে কথা বলা। কোনও সংঘর্ষ বা উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হাত, বাহু বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে কিছু মন্তব্য করলে ওই ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হতে পারে। নিয়ম আনার নেপথ্যে অন্যতম কারণ বেনফিকার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি ও রিয়াল মাদ্রিদের ভিনি জুনিয়রকে ঘিরে জমে ওঠা বিতর্ক। মুখ ঢেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করার অভিযোগে প্রেস্তিয়ানিকে ছয় ম্যাচ নির্বাসন দেয় উয়েফা। এই প্রসঙ্গে কলিনার ব্যাখ্যা, ‘বন্ধুসুলভ আলাপ হলে সমস্যা নেই। কিন্তু সংঘর্ষের সময় মুখ ঢেকে কথা বলা মানে কিছু গোপন বা অনুচিত বিষয় ঘটছে।



ম্যাচের গতি বাড়াতে থ্রো এবং গোলকিকের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। রেফারি পাঁচ সেকেন্ড গোনা শুরু করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থ্রো না নিলে বল চলে যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। গোলকিক না নিলে প্রতিপক্ষ পাবে কর্নার। পাশাপাশি কমিয়ে আনা হয়েছে বদলির সময়ও। বোর্ড ওঠার পর ফুটবলারকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ছাড়তে হবে। দেরি করলে পরিবর্ত ফুটবলার নামতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট দলকে কিছুটা সময় ১০ জনে খেলতে হবে। এমনকি চিকিৎসার জন্য মাঠে মেডিক্যাল স্টাফ ঢুকলে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে খেলা শুরুর পর এক মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হবে। যদিও গোলরক্ষক, মাথায় আঘাত বা গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।

আগামী দিনে ভিডিও সহকারী রেফারির ক্ষমতাও বাড়তে চলেছে। ভুল পরিচয়ে কার্ড দেখালে, ত্রুটিপূর্ণ দ্বিতীয় হলুদ কার্ডের জেরে লাল কার্ড হলে কিংবা কর্নার দেওয়ার সিদ্ধান্তে স্পষ্ট গলদ থাকলে ভিএআর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, কর্নার বা ফ্রি-কিক নেওয়ার আগে আক্রমণকারী দলের কোনও ফুটবলার ফাউল করলে সেটিও পর্যালোচনা করা যাবে। এর ফলে গোল বাতিলও হতে পারে। এ ছাড়া প্রতি অর্ধে বাধ্যতামূলক তিন মিনিটের জলপান বিরতি থাকবে। গোলরক্ষক চোট পেলে সেই সুযোগে দলবদ্ধ হয়ে কোচের কাছে গিয়ে নির্দেশ নেওয়ার চলও বন্ধ করতে চলেছে ফিফা।

বিশ্বকাপের আগে ফুটবলের নিয়মপুস্তকে এত বড় পরিবর্তন একসঙ্গে খুব কমই দেখা গেছে। বার্তাও স্পষ্ট; সময় নষ্ট, প্রতিবাদ এবং বিতর্কিত আচরণের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর হতে চলেছে বিশ্ব ফুটবল।

# এবার নিয়ে টানা ৫ বিশ্বকাপে খেলতে চলেছেন জাপানের ইউতো নাগাতোমো

**কলকাতা, ১ জুন (হি.স.) :** এশিয়ার হিরো জাপানের ইউতো নাগাতোমো পঞ্চমবার বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছেন। এশিয়ার ইতিহাসে আর কেউ এতবার বিশ্বকাপ খেলেননি।

দক্ষিণ কোরিয়ার হং মিয়ং-বো ও সৌদি আরবের সামি আল-জাবেরের মতো কিংবদন্তিদের পেছনে ফেলে নাগাতোমো এখন এশিয়ার একমাত্র পাঁচবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়। জাপানের এই দলে তিনিই একমাত্র যিনি দেশের লিগে খেলছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেছিলেন। জাপান সেবার উঠেছিল শেষ ষোলোয়। সেই টুর্নামেন্টের পরই ডাক পেলেন ইন্টার মিলান থেকে। সাত বছর ইতালিয়ান ক্লাবে থেকে খেললেন দুই শতাধিক ম্যাচ। গ্যালাতাসারায় গেলেন, মার্শেইতে গেলেন। তারপর ২০২১ সালে তিনি ঘরের ক্লাব এফসি টোকিওতে ফিরলেন।

জাপানের কোচ হাজিমে মোরিয়াসু চান নাগাতোমো যেন সেই আবেগ ধরে রাখেন, পাশাপাশি তরুণ খেলোয়াড়দেরও শেখান কীভাবে নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তিনি বলেন, ‘সে পঞ্চম বিশ্বকাপে যাচ্ছে। সে এশিয়ার হিরো। তাই আগের চার টুর্নামেন্টের সাফল্য ও খামতি সম্পর্কে সে সব জানে । আমি চাই খেলোয়াড়েরা শান্ত থাকুক এবং নিজেদের মেলে ধরুক, তবে বিশ্বকাপের চাপ কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি।’

পঞ্চম বিশ্বকাপের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নাগাতোমো বলেছেন, ‘আমি যা কিছু শিখেছি তা দলের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই যাতে আমরা শিরোপা জিততে পারি। গতবার আমি অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে খেলেছিলাম, তবে এবার আমার ভেতরের জেদ ও চেতনা আরও বেড়েছে। আশা করি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত।’

# জিদানপুত্র বিশ্বকাপে খেলবেন আলজিরিয়ার হয়ে

**প্যারিস, ১ জুন :** বিশ্ব ফুটবলে জিনেদিন জিদান একটি আলোকিত নাম। ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জয়ে ফ্রান্সের নায়ক ছিলেন তিনি, আবার ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে হেডবাট কাণ্ডের জন্যও ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন। তবে আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি না থাকলেও থাকছেন তার পুত্র লুকা জিদান।

তবে বাবার মতো ফ্রান্সের জার্সিতে নামবেন না লুকা। আলজিরিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন জুনিয়র জিদান।



সোমবার ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আলজিরিয়া। সেই দলে গোলরক্ষক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ২৮ বছর বয়সি লুকা জিদান। ম্যানচেস্টার সিটি ও লেস্টার সিটির প্রাক্তন তারকা ফরোয়ার্ড রিয়াদ মাহরেজ থাকছেন দলের অধিনায়ক হিসেবে।

ফ্রান্সে জন্ম হলেও লুকার পারিবারিক শিকড় আলজিরিয়ায়। তাঁর ঠাকুমা ও ঠাকুরদা উত্তর আফ্রিকার দেশটির বাসিন্দা ছিলেন। যুব পর্যায়ে ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেললেও পরে পূর্বপুরুষদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ২০২৫ সালের অক্টোবরে উগান্ডার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আলজিরিয়ার হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। এরপর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে দলের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তবে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাঁর সুযোগ পাওয়াটা একটা সময়ে বড় প্রশ্নের মুখে ছিল। কারণ চলতি বছরের এপ্রিলে স্প্যানিশ ক্লাব গ্রানাডার হয়ে খেলতে গিয়ে চোয়াল ও থুতনিতে গুরুতর চোট পান লুকা। তাঁর থুতনির হাড়ে চিড় ধরে। সেই আঘাতের কারণে তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

আলজিরিয়ার কোচ ভ্লাদিমির পেতকোভিচ অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলে দল সাজিয়েছেন। মাহরেজের পাশাপাশি স্কোয়াডে রয়েছেন রায়ান আইত-নুরি, নাবিল বেনতালেব, হুসেম আওয়ার এবং আমিন গুইরির মতো ফুটবলাররা। সাত মাস পর জাতীয় দলে ফিরেছেন টটেনহ্যাম হটস্পারের প্রাক্তন মিডফিল্ডার নাবিল বেনতালেবও।

সর্বশেষ দুই বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল আলজিরিয়া। এবার তারা পঞ্চমবারের মতো ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে খেলতে নামছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ ‘জে’-তে তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। ১৬ জুন লিওনেল মেসিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে আলজিরিয়ার বিশ্বকাপ অভিযান।

বিশ্বকাপে আলজিরিয়ার সেরা সাফল্য এসেছে ২০১৪ সালে, যখন তারা শেষ ১৬ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বাকি চারটি অংশগ্রহণেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। এবার মাহরেজের নেতৃত্বে এবং লুকা জিদানের মতো নতুন মুখকে সঙ্গে নিয়ে সেই ইতিহাস বদলানোর স্বপ্ন দেখছে আলজিরিয়া।

আলজিরিয়ার বিশ্বকাপ দল :

গোলকিপার: ওসামা বেনবোট, মেলভিন মাসতিল, লুকা জিদান।

ডিফেন্ডার: আশরাফ আবাদা, রায়ান আইত-নুরি, জিন্নেদিন বেলাইদ, রফিক বেলঘালি, রামি বেনসেবাইনি, সামির চেরগুই, জাউয়েন হাদজাম, আইসা মান্দি, মোহামেদ আমিন তুগাই।

মিডফিল্ডার: হুসেম আউয়ার, নাবিল বেনতালেব, হিশাম বুদাউই, ফারেস শাইবি, ইব্রাহিম মাজা, ইয়াসিন তিত্রাউই, রামিজ জেরুকি।

ফরোয়ার্ড: মোহামেদ আমিন আমৌরা, নাদির বেনবুয়ালি, আদিল বুলবিনা, ফারেস ঘেজেমিস, আমিন গুইরি, রিয়াদ মাহরেজ, আনিস হাজ মুসা।

# সাফের সেমিতে ভারতের মহিলারা

**পানাজি, ১ জুন :** দীর্ঘ সাত বছর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের স্বাদ পেল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। রবিবার গোয়ার মারগাওয়ে সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ বাংলাদেশকে ৩-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ বি-র শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল।

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে এটি ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয় ২০১৯ সালের পর। এর আগে ২০২২ এবং ২০২৪ সংস্করণে বাংলাদেশের কাছে হারতে হয়েছিল ব্লু টাইগ্রেসদের। মারগাঁওয়ের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ভারতীয় ডিফেন্সের ভুলে সুযোগ পেয়েছিলেন আনিকা রানিয়া সিদ্দিকি। তবে ভারতীয় গোলরক্ষক পান্থোই চানু দুর্দান্ত সেভ করে দলকে বাঁচান।

প্রথম দিকের ধাক্কা সামলে ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভারত। মিডফিল্ড থেকে দ্রুত পাসিং এবং উইং ব্যবহার করে বারবার বাংলাদেশের রক্ষণে চাপ তৈরি করে ব্লু টাইগ্রেসরা। ২২ মিনিটে ভালো সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি সানফিদা নংরুম। এরপর ২৭ মিনিটে সহজ হেড মিস করেন পিয়ারি জাক্সা। তবে ৩৬ মিনিটে আর ভুল করেননি পিয়ারি। শিলকি দেবীর লং বল বাংলাদেশের ডিফেন্ডার কোহাতি কিস্কুর ক্লিয়ারেন্সে ভুল হওয়ার পর পিয়ারির সামনে চলে আসে।

# মেক্সিকোর ১৪ হাজার দর্শক বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখবেন বিনা টিকিটে

**মেক্সিকো সিটি, ১ জুন :** আর মাত্র কয়েকদিন পরেই শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। তবে খেলা শুরুর আগে টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। এই আবহে দর্শকদের জন্য রয়েছে বিরাট সুখবর। জানা গিয়েছে, মেক্সিকোর ১৪ হাজার দর্শক বিনামূল্যে উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবেন। প্রায় ছয় দশক পুরনো একটি চুক্তিকে ঘিরে দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে জয়ী হয়েছেন দর্শকরা। নিজেদের অধিকারে ১৪ হাজার দর্শক বিনামূল্যে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। আগামী ১২ জুন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক মেক্সিকো সিটি তথা আজটেকো স্টেডিয়ামে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপের সূচনা হবে। এই ভেন্যু তিনটি বিশ্বকাপ আয়োজন করে ইতিহাস গড়া প্রথম স্টেডিয়াম হতে চলেছে। জানানো হয়েছে, এই উদ্বোধনী ম্যাচেই প্রায় ১৪ হাজার দর্শক টিকিট ছাড়াই খেলা উপভোগ করতে পারবেন। তবে এর পিছনের ইতিহাসও বেশ ব্যতিক্রমী। ১৯৬০-এর দশকে স্টেডিয়ামটি নির্মাণের সময় অর্থসংকটে পড়েছিল কর্তৃপক্ষ। সেই সময় প্রায় ৬০০টি বক্স ও ৮ হাজারের বেশি গ্যালারির আসন আগাম বিক্রি করা হয়। ক্রেতাদের সঙ্গে করা চুক্তিতে উল্লেখ ছিল, ২০৬৫ সাল পর্যন্ত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত যেকোনো খেলা বা অনুষ্ঠানে তারা অতিরিক্ত টিকিট ছাড়াই প্রবেশের অধিকার পাবেন। তখন থেকেই বিশ্বকাপ, আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ, কনসার্ট কিংবা অন্যান্য বড় অনুষ্ঠানে এই আসনের মালিকরা বিনা টিকিটে প্রবেশ করতে পারেন। বর্তমানে সেই সুবিধাভোগী আসনের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। এর আগে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ফিফা এই সমস্ত আসনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। তাই সেই বিশ্বকাপে দিয়েগো ম্যারাদোনার বিখ্যাত ‘হ্যান্ড অব গড’ ও ‘গোল অব দ্য সেঞ্চুরি’ ম্যাচ ১৪ হাজার দর্শক বিনামূল্যে উপভোগ করেছিলেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের আগে আবারও বিষয়টি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ফিফা এবং স্টেডিয়াম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এই আসনগুলিকে নিজেদের টিকিট বিক্রির আওতায় আনতে চাইলে আসন মালিকদের সংগঠন আদালতের শরণাপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত আদালত আসন মালিকদের পক্ষেই রায় দেয়।

# দেড় লক্ষ মানুষের ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে এবার খেলবে কুরাসাও



**মেক্সিকো সিটি, ১ জুন :** ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ২৩তম আসর হতে চলেছে রেকর্ডময়। উত্তর আমেরিকার তিন দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮টি দেশ। তবে এই মহাযজ্ঞে সবথেকে বড় চমক হয়ে এসেছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র কুরাসাও।

ইতিহাস গড়ল কুরাসাও

মাত্র ১ লক্ষ ৫৮ হাজার জনসংখ্যার এই দেশটি ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে যোগ্যতা অর্জনকারী ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল আইসল্যান্ডের দখলে। কনকাকাফ বাছাইপর্বে একটি ম্যাচও না হেরে তারা বিশ্বফুটবলের আসরে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে তারা গ্রুপ ‘ই’-তে লড়বে জার্মানি, কোত দিভোয়ার এবং ইকুয়েডরের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে।

অভিষেক হতে যাওয়া অন্যান্য দেশসমূহ

কুরাসাও ছাড়াও এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো সুযোগ পাওয়া অন্য তিনটি দেশ হলো জর্ডান, উজবেকিস্তান এবং কেপ ভার্দে। প্রতিটি দলই নিজ নিজ মহাদেশীয় বাছাইপর্বে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জর্ডান: এএফসি বাছাইপর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার পরেই দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে তারা গ্রুপ ‘জে’-তে জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া এবং আলজেরিয়ার মতো দল।

উজবেকিস্তান: বাছাইপর্বের ফাইনালে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে তারা স্থান নিশ্চিত করেছে গ্রুপ ‘কে’-তে। যেখানে তাদের লড়তে হবে পর্তুগাল, কলম্বিয়া এবং ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে।

কেপ ভার্দে: বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে তারা খেলবে গ্রুপ ‘এইচ’-এ। তাদের গ্রুপে রয়েছে স্পেন, উরুগুয়ে এবং সৌদি আরবের মতো হেভিওয়েট দল।

ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ২০২৬ সালের এই বিশ্বকাপটি নিঃসন্দেহে হতে যাচ্ছে এক বিশেষ আকর্ষণ, যেখানে ছোট দলগুলোর অদম্য লড়াই দেখার অপেক্ষায় বিশ্ব।

# ২০২৬ শেষ বিশ্বকাপ হবে যে তারকাদের

**নয়াদিল্লি, ১ জুন :** বর্তমানের বেশ কয়েকজন তারকার এবারই হচ্ছে শেষ বিশ্বকাপ। তালিকায় মেসি, রোনাল্ডোরা।

লিওনেল মেসি

আটবারের ব্যালন ডি’ওর জয়ী আর্জেন্তিনীয় কিংবদন্তি চার বছর আগেই জিতেছেন বিশ্বকাপ। ৩৯ বছর বয়সি মেসিকে ফুটবল দুনিয়া এবারই শেষবার বিশ্বকাপে দেখবে। চ্যাম্পিয়ন হলে টানা দু’বার বিশ্বকাপ জিতবেন তিনি।

ক্রিসচিয়ানো রোনাল্ডো

পর্তুগিজ মহাতারকা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ইউরো জিতলেও পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলে ট্রফি অধরা। শেষ বিশ্বকাপে রোনাল্ডো চমকে দেবেন কি না, তার অপেক্ষায় ফুটবল দুনিয়া।

লুকা মদ্রিচ

একটা সময়ে ব্যালন ডি’ওর মানেই যখন মেসি-রোনাল্ডো, তখন ২০১৮ সালে সেই ট্রফি জেতেন ক্রোয়েশিয়ার তারকা মদ্রিচ। সেই বছরে বিশ্বকাপ ফাইনালও খেলে ক্রোয়েশিয়া। এই বিশ্বখ্যাত ফুটবলারও এ বার শেষবার নামছেন বিশ্বকাপে।

নেইমার জুনিয়র

মেসি বা রোনাল্ডোর তুলনায় বয়স অনেকটাই কম, মাত্র ৩৪। কিন্তু ফিটনেস নিয়ে বরাবর সমস্যায় পড়েছেন কেরিয়ারে। কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি তাঁকে দলে রেখেছেন অভিজ্ঞতার জন্য। এই বিশ্বকাপে শেষবার ব্রাজিল ভক্তেরা নেইমারের পায়ে ম্যাজিক দেখতে চাইছেন।

মানুয়েল ন্যুয়ের

অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছেন ৪০ বছর বয়সি জার্মান গোলকিপার ন্যুয়ের। তাঁকেই এক নম্বর গোলকিপার হিসেবে ভাবছে জার্মানি। কোনও সন্দেহ নেই, এই শেষবার বিশ্বকাপে গোলপোস্টের নীচে তাঁকে দেখা যাবে।



লুইস সুয়ারেজ

২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে ফেললেও নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে শেষবার বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন উরুগুয়ের নামী তারকা লুইস সুয়ারেজ। ১৯৫০ সালের পরে বিশ্বকাপ পায়নি তাঁর দেশ। সুয়ারেজের দেশ তাঁকে ঘিরে অবশ্যই বড় কিছুর স্বপ্ন দেখছে। তবে শেষ মুহূর্তে তার দল থেকে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মোহামেদ সালাহ

২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে তাঁর দেশ যোগ্যতা না পাওয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভেবেছিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের তারকা মোহামেদ সালাহ। কিন্তু তাঁর দেশ মিশর বিশ্বকাপে যোগ্যতা পাওয়ায় তিনি অবশ্যই বিশ্বকাপে নামছেন শেষবারের মতো।

ভার্জিল ফান ডাইক

বিশ্বখ্যাত ডাচ ডিফেন্ডারের বয়স ৩৪ হলে কী হবে, জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। নেদারল্যান্ডস টিমের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি। আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিততে পারেনি নেদারল্যান্ডস। ফান ডাইক কি ইতিহাসে তুলতে পারবেন ডাচদের? স্বপ্ন দেখছে তাঁর দেশ।

সন হিউং মিন

ইতোমধ্যেই টটেনহ্যাম ছেড়ে আমেরিকায় মেজর লিগ সকারে খেলছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ক্যাপ্টেন ও তারকা সন হিউং-মিন। বিশ্বকাপের আগেই বলে দিয়েছেন, ‘এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ।’ কোরিয়ার ফুটবল ভক্তরা সনকে শেষবার বিশ্বকাপে দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন।

কেভিন দে ব্রুইনি

বেলজিয়ামের তারকার বয়স এখন ৩৫, পরের বিশ্বকাপে তাঁর বয়স হবে ৩৯। দে ব্রুইনি মোটেই বিশ্বকাপের আগে অবসরের কথা বলেননি, কিন্তু ধরেই নেওয়া হচ্ছে, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

# জন্মদিনে বিপর্যয়! ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে ছিটকে গেলেন ইগা শিয়নটেক

**প্যারিস, ১ জুন :** চারবার এই কোর্টে ট্রফি তুলেছেন। টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় দাবিদার হিসেবে এবার নেমেছিলেন। কিন্তু জন্মদিনেই থেমে গেল ইগা শিয়নটেকের অভিযান। রোলা গারোর চতুর্থ রাউন্ডে পোল্যান্ডের তারকাকে সরাসরি সেটে হারিয়ে বড় অঘটন ঘটালেন ইউক্রেনের মার্তা কোস্তিউক ৭-৫, ৬-১ ফলে জিতে প্রথমবার ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য, এর আগে তিনবার মুখোমুখি হলেও কখনও শিয়নটেকের বিরুদ্ধে একটি সেটও জিততে পারেননি কোস্তিউক। এবার অবশ্য শুধু সেট নয়, ম্যাচটাই নিজের করে নিলেন।

ম্যাচের শুরুতে দীর্ঘ বেসলাইন লড়াই জমে ওঠে। প্রথম ব্রেক আদায় করেন শিয়নটেক। দীর্ঘ র‍্যালির শেষে ব্যাকহ্যান্ড উইনার মেরে এগিয়ে যান। কিন্তু তাতে সুবিধা হয়নি। কোস্তিউক দ্রুত ম্যাচে ফেরেন। পরে সার্ভিস হারিয়ে ৪-৫ পিছিয়ে পড়লেও হাল ছাড়েননি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে প্রথম সেটের শেষ দিকে।

৫-৪ এগিয়ে থাকার পর থেকে শিয়নটেকের স্নায়ুচাপ স্পষ্ট হতে শুরু করে। ডবল ফল্ট, সহজ ফোরহ্যান্ড বাইরে মারা এবং নেটের সামনে ভলি মিস, সব মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করেন তিনি। ৫-৫ সমতায় ফেরার পর আবারও জোড়া ডবল ফল্ট! সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাকহ্যান্ড পাসিং শটে প্রথম সেট পকেটে পুরে নেন কোস্তিউক। প্রথম সেট জয়ের পর ইউক্রেনীয় টেনিস খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

প্রথম সেট হাতছাড়া হওয়ার পর কোর্ট ছেড়ে সাময়িক বিরতিতে যান শিয়নটেক। খেলা ফের শুরু হলে প্রথমদিকে ব্রেক পেলেও তা ধরে রাখতে পারেননি। ১-১ হওয়ার পর ম্যাচ কার্যত একতরফা। শিয়নটেকের অনাবশ্যক ভুল বাড়তে থাকে। অন্যদিকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে প্রতিটি বল ফেরাতে থাকেন কোস্তিউক। শেষ পাঁচটি গেম টানা জিতে লড়াই শেষ করেন তিনি। দ্বিতীয় সেটে ৬-১ ব্যবধানে জয়ের ফলে কোয়ার্টার নিশ্চিত হয় ফাইনালের জিতেছেন।

২০২১ সালে রোলা গারোয় শেষ ষোলোয় ওঠেন কোস্তিউক। তখন তাঁকে হারিয়েছিলেন শিয়নটেক। পাঁচ বছর পর হিসেব মিটিয়ে দিলেন ইউক্রেনের খেলোয়াড়। যিনি বর্তমানে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। মাটির কোর্টে তাঁর টানা জয়ের সংখ্যা এখন ১৬। রোলা গারোয় আসার আগে মাদ্রিদ ওপেন, তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় শিরোপা জিতেছেন।

পরাজয়ের ফলে রোলা গারোয় শিয়নটেকের রাজপাটে ধাক্কা লাগল। চারবারের চ্যাম্পিয়ন এবার দ্বিতীয় সপ্তাহেই পৌঁছতে পারলেন না। আরও একটি তথ্য উদ্বেগের। ২০২৪ সালে ফরাসি ওপেন জয়ের পর থেকে ক্লে কোর্টে আর কোনও শিরোপা জিততে পারেননি শিয়নটেক। একসময় যে সারফেসে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেখানেই তিনি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে।

অন্যদিকে কোস্তিউক প্রমাণ করলেন, চলতি টুর্নামেন্টে তাঁকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। এবার সামনে কোয়ার্টার ফাইনালের নতুন চ্যালেঞ্জ।

# কানাডা ক্রিকেট বোর্ডকে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

**দুবাই, ১ জুন :** আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডকে অবিলম্বে নির্বাসিত করেছে। আইসিসি-র সদস্য হিসেবে নিজস্ব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক ত্রুটির অভিযোগে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত ৩১ মে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আইসিসি স্পষ্ট করেছে যে, এই নির্বাসনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক স্তরে নেওয়া হয়েছে। ফলে কানাডার ক্রিকেটারদের খেলার ওপর এর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তারা আগের মতোই আইসিসি-র বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন। খেলোয়াড়দের আর্থিক বিষয়টি নিশ্চিত করতে আইসিসি একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি তহবিল প্রদানের ব্যবস্থা করবে। বোর্ডের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য আইসিসি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে, যারা পুরো বিষয়টি তদারকি করবে এবং বোর্ডের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার শর্তাবলি নির্ধারণ করবে।

আহমেদাবাদের এই সভায় ক্রিকেট বিশ্বের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে— টেস্টে গোলাপি বলের ব্যবহার, টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন আলোর স্বল্পতার কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার সমস্যা সমাধানে আইসিসি নতুন নিয়ম অনুমোদন করেছে। এখন উভয় দলের সম্মতি থাকলে কম আলোর পরিস্থিতিতে গোলাপি বল ব্যবহার করা যাবে।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে উদ্বেগ— বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেট লিগের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডারের ওপর যে প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে আইসিসি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক সূচি ও লিগগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় খুঁজতে আইসিসি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ— সভায় পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য একটি বৈশ্বিক বাছাইপর্ব বা গ্লোবাল কোয়ালিফায়ার টুর্নামেন্ট আয়োজনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

# ব্যাটিং ব্যর্থতাই আরসিবি-র কাছে হারের নেপথ্যে কারণ : শুভমন

**আহমেদাবাদ, ১ জুন :** আইপিএল ২০২৬-র ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে পাঁচ উইকেটে হেরেছে শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স। হারের পর গিল তাঁর দলের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন। কী কারণে হারল দল, নেপথ্যে কারই বা হাত ছিল? ম্যাচ শেষে সবটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন গুজরাটের অধিনায়ক শুভমন গিল।

শুভমন গিলের মতে, ম্যাচের শুরুতে তাঁর দল পরপর উইকেট হারিয়ে বড় ধাক্কা খায়। ব্যাটসম্যানদের ক্রিজে টিকে থাকতে না পারাকে হারের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন গিল। ফাইনাল ম্যাচে গুজরাটের ব্যাটিং লাইন-আপ বড় রান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ব্যাটিং অর্ডারের শীর্ষে থাকা অধিনায়ক শুভমন গিল, সাই সুদর্শন এবং জস বাটলার ২০ রানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। মিডল অর্ডারও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। শুরু থেকে বেঙ্গালুরুর বোলাররা দাপট দেখাতে থাকে। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১৫৫ রান সংগ্রহ করে গুজরাত। এই রান ম্যাচ জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচ শেষে গিল বলেন, 'আমরা যদি ১৮০-১৯০ রান করতে পারতাম, তা হলে ম্যাচটি আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে পারত। পিচটি কিছুটা দ্বিমুখী ছিল, তবে খুব বেশি নয়। প্রথম তিন-চার ওভারে ফাস্ট বোলাররা কিছুটা সাহায্য পাচ্ছিল। আমরা শুরুতেই উইকেট হারিয়েছিলাম এবং তারপর মাঝের ওভারগুলোতে পুরোপুরি ছন্দ হারিয়ে ফেলি।' গিল স্বীকার করেছেন যে, ফাইনালে ব্যাটিংয়ে ছন্দ ধরে রাখতে না পারার জন্য দলকে মূল্য দিতে হয়েছে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, বোলাররা যদি শুরুতেই উইকেট তুলে নিতে পারত, তা হলে ১৫৫-১৬০ রানের স্কোর নিয়েও ম্যাচে ফেরা সম্ভব ছিল। তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম যে আমরা ফাইনাল খেলছি। এমন একটি ম্যাচে ১৫০-১৬০ রানও একটি ভালো স্কোর হতে পারে। যদি আমরা পাওয়ারপ্লে-তে এক-দু'টি উইকেট নিতে পারতাম, তা হলে আমরা ম্যাচে টিকে থাকতে পারতাম।'

# আইপিএল ফাইনাল খেলে ফেরার পথে শুভমনদের বাসে আগুন!

**আহমেদাবাদ, ১ জুন :** আইপিএল হারের পর রাতে গুজরাট টাইটান্সের টিম বাসে আগুন! মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার পথে ঘণ্টাখানেক রাস্তাতেই আটকে থাকতে হল শুভমন গিলদের। এক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শর্টসার্কিট থেকে বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। তবে বড়সড় কোনও ক্ষতি হয়নি। দ্রুত বাস থেকে ক্রিকেটারদের নামিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের জন্য অন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করে দল। সেই বাসে ক্রিকেটারেরা নিরাপদে হোটেলে পৌঁছোন। আইপিএল ফাইনাল আয়োজন করা হয়েছিল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। রবিবার রাতে সেখানে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে শুভমনদের। গুজরাটকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিরাট কোহলিদের রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রাতে সেই মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার পথে সমস্যায় পড়েন পরাজিত দলের ক্রিকেটারেরা। জানা গিয়েছে, শর্টসার্কিটের কারণে বাসের ভিতরের অংশ ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল। রাস্তার ধারে বাস দাঁড় করিয়ে দ্রুত ক্রিকেটারদের নামানো হয়। ওই বাস পুরোপুরি বিকল হয়ে গিয়েছিল। পরের বাস আসতেও বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। ততক্ষণ শুভমন, মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাডাদের রাস্তাতেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন। রবিবারের ঘটনার পর আইপিএলে শুভমনদের সূচি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২৭ মে ধর্মশালা থেকে পঞ্জাবের মুল্লানপুর পৌঁছোতে হয় তাঁদের। সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২৯ মে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলে গুজরাট। জেতার পর ৩০ তারিখেই তাঁদের আহমেদাবাদে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে সেই যাত্রায় বিলম্ব হয়। শনিবার রাতে গুজরাট দল আহমেদাবাদ পৌঁছোয়। টানা যাত্রার ধকলে ক্রিকেটারেরা ক্লান্ত ছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করছেন। ফাইনাল খেলাতেও সেই ক্লান্তির প্রভাব পড়েছিল কি না, প্রশ্ন তুলেছেন সমর্থকদের কেউ কেউ। তবে ধকলকে আইপিএল হারের কারণ হিসাবে দেখাতে রাজি নন গুজরাট টাইটান্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি।

# পরেশ-জ্যোৎস্না ফুটবলের সেমিতে বাগপুর এফসি

**সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১ জুন :** সোমবার রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শেষ চারে জায়গা করে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল মাছখাল এফসি। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। উল্টো বাগপুর এফসি-র কাছে ১-২ ব্যবধানে পরাজিত হয় তারা।

প্রথমার্ধে দুই দলই সুশৃঙ্খল রক্ষণ ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করায় খেলা গোলশূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে বাগপুর এফসি-র জহিরুল হোসেন লস্কর ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেন। তাঁর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গোলে দল জয়লাভ করে।

মাছখাল এফসি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায় এবং ম্যাচের শেষ দিকে একটি গোল শোধ করে। তবে তাতে ফলাফলে কোনও পরিবর্তন আসেনি। এই জয়ের ফলে বাগপুর এফসি সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন বাগপুরের জহিরুল হোসেন লস্কর। অসাধারণ পারফরম্যান্স ও দু'টি জয়সূচক গোলের জন্য।

পুরস্কার তুলে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ নাথ, সুবিনয় দাস, আব্দুল মতিন ও খালেদ হোসেন মজুমদার। ম্যাচ পরিচালনা করেছেন শঙ্কর ভট্টাচার্য, রাকিব হোসেন, আবু আব্বাস ও আব্দুল জলিল। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে ভুবনখাল খাসিয়া ইয়ুথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে স্বাধীনবাজার এফসি।

# সিঙ্গাপুর ওপেন ফাইনালে ট্রফি খরা কাটালেন সাত্ত্বিক এবং চিরাগ

**সিঙ্গাপুর, ১ জুন :** দীর্ঘ দুই বছরের খরা কাটিয়ে অবশেষে সাফল্যের নতুন ইতিহাস লিখলেন ভারতের তারকা ব্যাডমিন্টন জুটি সাত্ত্বিকসাইরাক রেঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। বারবার ফাইনালে উঠেও ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার যে আক্ষেপ তৈরি হয়েছিল, সিঙ্গাপুর ওপেন ২০২৬-এর মঞ্চে অবসান ঘটল তার। ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী জুটিকে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় পুরুষ ডবলস জুটি হিসেবে সিঙ্গাপুর ওপেন খেতাব জয়ের অনন্য নজির গড়লেন তাঁরা। এই ঐতিহাসিক জয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার ফাজার আলফিয়ান এবং মুহাম্মদ ফিক্রির বিরুদ্ধে ১ ঘণ্টা ১৩ মিনিটের এক লড়াই প্রত্যক্ষ করেন ক্রীড়ামোদীরা। ম্যাচের শুরুটা ভারতীয় জুটির জন্য সহজ ছিল না। প্রথম গেমে ছন্দের অভাবে ১৮-২১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন সাত্ত্বিক-চিরাগ। তবে দ্বিতীয় গেম থেকেই খোলনলচে বদলে যায় ম্যাচের চিত্রনাট্য। দীর্ঘ র‍্যালি এবং দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের ওপর ভর করে ২১-১৭ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তাঁরা। চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক গেমে ঠাণ্ডা মাথায় নেটের নিয়ন্ত্রণ রেখে এবং কম ভুল করে ২১-১৬ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে কোর্টেই উল্লাসে ফেটে পড়েন এই ভারতীয় তারকারা। ২০২৪ সালে থাইল্যান্ড ওপেন জয়ের পর থেকে সাত্ত্বিক-চিরাগের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা থাকলেও ট্রফি আসছিল না। গত দুই বছরে চার-চারটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেও রানার্স-আপ হয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁদের। সিঙ্গাপুরের এই সাফল্য মূলত এসেছে সেমিফাইনালে বিশ্বের একনম্বর তথা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে হারানোর আত্মবিশ্বাস থেকে। ওই কঠিন ম্যাচ জয়ই ফাইনালের মঞ্চে তাঁদের মানসিক স্তরে এগিয়ে রেখেছিল। এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী এই জুটির ঝুলিতে এটি নবম বিশ্ব ট্যুর খেতাব হলেও এটিই তাঁদের ক্যারিয়ারের প্রথম সুপার ৭৫০ শিরোপা।

# পঞ্চায়েত কাপ ফুটবলে জয়ী রাজগোবিন্দপুর

**সাময়িক প্রসঙ্গ, ধলাই, ১ জুন :** ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চায়েত কাপ ২০২৬ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চমক দেখালো রাজগোবিন্দপুর এফসি। ৪-১ গোলের ব্যবধানে শক্তিশালী রংমাই এফসিকে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে রাজগোবিন্দপুর এফসি। সোমবার রাজঘাট রাজীব গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স খেলার মাঠে প্রথম রাউণ্ডের অন্তিম খেলায় মুখোমুখি হয় রাজগোবিন্দপুর এফসি ও রংমাই এফসি। কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলা জমে উঠে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকে রাজগোবিন্দপুর এফসি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার শুরুতেই একটি আকর্ষণীয় গোল করে রাজগোবিন্দপুর। পরে পেনাল্টির সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি রংমাই এফসি।

এদিকে, রাজগোবিন্দপুর এফসি একটি পেনাল্টির সুযোগ পেয়ে গোলের সংখ্যা চতুর্থে পৌঁছায় দল। অবশেষে ৪-১ গোলের ব্যবধানে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে মাঠ ছাড়ে রাজগোবিন্দপুর এফসি।

এদিন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন রাজগোবিন্দপুর এফসি দলের গোলরক্ষক বেঙ্গা জুয়ালা। তাঁর হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন চান্নিঘাট জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি দিলীপকুমার রায়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রুহুল আলম বড়ভূইয়া, পিম্পি বড়ভূইয়া। মঙ্গলবার খেলা নেই। বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে মারিয়া এফসি বনাম জয়ধনপুর এফসি।

# এবারের আইপিএলে কে, কোন্ পুরস্কার জিতলেন!

**আহমেদাবাদ, ১ জুন :** টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল খেতাব জিতল আরসিবি। এবার আহমেদাবাদে আইপিএল ফাইনালে আরসিবি ৫ উইকেটে হারাল গুজরাট টাইটান্সকে। বিরাট কোহলি রবিবার অপরাজিত ৭৫ রান করেন ৪২ বলে। তাঁর এমন ইনিংসের সৌজন্যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৫৬ রানের লক্ষ্য আঠারো ওভারে তাড়া করে পাঁচ উইকেটে জয় পায়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য বিরাট কোহলি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন। পনেরো বছর বয়সি বৈভব সূর্যবংশী মরসুমের উদীয়মান খেলোয়াড়, মরসুমের সেরা আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান এবং সর্বাধিক ছক্কা মারার পুরস্কার পান। পাশাপাশি তিনি অরেঞ্জ ক্যাপ এবং মরসুমের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জেতেন।

**আইপিএল ২০২৬-র সম্পূর্ণ পুরস্কার তালিকা :** ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় : বিরাট কোহলি (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ৪২ বলে ৭৫ রান মরসুমের উদীয়মান খেলোয়াড় : বৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) মরসুমের সেরা স্ট্রাইকার : বৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) স্ট্রাইক রেট ২৩৭.৩। মরসুমের সর্বাধিক ছক্কা : বৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) ৭২টি ছক্কা মরসুমের সর্বাধিক চার : সাই সুদর্শন (গুজরাট টাইটান্স) ৭৫টি চার। মরসুমের সর্বাধিক ডট বল : মহম্মদ সিরাজ (গুজরাট টাইটান্স) ১৭২টি ডট বল। মরসুমের সেরা ক্যাচ : মণীশ পান্ডে (কলকাতা নাইট রাইডার্স) টিম ডেভিডের ক্যাচ। ফেয়ার প্লে পুরস্কার : পঞ্জাব কিংস। পার্পল ক্যাপ : কাগিসো রাবাডা (গুজরাট টাইটান্স) ২৯ উইকেট।

অরেঞ্জ ক্যাপ : বৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) ৭৭৬ রান।

মরসুমের সেরা খেলোয়াড় (এমভিপি) : বৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) ৪৩৬.৫ এমভিপি পয়েন্ট।

পিচ ও গ্রাউন্ড পুরস্কার (৫ বা তার বেশি ম্যাচ) : পিচ ও গ্রাউন্ড পুরস্কার (৫ বা তার বেশি ম্যাচ) : ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল।

পিচ ও গ্রাউন্ড পুরস্কার (৪ বা তার কম ম্যাচ) : হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

রানার্স-আপ : গুজরাট টাইটান্স ১২.৫০ কোটি টাকা।

চ্যাম্পিয়ন : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২০ কোটি টাকা।

# শচীন কোহলি নন, শৈশবের সুপার হিরো সানি : বৈভব

**জয়পুর, ১ জুন :** মাত্র ১৫ বছর বয়সে বৈভব সূর্যবংশী এমন কিছু করে দেখিয়েছেন যা বিশ্বের আর কোনও খেলোয়াড় কখনও করতে পারেননি। রাজস্থান রয়্যালসের এই ওপেনিং ব্যাটসম্যান তাঁর ঝড়ো ব্যাটিং দিয়ে আইপিএলের আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন। বিরাট কোহলি, শুভমন গিল ও হেনরিক ক্লাসেনের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলে চলতি মরসুমের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে খেলা শেষ করেছেন বৈভব। আইপিএলে নজরকাড়া সাফল্যের পর ভারতের এই বিস্ময় বালক জানিয়েছেন তাঁর শৈশবের সুপার হিরোর নাম। ফাইনালে পৌঁছাতে না পারলেও আইপিএল থেকে 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' এবং 'এমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজন' সহ বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত পুরস্কার পেয়েছেন বৈভব। টুর্নামেন্ট জুড়ে নিজের দাপুটে পারফরম্যান্স দিয়ে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছেন তিনি। ফাইনাল ম্যাচ শেষে জানিয়েছে, ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্করের গল্প শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। রবিবার গাভাস্করের সঙ্গে এক সাক্ষাতের সময় বৈভব নিজেই এই মজার ঘটনাটি প্রকাশ্যে এনেছেন। গাভাস্করের সঙ্গে কথা বলার সময় বৈভব জানায়, 'আমার বাবা আপনার সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলেছেন। আমি আমাদের বাড়ির কাছের সিমেন্টের পিচে অনুশীলন করতাম, যেটা আমার বাবা বানিয়েছিলেন। যখন আমি ছোট ছিলাম এবং কিছু ভালো শট খেলতাম, তখন বোলাররা আমাকে বাউন্সার মারতে শুরু করত। এটা আমাকে খুব বিরক্ত করত।' বৈভবের কথা মন কেড়েছে সকলের। ভারতের তরুণ এই এই খেলোয়াড় তাঁর ক্রিকেট যাত্রা সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'আমার বাবা আপনার (গাভাস্কর) সম্পর্কে আমাকে গল্প শোনাতেন। তিনি বলতেন যে, আমাদের সময়ে একজন মহান ব্যাটসম্যান ছিলেন যিনি হেলমেট ছাড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলারদের মোকাবেলা করতেন এবং এমনকী পুল শটে তাঁদের ছক্কাও মারতেন। তাঁর কথা শুনে আমি অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।' রবিবার বৈভব এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর স্বপ্ন শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

# হাইলাকান্দি ডিএসএ-র আন্তঃক্লাব অ্যাথলেটিক্স সম্পন্ন

**সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১ জুন :** জেলার ক্রীড়াঙ্গনে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ডিএসএ), হাইলাকান্দির উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'ইন্টার ক্লাব অ্যাথলেটিক্স মিট ২০২৬' সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রবি ও সোমবার ডিএসএ মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও এলাকার প্রায় ৩০০ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেন।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে একাধিক ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ১০০০ মিটার, ১৫০০ মিটার, ৩০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়। পাশাপাশি লংজাম্প, শটপুট, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভেলিন থ্রো, মিক্স রিলে এবং ট্রায়াথলন 'এ' ও 'বি' বিভাগের প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে মাঠজুড়ে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

প্রতিযোগিতার দুই দিনই ডিএসএ মাঠে ক্রীড়াবিদদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এক অনন্য ক্রীড়া আবহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ইভেন্টে তরুণ ও নবীন প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্স বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। ক্রীড়ামহলের মতে, এই ধরনের প্রতিযোগিতা জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভায় ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক পদাধিকারী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ডিএসএর সহ-সভাপতি পিনাকী ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শৈবাল সেনগুপ্ত, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান বড়লস্কর ও মুফাজ্জল হোসেন লস্কর, কোষাধ্যক্ষ মনোজিৎ দাস, অ্যাথলেটিক্স সম্পাদক শামিম উদ্দিন লস্কর, ফুটবল সম্পাদক আফজল হোসেন বড়ভূইয়া, আম্পায়ার সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, রেফারি সম্পাদক কবির আহমদ লস্কর, আবুল আজাদ লস্কর, জ্যোতিপ্রকাশ কর সহ ডিএসএ-র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শনকারী ক্রীড়াবিদদের আগামী আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স মিটে অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করা হবে। সম্ভাব্যভাবে নলবাড়ি অথবা ধেমাজি জেলায় অনুষ্ঠিতব্য ওই প্রতিযোগিতায় হাইলাকান্দির প্রতিনিধিত্ব করবেন নির্বাচিত খেলোয়াড়রা। এর মাধ্যমে জেলার প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের বৃহত্তর মঞ্চে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন কর্মকর্তারা।

ডিএসএ-র উদ্যোগে আয়োজিত এই আন্তঃক্লাব অ্যাথলেটিক্স মিটকে জেলার ক্রীড়া ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে অভিহিত করেছেন ক্রীড়াপ্রেমী ও ক্রীড়া সংগঠকরা।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80